চিতোরোদ্ধার

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

[তৃতীয় সংস্করণ]

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

১৩২৮

মূল্য ১।০

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
&
SONS
প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
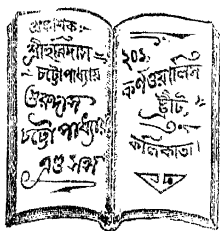
উৎসর্গ-পত্র

কবিভ্রাতা, ভগবদ্ভক্ত, দামোদর-বন্যার বিজয়স্তম্ভ,

বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ

বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর

কে সি আই ই মহোদয়ের

করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির

নিদর্শন স্বরূপ

উপহৃত হইল।

পরিচয়

[প্রথম সংস্করণ]

'চিতোরোদ্ধার' আমার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকের প্রধান পাত্র মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অরি সিংহের পুত্র। অরি সিংহের বিবাহটা একটু ঔপন্যাসিক। তিনি একদা মৃগয়ায় গিয়া একটি কৃষক কন্যার সাহসিকতায় মুগ্ধ হন ও তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহারই গর্ভে হামিরের জন্ম। অরি সিংহ দরিদ্রগৃহসম্ভূতা পত্নীকে গৃহে লইতে সাহসী হইলেন না। তাই আমাদের নায়ক শৈশবে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণে অরি সিংহ ও তাঁহার দশটি সহোদর যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহার এক ভ্রাতা অজয় সিংহ মাত্র সে মহাসমরে রক্ষা পান। কিন্তু চিতোর রাজপুতের হস্তচ্যুত হয়; রাণা অজয় সিহ কৈলবারাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি চিতোরোদ্ধারে চেষ্টিত হইয়াও সফল হইতে পারেন নাই। অন্তর্বিবাদে তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। মুঞ্জ নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত পার্ব্বত্য সর্দ্দার, রাজদ্রোহী হইয়া একদা মহারাণাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও আহত করেন। অজয় সিংহ তাঁহার দুই পুত্র আজিম সিংহ ও সুজন সিংহকে এই অপমানের প্রতি-কারে অক্ষম জানিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র হামিরকে মুঞ্জ-দলনে প্রেরণ করেন। হামির মুঞ্জের ছিন্ন-মুণ্ড লইয়া পিতৃব্যচরণে উপহার

দিলে, অজয় সিংহ সেই ছিন্নমুণ্ড হইতে রক্ত লইয়া হামিরের ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দেন। অজয় সিংহ ভগ্নহৃদয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। সুজন সিংহ পাছে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কায় মেবার ত্যাগ করিয়া যান।

হামিরের বৃদ্ধি, দিল্লীশ্বরের নিয়োগপ্রাপ্ত চিতোরের শাসনকর্ত্তা মালদেবের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি হামিরকে অপমানিত করার জন্য নিজগৃহে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়া বালবিধবা কন্যাকে গোপনে তাঁহার করে অর্পণ করিলেন। মালদেবের কন্যার দ্বারা পূর্ব্বেই, তাঁহার পিতার চাতুরী ব্যক্ত হইয়া পড়ে। শেষে তাঁহারই এবং মেহতা-সর্দ্দার জাল সিংহের সহায়তায় চিরবাঞ্ছিত চিতোরোদ্ধারে সক্ষম হইলেন। মালদেব দিল্লী গিয়া দিল্লীশ্বরকে এই পরাজয়বার্ত্তা দিলেন। মহম্মদ খিলিজি তখন দিল্লীর সিংহাসনে। তিনি চিতোর হস্তগত করার জন্য সসৈন্যে হামিরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন; পরে রাজপুতের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান।

এই গেল ইতিহাস, অথবা নাটকের আংশিক আখ্যান-ভাগের সংক্ষিপ্ত সার। তাহার পরের ঘটনা এবং চরিত্র স্বষ্টির জন্য একমাত্র এই নাট্যকার দায়ী।

এইবার আরও সংক্ষেপে নাটক রচনার প্রধান একটি দিক্ দেখাইব।

নাটকের প্রকৃত সার্থকতা, মানবপ্রকৃতি উদ্‌ঘাটন করিয়া

মানবপ্রকৃতিতে অজ্ঞাতে সরস সদ্ভাবরাশি সঞ্চারিত করা। শুধু লোমহর্ষণ ঘটনা; কবিত্বছটা; ভাষার সমারোহ—সাময়িক উত্তেজনা বা উন্মাদনার ইন্ধন যোগাইলেও সাহিত্যের জীবন-যুদ্ধে টিঁকিতে পারে না। টিঁকিবে তাহাই—যাহা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অন্তর্জ্জগতের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম; যাহা দেশ-কাল-পাত্র সীমাবদ্ধ নয়,—সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন মানবিকতাকে আশ্রয় করিয়া আছে।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

মৎপ্রণীত 'চিতোরোদ্ধার' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বন্ধুবর সুপ্রসিদ্ধ কবি-ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রুফ দেখিয়া দিয়া আমাকে পরম উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

[তৃতীয় সংস্করণ]

মৎপ্রণীত 'চিতোরোদ্ধার' নাটকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের মূল্য এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্টতর কাগজ দেওয়ার জন্য ও মুদ্রণ ব্যয়াধিক্য-বশতঃ পাঁচসিকা করিতে হইল।

গ্রন্থকার

চরিত্র

অজয় সিংহ	মেবারের রাণা
আজিম সিংহ সুজন সিংহ	ঐ রাণার পুত্রদ্বয়
হামির	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র, পরে রাণা
লছমন্ দাস	ঐ অমাত্য
কিষণলাল	হামিরের অমাত্য
ক্ষেত্র সিংহ	ঐ পুত্র
রঘু পাগ্‌লা	ঐ জনৈক উদাসীন
মালদেব	চিতোরের শাসনকর্তা
জাল সিংহ	ঐ প্রধান অমাত্য পরে হামিরের সেনাপতি
মুঞ্জ	জনৈক পার্ব্বত্য-সর্দার
রঞ্জন	ঐ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত জনৈক পিতৃমাতৃহীন রাজপুত
ভজনলাল	আজিমসিংহের পার্শ্বচর
মহম্মদ খিলিজি	দিল্লীর বাদ্‌শাহ
রহমত খাঁ	ঐ আত্মীয় ও সেনাপতি
হারাবতী	হামিরের মাতা
অবন্তী	ঐ স্ত্রী
রুক্মা	মুঞ্জের স্ত্রী
ময়না	ঐ কন্যা
দিল	মহম্মদ খিলিজির কন্যা

ন্না ৫৭

চিতোরোদ্ধার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হামিরের মাতুলালয়

(হামির ও হারাবতী)

হা। মা, দেখেছ! আমার এমন বর্শাটা একেবারে দু'খণ্ড হ'য়ে গেছে! বরাহটার মাথা যেন একটা পাথর!

হারা। হামির, এম্‌নি ক'রে অপব্যয় আর কতদিন চল্‌বে? প্রকৃতি পাকা গৃহিণী, তিনি অপচয় সহ্য কর্‌তে পারেন না। যে প্রয়োগ কি অপহার জানে না, তার পক্ষে শক্তি বিড়ম্বনা মাত্র।

হা। মা, রাজপুতের বাহু কি অলস হ'য়ে থাক্‌বে?

হারা। এর চেয়ে আলস্য ভাল। মৃগয়া একটা অনাবশ্যক হত্যা, নিষ্ঠুর ব্যসন; শুধু বাহুবল পশুর সম্বল। মানবজীবনের প্রকৃত স্পন্দন তাই—যার পথ প্রেমে, গতি সত্যে, পরিণতি মঙ্গলে।

হা। প্রাণের এ প্রবল উচ্ছ্বাস কি করে সম্বরণ কর্‌ব মা? মনে হয়, যেন কোন্ কুহকপুরীর আলোর ঝলক তড়িতের

তাড়নার মত আমার হৃদয়ের দ্বারে এসে আঘাত করে,—যেন তার লৌহদ্বার ভেঙ্গে দিতে চায়! আমার দুই বাহু ছেয়ে উষ্ণ শোণিতের জোয়ার উঠে আসে; প্রাণের মধ্যে কি এক প্রেরণার ব্যাকুলতা মুক্তি পাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। এ আবেগের আগুন নিয়ে আপনার মধ্যে আপনি খাক্‌ হ'য়ে যাচ্ছি। এ উন্মাদনার বজ্র কার ওপর হান্‌ব,—কোথায় কোন্‌ পাষাণের বাঁধ চূর্ণ ক'রে দেবো, বলে দাও জননি!

হারা। নিজের বিবেক আর নিজের তরবারি নিয়ে আপনার পথ আপনিই করে দিতে হবে হামির!

হা। মা, কোথায় যেন কোন্‌ উদয়শিখরে নব-জীবনের নূতন অরুণ মুক্তাকাশকে কিরণের স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে! সেখানে জন-সমারোহের আনন্দ-কল্লোল সমুদ্রগর্জ্জনের মত শোনা যাচ্ছে! ভাগ্যের সেই উচ্চতোরণে দেবতার অঙ্গুলি-সঙ্কেতের মত কর্ম্মের নিশান উড়্‌ছে। সাধনার সিংহদ্বারে জীবনের বিজয়-বাজনা বাজ্‌ছে। সেই বিশ্বতানের তালে তালে পা ফেলে যাত্রা, সেই সমুদ্রকল্লোলে কণ্ঠ মিশানো, সেই অনন্ত আকাশে মুক্ত বিচরণ—কি মধুর! তাই কি চেতনা? তাই কি লক্ষ্য? তাই কি মুক্তি?"

হারা। যে মাতুলের অন্নদাস, যে সোহাগ-পিঞ্জরের বন্দী, তার উড়্‌তে সাধ কেন?

হা। জানি না মা, কেন তুমি কিছুদিন হ'তে এ অভাগার প্রতি বিরূপ। কি চাও, জননি? সন্তানের কাছে কি বাঞ্চা

তোমার? এই হৃদ্‌পিণ্ড উৎপাটন ক'রে দিলেও কি তোমার তৃপ্তি হবে না, জননী?

হারা। হৃদ্‌পিণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র। হৃদয় দে, ক্ষ্যাপা, হৃদয় দে! সেই ত প্রকৃত শক্তি। তোর নাম ইতিহাসকে উজ্জ্বল করবে। কত রাজ্য, কত রাজা কালের কঠোর গদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তুই সেই ভগ্নস্তূপে অক্ষয়বটের মত অভ্যুদয়ের শ্যাম-সজীবতা নিয়ে উন্নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বি।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কি। মা, মহারাণার নিকট হ'তে একজন দূত কুমারের দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে দ্বারে অপেক্ষা করছে।

হারা। তাকে নিয়ে এস। আমি তবে আসি!

(প্রস্থান)

(রঘুপাগ্‌লার প্রবেশ)

রঘু। জয় হোক্‌।

হা। প্রণাম হই। পিতৃব্যের কুশল ত?

রঘু। হাঁ, তিনি বেশ খাচ্ছেন দাচ্ছেন, ঘুমচ্ছেনও। তবে কিনা, বিদ্রোহী মুঞ্জসর্দ্দারকে জব্দ কর্‌তে গিয়ে সম্প্রতি তার তলোয়ারের খোঁচায় ভাঙ্গা কপালটা একটু বেশীরকম জখম হয়েছে। সে ঘা-টা কখনও কখনও টন্ টন্ ক'রে ওঠে বটে! তা যাবে,—সেও শুকিয়ে যাবে। চিতোরের এত বড় নালী-ঘা-ই যদি ভ'রে যেতে পারে, তখন এ আর কি! তবে কথা এই সে ঘায়ের ওপরটাই যুড়েছে, ভেতরটা এখনও দক্‌দকে!

কি। চিতোরের নালী ঘা কি রকম ?

রঘু। আহা, আমাদের মহম্মদ খিলিজি প্রভু বেঁচে থাকুন, অমন প্রলেপ বুঝি আর কেউ দিতে জানে না! তবে দুঃখ এই, সে ঘায়ের মুখ খুলে দেবার লোক রাজপুতনায় আর হ'ল না।

হা। হবে ব্রাহ্মণ, হবে।

রঘু। সে কবে ? তা হ'লে কি হামির বৃথায় মাতুলের অন্ন ধ্বংস করে!

হা। যাব, রঘুনাথ, যাব। একদিন বাঁধন খুলে কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব।

কি। কুমার চলুন সেই জীবন-যুদ্ধে—যবন-যুদ্ধে। খিলিজি বাপ্পার সিংহাসন কলঙ্কিত করেছে; সে রাহু শুধু চিতোর নয়, সূর্য্যবংশের মহিমা গ্রাস করে' বসেছে!

(হারাবতীর পুনঃ প্রবেশ)

হারা। হিন্দু. 'যবন' কথাটা তোমাদের অভিধান থেকে কবে বহিষ্কৃত হবে ? ব্রাহ্মণ তুমি কি এক ভাই দিয়ে অন্য ভায়ের হত্যা সাধন করা'তে এসেছ ? জাতি-বিদ্বেষে ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুস্থান আজ শ্মশান! যাও ব্রাহ্মণ, হামির শ্মশানের ইন্ধন যোগাতে যাবে না।

রঘু। বল কি মা! হামিরের জন্য রাজসিংহাসন অপেক্ষা কর্‌ছে। মুঞ্জের ছিন্নশিরের পুরস্কার—মেবারের গদী।

হারা। ব্রাহ্মণ, হামির মনুষ্যত্বের জন্য রাজত্বে পদাঘাত কর্‌তে জানে।

রঘু। তুমিই কি মা, মহাবীর অরি সিংহের পত্নী? তুমি কি সেই?—যার কিশোর-বাহুত্যক্ত জনারদণ্ড একদিন বন্য বরাহের মস্তক সুতীক্ষ্ণ ভল্লের মত বিদ্ধ করেছিল! তুমি কি সেই?—যার শৈশবসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে মেবারের সিংহ, তার যোগ্য সিংহিনীর সন্ধান পেয়েছিল! না না থাক্। এ ভুট্টার মুলুকে অতীতের মুক্তা ছড়িয়ে কি হবে! চল্লেম; অজয়সিংহকে বল্ব—মুঞ্জের আঘাতে তুমি আহত হয়েছ, মেবারের পৌরুষ ব্যাহত হয়েছে, চিতোর ধুলায় লুঠ্ছে, তবু হামির এল না,—সে মায়ের অঞ্চল-বন্ধন ছিন্ন কর্‌তে পার্‌লে না! তুমি পুত্রদের কাছে নিরাশ হ'য়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে বড় আশায় আমায় পাঠিয়েছিলে;—সে আশাও ছাই হ'ল।

হা। মা চল্লেম। যদি না পাই তোমার আশীর্ব্বাদ, দাও অভিশাপ;—সেও ত মায়েরই দান! অমঙ্গলে মঙ্গল, তা আমি শিরস্ত্রাণের মত মাথায় নিয়ে শত্রুর অসির সম্মুখীন হব।

হারা। স্থির হও বৎস! তুমি কি আমার অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পার নি। রাজপুত-জননী কি বীর-পুত্রকে গৌরব-অর্জ্জনে বাধা দেয়? অভিমানী ছেলে, মা কি আপনার রক্তমাংসকে অভিশাপ দেয়? আশীর্ব্বাদই যে তার মাতৃত্ব! এই লও; (তরবারি দান) —মাতৃ-মন্ত্রপূত তরবারি দিয়ে মুঞ্জের ছিন্নমুণ্ড পিতৃব্য-চরণে ডালি দাও। এই জয়-খড়্গে চিতোরেরও নাগ-পাশ ছিন্ন হোক্।

কিষণ ও রঘু। জয়, মায়ের জয়!

হারা। কিন্তু মনে রোখো হামির, মনের কালি নিয়ে জাতি-

বিরোধের বিষ দিয়ে জাতির মঙ্গল সাধিত হয় না। ভাই পর হ'য়ে গেছে, নিজের প্রাপ্য অংশে তৃপ্ত না হ'য়ে ভা'য়ের হকে হক্ বসিয়েছে,—তাকে বেদনার জন্য আঘাত না দিয়ে চেতনার জন্য যেটুকু নাড়া-চাড়া দরকার, তাই দিয়ে বিদ্রোহীকে আয়ত্ত কর। এটা হিংসা নয়,—প্রেম; আহব নয়,—শান্তি। যাও বীর, সেই ধর্ম্ম-যুদ্ধে; দেবতা তোমার সহায়।

(প্রস্থান)

হা। তবে জ্বল্,—মাতৃদত্ত খড়্গ, জ্বলে' ওঠ। আয়, তোতে আমাতে নব-তরঙ্গে ভেলা-ভাসাই ;—হয় কূল, না হয় নির্ম্মূল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কৈলবারা—সুজনসিংহের প্রমোদাগার

(আজিমসিংহ ও ভজনলাল)

আ। আচ্ছা, ভজনলাল!

ভ। আজ্ঞা করুন।

আ। তোমার নাকি ঘরে বেজায় অশান্তি?

ভ। আজ্ঞে হাঁ। দিনে যেমন মাছি, রাতে তেমনি মশা!

আ। তোমার অন্দরের কথা বলছি,—ভারি না কি জ্বালাতন হচ্ছ?

ভ। আজ্ঞে সেখানকার কথা কি আর বল্‌ব? চন্দ্রসূর্য্যের সাধ্য কি সেখানে ঢোকেন! হাওয়া বেচারী যে এত কাহিল, তারও গলদঘর্ম্ম হ'য়ে যায়। গ্রীষ্মে যেমন ছট্‌ফটানি, শীতে তেমনি কন্‌কনানি!

আ। আমরা সব খবর রাখি হে;—তোমার বাড়ীতে রোজ কুরুক্ষেত্র!

ভ। আজ্ঞে সেটা আদর,—আদর।

আ। তুমি একটা বাঁদর,—বাঁদর!

ভ। আর আপনি নৃসিংহ-অবতার।

আ। যাক্‌, এখন আপোস্‌। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবো,—সত্যি বল্‌বে?

ভ। আমি কি মিথ্যা বল্‌বার লোক হুজুর?

আ। তা আর বল্‌তে! যাক্‌—বাজারে গুজব, তুমি নাকি দুঃখ ভুলবার জন্য সিদ্ধি ধরেছিলে?

ভ। ওগো মশাই, আসুন ত,—এগিয়ে আসুন; আপনাকে কাঁধে ক'রে ধেই ধেই নাচি! এত দিনে নেশা কর্‌বার একটা অজুহাত পেলেম; এর জন্যে যে কত পুঁথিপত্র ঘেঁটেছি—সব ভাল ভাল কেতাব!—কোন ব্যাটাও এ সম্বন্ধে কিছু লেখে নি,—স্বয়ং বেদব্যাসও না?

আ। এর চেয়েও দুঃখ ভোল্‌বার চিজ্‌ আছে।

ভ। আজ্ঞে, কি?

আ। নাচ, আর গান।

ভ। কেয়াবাৎ! তয়ফাও তৈয়ারী, ইসারাও পেলেম, (দ্বার খুলিয়া) ওগো, তোমরা এই দিকে এস, আমরা একটু দুঃখ ভুল্‌ব।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

ন-গণ। (গীত)

আমরা পরাণ নিয়ে খেলা ভালবাসি।
আসে কুরঙ্গ, আসে মাতোয়ারা,
শুনে' বাঁশী—শুনে' মধু-বাঁশী পরে সেধে ফাঁসি।
ফুলবাসে ভরা মধু রাতি,
এস বঁধু, আছি হৃদয় পাতি,
এস পিয়াসী, জুড়াও আসি!
আমরা ভেঙ্গে দিই পেয়ালা নিশি শেষে,
'সুধা নাই, সুধা নাই' বলি হেসে,
পিয়ানু বঁধুয়া গরলরাশি।

(রঘুপাগ্‌লার প্রবেশ)

ন। ওরে, ঐ পাগল আবার জ্বালাতে আস্‌ছে। এখনই মুখে যা আস্‌বে, বল্‌বে! পালা, পালা! (প্রস্থান)

রঘু। ভায়া হে, রস-ভঙ্গ কর্‌লেম, কিছু মনে ক'রো না।

আ। কুছ্ পরোয়া নেই! দাদা, একটু সিদ্ধি খাবে?

রঘু। (গান)

ভোর হয়েছি সিদ্ধি খেয়ে সিদ্ধেশ্বরীর আপন হাতে,
তোমার সিদ্ধি খাও তুমি, ভাই, নেশা হয় না আমার তা'তে

যে চরণের কারণ পিয়ে বিষ খেয়ে শব শিব রয় জিয়ে,
মাতে সেই প্রসাদী নিয়ে মন-মাতাল তিন ভুবন সাথে !

ভ। আচ্ছা পাগ্‌লা ঠাকুর, শুনেছি আরাবলী পাহাড়ের নাকি একটা ন্যাজ বেরিয়েছে, দুটো শিং গজিয়েছে ?

রঘু। এই রকম ত জনশ্রুতি। হবেই বা না কেন! পাষাণে কি প্রেম নাস্তি ? (আজিমকে দেখাইয়া) এই —ওঁর যদি তোমার মত একটি পুচ্ছ, আর যাঁরা এইমাত্র গেলেন, তাঁদের মত মাথায় একটি গোলাপগুচ্ছ গজিয়ে উঠ্‌তে পারে, তবে কি সেই চোঁয়াড় বেটা একটু সখ্‌ কর্‌তে পারে না ?

আ। এই না শুন্‌লেম, তুমি মহারাণার আদেশে হামিরকে তার মামা বাড়ী থেকে আন্‌তে গেছ ?

রঘু। আর বলোনা ভায়া, বুড়ো হ'লেই খেড়ে রোগে পায় ! নইলে যার কেশর ঝরে' পড়েছে ; দাঁত ক্ষ'য়ে গেছে ; নখ ভোঁতা হয়েছে, সে সিংহও আবার হুম্‌কি দেন ! কিন্তু আমি তাজ্জব যাই বুড়োর বাড়াবাড়িটা দেখে ; মাথার চুড়োই না হয় গুঁড়ো হয়েছিল, মাথাত ঠিক ছিল ! কপালেই না হয় চোট্‌ লেগেছিল, একটু জলপটি লাগালেই ত সেরে যেত !

আ। হামির কি এসেছে ? মুঞ্জের মাথা কাট্‌তে পার্‌লেই ত সে গদী পাবে।

ভ। তবে আবার আসবে না !

রঘু। উহুঁ, সে ছোক্‌রা কি রাজ্যের লোভে ভোলে ! সুবিধা ছিল এই যে, এ রাজ্য এখন অস্থিচর্ম্ম-সার, এতে চেক্‌নাই

ফোটানো দরকার। হামির নিজের শক্তির দেমাকে অধীর হ'য়ে পড়েছিল। তার কাছে রাজ্যের চেয়ে কার্য্যই এখন প্রিয়, তাই টোপ গিল্‌লে; আর অম্‌নি একটানে কাকার কাছে এনে হাজির! সৈন্য সাজ্‌ছে;—যাবে মুঞ্জের মাথা কাটতে। আমা-কেও দলের সঙ্গে যেতে হবে। এই পথ দিয়েই হামিরের যাবার কথা, তাই এ দিকে এসেছিলেম। তুমি ফূর্ত্তি কর্‌ছ দেখে ভাব্‌লেম; বাহাবা দিয়ে যাই। তুমি বাহাদুর বটে! ও দিকে 'মার্ মার্, ধর ধর'। আর তুমি নাচ গানে তর্ তর্ তর্। ভায়া, তুমিই আদত্ যোগী!

ভ। আমরা দুঃখ ভুল্‌ছিলেম।

রঘু। খুব ভোলো। হামির বোধ হয় অন্য রাস্তা নিয়েছে। এখন তবে যেতে অনুমতি কর্‌তে হচ্ছে। (প্রস্থান)

আ। ভজনলাল, মহারাণার প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছ ত? যে মুঞ্জের মাথা কেটে আন্‌তে পার্‌বে, তাকে তিনি গদী দেবেন! আমার মনে হয়, হামিরের কপালেই মেবারের রাজটীকা সেজেছে।

ভ। প্রকারান্তরে আপনারা ত্যজ্য পুত্র! এমন বাবাকে আমি হ'লে ত তড়াং করে' মুখের ওপর শুনিয়ে দিই,—মশায় ও আমাদের ত্যজ্য পিতা!

আ। আমার বুকটার ভিতর যেন কি হচ্ছে,—

ভ। তবে দুঃখ-ভুলানীদের আবার ডাকি?

আ। যাই, বুকের ভেতর ভারি যাতনা হচ্ছে।

(প্রস্থান)

ভ। ও কি! আমাদের যে আজ ভাল করে, দুঃখ ভোলা হ'ল না! তাই ত! রকমটা ভাল নয়; আগে যে সাম্‌লায়, সে পস্তায় না। মোসায়েবের হাজার দরওয়াজা খোলা। হাম্বির ছোক্‌রার বিদূষক-ভাগ্য নেই! কিন্তু সে গদী পেয়ে বসে' আছে। এখানকার ভাত ত উঠ্‌লো। শুনেছি মালদেব মোসায়েব-পোষা; সেইখানেই গিয়ে পড়্‌তে হবে। স্ত্রী মুখরা, নিজে আটকুড়ো! তাই হেসে খেলে, ইয়ারকি করে' কোন মতে সময় কাটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ন্যায়ই জানে কে, আর অন্যায়ই জানে কে! নিজেকে ভুলে থাক্‌লেই ঢের হ'ল।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

(কিষণলাল ও জনৈক রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

সৈ। মুঞ্জ সর্দ্দারকে পাওয়া গেল না। আরাবল্লীর প্রত্যেক গুহা প্রত্যেক শিখর অনুসন্ধান করেছি—কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

কি। তার গৃহ আক্রমণ করেছিলে?

সৈ। পর্ব্বত বেষ্টিত দুর্গম স্থানে তার গৃহ—আমরা আগুন ধরিয়ে দিই। বনে আগুন ধর্‌লে লোকেরা বেড়িয়ে পড়্‌ল, কিন্তু তার ভেতর মুঞ্জকে দেখা গেল না।

কি। সে অতি ধূর্ত্ত, আমাদের আগমনবার্ত্তা বোধ হয় পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরে আর কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। তার বাড়ীর কাউকে ধর্‌লে না কেন? তাকে পীড়ন কল্লে তার আশ্রয়-স্থান জানা যেত্ত।

সৈ। আমরা বৃথা ফিরে আসি নি, তার মেয়েকে ধ'রে এনেছি।

কি। মেয়েকে! কি করে জান্‌লে যে সে তার মেয়ে?

সৈ। আমরা যখন তাকে ধরি, সে ছোরা বা'র করে' আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল—সে ব্যাঘ্রীর ন্যায় তেজস্বিনী—যখন তার হাত থেকে ছুরী খানা ছিনিয়ে নিই—সে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—নিজের হাত নিজে কাম্‌ড়ে গর্জ্জে' বলে' উঠ্‌ল—আমি পার্‌লেম না, আমার বাপ এর প্রতিশোধ নেবে। তখনই বুঝলুম, এই মুঞ্জ সর্দ্দারের মেয়ে।

কি। বেশ হয়েছে! তাকে পীড়ন কর্‌লেই মুঞ্জসর্দ্দারের খবর সহজেই জানা যাবে—কোথায় সে কন্যা?

সৈ। আমি দ্রুত আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি, আমাদের সৈন্যেরা তাকে বন্দী করে' এই খানেই নিয়ে আস্‌ছে।

কি। মুঞ্জসর্দ্দারের কন্যাকে পাওয়া আমাদের অর্দ্ধেক জয় বলে' মনে করি। কোন খবর না পেয়ে ফিরে গেলে, কুমারের কাছে মুখ দেখা'তে পার্‌তেম না।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ময়না। (নেপথ্যে)—আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও—

কাপুরুষের দল স্ত্রীলোককে বেঁধে নিয়ে যেতে তোদের লজ্জা কর্‌ছে না ?—তোরা রাজপুত ?)

(নেপথ্যে জনৈক সৈন্য—আমরা হুকুমের চাকর—আমরা ধর্‌তে পারি—ছাড়্‌তে পারি না। নিয়ে চল—নিয়ে চল।)

(ময়নাকে বন্দী করিয়া লইয়া কতিপয় রাজপুত সৈন্যের প্রবেশ)

সৈ। এই মুঞ্জসর্দ্দারের মেয়ে।

কি। এই দিকে নিয়ে এস!—তুমি মুঞ্জসর্দ্দারের কন্যা ?

ম। হাঁ।

কি। তোমার বাবা কোথায় ?

ম। বল্‌ব না।

কি। তুমি জান সে কোথায় আছে ?

ম। জানি।

কি। কোথায় ?

ম। বল্‌ব না।

কি। বল্‌বে না ?

ম। না। দেখ্‌ছি তুমি ভদ্রলোক। এই কাপুরুষদের বল, আমায় ছেড়ে দেয়।

কি। মুক্তি পাওয়া অতি সহজ। বল কোথায় তোমার পিতা ?—তোমায় মুক্ত করে' দিচ্ছি।

ম। পিতা কোথায়, আমি বল্‌ব না। আমায় ছেড়ে দাও।

কি। যতক্ষণ তোমার পিতার সন্ধান না বল্‌বে, কারও

সাধ্য নেই যে তোমায় মুক্ত করে। তুমি বল, তোমার বাপ কোথায়,—আমরা এখনি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি।

ম। আমি সে মুক্তি চাই না। তা হ'লে আমায় বধ কর।

কি। বধ কর্‌ব, কিন্তু অত সহজে নয়; তোমার মৃত্যুতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। তোমায় বেঁচে থাক্‌তে হবে, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হবে—যতক্ষণ না তুমি বল তোমার পিতা কোথায়।

ম। রাজপুতজাতির এতদূর অধঃপতন হয়েছে! রমণীর উপর অত্যাচার কর্‌তেও তাদের এতটুকু বাধে না? আরে ভীরু, আরে কাপুরুষ,—আরে মনুষ্যত্বহীন পশু, তোরা কি মনে করেছিস্, যন্ত্রণার ভয়ে আমি বল্‌ব আমার পিতা কোথায়? তোদের কাছে আমরা অসভ্য, বর্ব্বর, হীন, কিন্তু আমাদের এই অসভ্য বর্ব্বরজাতির মধ্যে এমন হীন, এমন নরাধম কেউ নেই, যে স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার করে। দে, যে যন্ত্রণা তোরা দিতে চাস্, দে, আমি মুঞ্জসর্দ্দারের মেয়ে—আমি হাসি মুখে তা সহ্য কর্‌ব, কিন্তু কখনও বলব না—আমার পিতা কোথায়।

কি। বল্‌বি কি না, দেখ্‌তে পাবি। সৈন্যগণ, পার্ব্বত্য দস্যুরা বন্যপশু! এই পশু-কন্যার উপর অত্যাচার কর্‌তে কিছু মাত্র দ্বিধা ক'রো না! একটী একটী করে' এর অঙ্গচ্ছেদ কর, এর চক্ষু উৎপাটন কর, আগুন দিয়ে একে একটু একটু করে' পোড়াও।—দেখি ও বলে কি না।

সৈ। আমি আগুন নিয়ে আসি! আগুন নিয়ে-আসি!

(প্রস্থান)

২য় সৈ। এই হাতে ছুরী তুলেছিল, এই হাতখানা আগে কেটে দিই।

কি। না না, আগে এই গাছের সঙ্গে বাঁধ, তারপর আগুন ধরিয়ে দাও।

২য় সৈ। আয়, এদিকে আয়।

ম। আমায় টেনোনা, আমায় ছেড়ে দাও, আমি আপনিই যাচ্ছি।

(১ম সৈনিকের অগ্নি লইয়া প্রবেশ)

১ম সৈ। এই আমি আগুন এনেছি।

২য় সৈ। দাঁড়াও, একে গাছের সঙ্গে বাঁধি।

কি। তুমি আগুন জ্বাল—(অগ্নি প্রজ্বলিত করণ ও ময়নাকে বৃক্ষের সহিত বাঁধিবার উদ্যোগ) দাঁড়াও, বালিকা, বুঝতে পাচ্ছ, আর মুহূর্ত্ত পরে তোমার কি অবস্থা হবে। এখন বল, মুঞ্জসর্দ্দার কোথায়!

ম। ঐটুকু আগুন জ্বালিয়ে ভয় দেখাচ্ছ? সমস্ত মেবার যদি আগুন হয়ে জ্বলে ওঠে, তবু মুঞ্জসর্দ্দারের মেয়ের মুখ থেকে বেরোবে না, তার পিতা কোথায়! আমায় আগুনে ফেল।

কি। নিয়ে যাও।

(হামিরের প্রবেশ)

হামির। ধিক্ কিষণলাল, এই কি রাজপুতের আচার!

এই কি রাজপুতের মনুষ্যত্ব! এই কি রাজপুতের বীরত্ব! এখনই এই বালিকার বন্ধন মুক্ত কর।

কি। সে কি কুমার! আমরা আজ কয়দিন অনুসন্ধান করে' মুঞ্জসর্দ্দারের সন্ধান পাচ্ছি না। এ বালিকা তার কন্যা,—তার সন্ধান জানে। সন্ধান না নিয়ে একে ছেড়ে দেবো?

হা। তা বলে' রমণীর ওপর অত্যাচার হামির জীবিত থাক্‌তে হ'তে দেবে না। তোমরা সন্ধান করে, সর্দ্দারকে বের কর;—রমণীর উপর অত্যাচার করে' সে সন্ধানে প্রয়োজন নেই।

কি। কুমার বুঝতে পার্‌ছেন না। আপনি নিজ হস্তে আপনার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত কর্‌ছেন!

হা। উন্নতি, রাজত্ব, সিংহাসন,—অতল তলে ডুবে যাক্‌। যাও রমণী, তুমি মুক্ত।

ম। তুমি কে?

হা। আমি হামির।

ম। তুমি হামির!—এত করুণ! এত মহান্‌!

হা। বালিকা, কথার সময় নাই। তুমি মুক্ত; যেথানে ইচ্ছা চলে যেতে পার। যদি ইচ্ছা হয়, তোমার পিতাকে সংবাদ দিও—আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে' এখানে অপেক্ষা কর্‌ছি। যাও কিষণলাল, সৈন্যদের নিয়ে যাও।

কি। আপনাকে একা শত্রুমুখে রেখে—

হা। এমন বীরত্ব না হ'লে কি এই অসহায়া বালিকার ওপর—

কি। যথেষ্ট হয়েছে,—আর না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও।

ম। (স্বগত) এই হামির! কি সুন্দর! কি মহান্!

হা। বালিকা, কি স্থির করলে?

ম। না না, আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না,—আমার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রো না!

(পর্ব্বতরন্ধ্র হইতে মুঞ্জের প্রবেশ)

মু। ময়নার কণ্ঠস্বর শুনলেম না! তাই ত! একি ময়না? এখানে এ ভাবে! বিশৃঙ্খল বেশ, আলুলায়িত কেশ! এই পাষণ্ড কি তোমার অবমাননা করেছে?

ম। না বাবা, ইনি হামির। ইনি আমাকে অবমাননাকারী-দের হাত হ'তে উদ্ধার করেছেন।

মু। তুমি হামির! বল, আবার বল, নইলে আমার এই অসি তোমার বক্ষোরক্ত পান করতে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

হা। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও, পার্ব্বত্য-সর্দ্দার!

(মুঞ্জ তরবারি উন্মুক্ত করিলে ময়না ধরিল)

ম। না, না, বাবা এ উপকারীর প্রতি হস্তোত্তোলন ক'রো না, ধর্ম্মে তা সইবে না। ইনি মানুষ নন্—দেবতা। দেবতার সঙ্গে কি মানুষের কলহ খাটে?

মু। অসম্ভব! চিতোরের রাণাবংশকে আমি চিরকাল ঘৃণা করি।

ম। কেন বাবা?

মু। তুমি বালিকা, তা কি বুঝবে! এই উদ্ধত রাণাবংশ আমাদের পায়ের নীচে রাখ্‌তে চায়। কেন না, তারা সুসভ্য, আমরা অসভ্য; তারা বড়, আমরা ছোট; তারা রাজা, আমরা দস্যু! শোন হামির,—আমাদের তোমরা যত ঘৃণা কর, আমরা তত বর্ব্বর নই। দিল্লীর বাদশাহ তোমাদের ললাটে দাসত্ব অঙ্কিত করে দিয়েছে, তবু তোমরা সুসভ্য! আর আমি সেই দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন কর্‌তে, সমস্ত রাজপুতনায় হিন্দুর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্য একদিন রাজপুতের সঙ্গে রাজস্থানে সমান অধিকার চেয়েছিলেম,—তাই আমাকে বর্ব্বর দস্যু বলে' রাজসভা থেকে অপমান করে' তাড়িয়ে দেওয়া হয়! মুঞ্জসর্দ্দার সে অপমান ভোলে নি! সে অপমান আমার নিজের নয়—সমস্ত পার্ব্বত্য জাতির।

হা। পার্ব্বত্য জাতি চিরদিনই রাণাবংশের রাজভক্ত প্রজার কর্ত্তব্য পালন করে' আস্‌ছে। তুমি সে বংশের কুলাঙ্গার,—তাই প্রজা হ'য়ে রাজার সঙ্গে সমান অধিকার চাও!

মু। ওইখানটাতেই সব গোল! কে রাজা? যে আপনাকে রক্ষা কর্‌তে পারে না, অথচ আপনার মহিমাটুকু বজায় রাখ্‌তে অতিমাত্রায় ব্যস্ত, সে কি রাজা নামের যোগ্য? হামির, রাজস্থানের কর্ত্তৃত্ব পার্ব্বত্যজাতির হাতে ছেড়ে দাও, নইলে, বিধর্ম্মীর হাত হ'তে কিছুতেই চিতোরোদ্ধারের আশা নেই। আমি

নিজের বা আমার স্বজাতির জন্য বল্‌ছি না,—সমস্ত রাজস্থানে হিন্দু রাজশক্তির অপঘাত মৃত্যু দেখে তার প্রতিকারের জন্য বল্‌ছি। যদি রাজী না হও, এস যুদ্ধ হোক্।

ম। বাবা! ক্ষমা—ক্ষমা—

মু। ময়না, তুইকি তোর পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে চাস্? পার্ব্বত্য জাতির গৌরব ধুলায় লুণ্ঠিত দেখ্‌তে চাস্? শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর্,—নইলে, এই অসি আমার বুকে আমূল বসিয়ে দেবো।

(বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ময়নার প্রস্থান)

এস যুবক, যুদ্ধ দাও।

হা। বেশ, আমি প্রস্তুত। তুমি জীবিত থাক্‌তে চিতোরোদ্ধারের আশা নেই। এস, তোমাতে আমাতে শির বাজী রেখে হার-জিত ঠিক ক'রে ফেলি।

মু। তা'তে আমি খুব রাজী।

হা। তবে আপনাকে বাঁচাও।

মু। আগে নিজকে সামাল দাও। (যুদ্ধ)

হা। তুমি আহত হয়েছ।

মু। এখন হত হইনি।

হা। তোমার মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মু। কিন্তু তা খসে' পড়ে নি।

(যুদ্ধ, মুঞ্জের পরাজয় ও হামির কর্ত্তৃক তাহার শিরশ্ছেদন)

হা। জয় মহারাণা অজয়সিংহের জয়!

(রুক্মা ও তৎপশ্চাৎ ময়নার প্রবেশ)

রু। কে তুই তস্কর ?

হা। আমি হামির; সম্মুখযুদ্ধে রাজদ্রোহীর মাথা কেটে রাজাকে উপহার দিতে নিয়ে যাচ্ছি। (গমনোদ্যোগ)

রু। (গমনে বাধা দিয়া) আমায় হত্যা না করে’ যেতে পারবি নে দস্যু।

হা। তুমি স্ত্রীলোক; তোমার সাথে হামিরের কোন বিবাদ নাই। (প্রস্থান)

রু। কোথায় পালা’ল খুনী ? (প্রস্থানোদ্যত)

ম। (রুক্মাকে ধরিয়া) মা, দেবতার সঙ্গে বাদ ক’রে কি হবে ? সে রোষে পড়ে’ বাবা গেলেন,—শেষে মাকেও হারা’ব !

রু। ময়না, পিশাচ দেবতা ?

ম। মা, অমন রূপ কি মানুষের হয় ? অমন গলা কি শুনেছ ? অমন চলা কি দেখেছ ? এ নিশ্চয় কোন দেবতা, রুষ্ট হয়েছিলেন !

(বেগে রঞ্জনের প্রবেশ)

র। মা, আততায়ীকে বাধা দিতে গিয়ে আমার এই দশা হয়েছে (রক্তাক্ত মস্তক প্রদর্শন)। সে দ্রুতগামী-অশ্বে ঝরের মত অন্তর্ধান হ’য়ে গেল ! প্রভুর ছিন্নমুণ্ড দেখে’ আমাদের দল যখন পালাতে আরম্ভ করলে, সেই সুযোগে শত্রুরা শুধু আমাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে’ ক্ষান্ত হয় নি, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে ! আজ যে তোমাদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াব সে স্থানটুকুও নেই।

রু। সব যাক্। তাঁর চেয়ে আমার বেশী কি? ঘর নাই,—গাছতলা নেয় কে? সর্ব্বস্ব গেছে,—উঞ্ছবৃত্তি নেয় কে? আমি মর্‌বো না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে' প্রতিশোধের আশায় বেঁচে থাক্‌বো। নইলে আমার প্রাণ ত তাঁর সঙ্গেই চলে' গেছে।

ম। বাবা, বাবা, কেন তুমি দেবতার সঙ্গে বাদ করেছিলে? বাবা, আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে! (বসিয়া পড়িল)

রু। ওঠ্ ময়না, ওঠ্; কাঁদবার দিন ঢের পাব। এখন প্রতিশোধ—শুধু প্রতিশোধ!—আততায়ীর উষ্ণ শোণিত! রঞ্জন, তুইও আয় বাবা; আজ তিনজনে মৃতের নামে শপথ করি, ছিন্ন মুণ্ডের রক্ত স্পর্শ করে, প্রতিজ্ঞা করি—হামিরের রক্তে স্নান করবো।

র। মা, আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম।

ম। মা, দেবতাকে কে এঁটে উঠ্‌বে?

রু। তবে থাক্, তোকে আমরা চাই না।

ম। কেন মা? তুমি আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

রু। তবে শোন্, তুমিও শোন রঞ্জন,—আজ থেকে হামিরের নাম যেখানে হবে, সে স্থান আমাদের নরক; ও নাম যে কর্‌বে, সে আমাদের পরম শত্রু। হামিরের রক্ত চাই,—তার বুকের রক্ত। স্বামী, প্রাণাধিক, প্রিয়তম! বড় লেগেছে, না? বড় লেগেছে! প্রাণঘাতীর হৃদয়-রক্তে তোমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো,—সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবো!

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর দুর্গ।

(মালদেব ও জালসিংহ)

মা। আচ্ছা জাল, তুমি ভূত মান?

জা। চিরকাল যার বেগার খাট্‌ছি, তাকে আর মানি না?

মা। আমি প্রায় রাত্তিরেই ভূত দেখি। পদ্মিনীর ভূত এসে আমার চারিদিকে আগুন নিয়ে খেলা করে; আমি চম্‌কে উঠি, চীৎকার করি, আবার দিন হ'লে সব ভুলি; মনে হয়, রাত্রের কাণ্ডগুলো একটা দুঃস্বপ্ন।

জা। আপনি মাঝে মাঝে ভূত দেখেন, আমি অষ্টপ্রহর দেখ্‌ছি! তার আব্‌দার শুন্‌ছি, হুকুম মান্‌ছি; তা স্বপ্নও নয়, দুঃস্বপ্নও নয়,—বেজায় সত্যি।

মা। তুমি কি বল্‌তে চাও, আমিই ভূত?

জা। না হয় অদ্ভুতই আছেন, ভূতের নিকট-আত্মীয়; যেমন তাল আর বেতাল!

মা। আমি অদ্ভুত হ'তে গেলাম কেন?

জ। ললাট-লিপি! কাক ময়ূরপুচ্ছ পর্‌তে চায় কেন?—তারও একটা বাতিক, একটা বিদ্‌ঘুটে খেয়াল।

মা। জাল, তুমি আমার দক্ষিণহস্ত। কিন্তু তা হ'লেও মুনিব—মুনিব, চাকর—চাকর!

জা। আমায় চাকর বল্‌লে আপনার গতি কি হবে? রাগে ত্রৈরাশিক ভুলবেন না। দয়া করে' আমায় 'গোলামের গোলাম' বল্‌তে আজ্ঞা হোক্। খিলিজি-অনুগ্রহের নোণা আস্বাদ এত শীগ্‌গির ভোলাটা আপনার মত বুদ্ধিমানের কাজ নয়!

মা। জাল, তুমি একটি মাকাল!

জা। তা কি এতদিনে বুঝ্‌লেন মহারাজ?

মা। যা-ই বল, আমিই এখন চিতোরাধিপতি।

জা। বাপ্পার কাছাকাছি আর কি!

মা। চিতোরের রাজবংশ কি আকাশ থেকে পড়েছিল? তারাও রাজপুত, আমিও রাজপুত।

জা। যেমন আরসুলাও পাখী, আর ভেকও পশুরাজের জ্ঞাতি!

(ভজনলালের প্রবেশ)

ভ। আর এই বান্দারামও একটা মানুষ।

মা। তুমি কে?

ভ। একজন উমেদার।

মা। কি কাজ চাও?

ভ। আপনার মোসাহেবী। বিশ্বাস কর্‌বেন কি না জানি না,—এ কাজে আমার ভারি ফূর্ত্তি, বেজায় দখল।

মা। তুমি আগে কোথায় ছিলে?

ভ। আজ্ঞে সে দুঃখের—থুড়ি, সে সুখের কথা কি বল্‌ব?

ছিলেম এক হাবাগঙ্গারামের কাছে, চিন্‌লে চিন্‌তেও পারেন—অজয়সিংহের ব্যাটা আজিমসিং। ছেলে ইয়ার,—বাপ গোঁয়াড়। মুঞ্জ সর্দ্দারের গুঁতো খেয়ে বাপ ছেলেদুটোকে ধর্‌লে,—'উস্‌কো শির লে আও।' ছেলেরা বল্‌লে,—'আমরা নাবালক, নেই সেকেগা।' আর অমনি ভাইপো হামিরকে তলপ! সে ধাক্কায় আমিও ছিট্‌কে পড়েছি;—ভাগ্যে আপনি ছিলেন, তাই লুফে নিলেন, অথবা নিশ্চয় নেবেন।

জা। হামির বড় শক্ত গুয়া,—না? তাই বুঝি দাঁতের খেল্‌টা এখানে দেখাতে এসেছ?

ভ। সে ছোক্‌রার কথা আর বল্‌বেন না। রাজ্য কর্‌বেন, কিন্তু মোসাহেব রাখ্‌বেন না! দেখ্‌তেই পাবেন, রাজ্য কতদিন থাকে। এ বিষয়ে আপনার ভারি খোসনাম। যা হোক দুঃখ ভোল্‌বার একটা জায়গা হ'ল। আপনার এখানে সিদ্ধিও চলে, সিদ্ধেশ্বরীরও অভাব নেই।

মা। দুঃখ ভোলা কি হে?

ভ। আজ্ঞে, আমার পুরাতন মুনিব আমায় একটা আখেরের রাস্তা বাত্‌লে দিয়েছিলেন; সেই দুঃখ ভোলবার হজ্‌মিগুলি হচ্ছে—সিদ্ধিপান, আর নাচ গান।

জা। আপাততঃ এস্থান হ'তে প্রস্থান করে' আমাদের দুঃখ ভোলাও ত হে বাপু! অনেক জরুরী কাজ পড়ে' আছে।

ভ। যেখানে কাজ সেখানেই দুঃখ, আর সেইখানেই দুঃখ ভোল্‌বারও দরকার। তা আপনি না বুঝুন, উনি বুঝ্‌ছেন—

তবেই হ'ল। যাই, বাইরে অপেক্ষা করি। এসে যখন পড়েছি, বিদায় হচ্ছি নে।

(প্রস্থান)

জা। বাদশাহী ফৌজের রসদ যোগা'তে প্রজার মুখে রক্ত উঠে গেল! তার ওপরে মালগুজারির জন্য যে সব জবরদস্তি আরম্ভ হয়েছে, এ আর কি করে' তারা বরদাস্ত করে? দিল্লীশ্বরকে এই ফৌজ তুলে নিতে অনুরোধ করে' পাঠা'লে হয় না?

মা। কোন ফল হবে না। তার মালগুজারি চাই—দুর্ভিক্ষই কে জানে, সুভিক্ষই কে জানে! যদি মালগুজারি পাঠাতে পার্‌তেম, তবে বল্‌বার মুখ থাক্‌ত!

জা। আমাদের ত মালগুজারি সংগ্রহ হয়েছে।

মা। সে সামান্য রাজস্য নিয়ে দিল্লী যাবে, কার ঘারে ক'টা মাথা?

জা। যদি আদেশ হয়, তবে এ দাস তা দিয়ে দিল্লীশ্বরকে সেলাম করে' আসে।

মা। তা হ'লে তোমার মাথা যাবে।

জা। মাথার চেয়েও একটা বড় জিনিষ আছে!

মা। কি?

জা। মত। যাই, প্রস্তুত হই গে।

মা। এত ব্যস্ত কেন?

জা। মাথাটা বড় ভারি বোধ হচ্ছে; দেখি, দিল্লী গিয়ে মাথার ব্যামোটা সারে কি না।　　(প্রস্থান)

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। বাবা, বাদ্‌শার ফৌজ যতদিন থাকে, রাজকোষ হ'তে তাদের রসদ যোগাও। গরীবের বাড়া-ভাত কাড়্‌লে দেবতা কি তা সইবেন ?

মা। আমি মালখানার খাজাঞ্চি মাত্র, আমার সাধ্য কি বাদ্‌শার লোকসান করি !

অ। যদি প্রজার ভাল কর্‌তে না পার, যদি দুঃখীর দুঃখ দূর তোমা হ'তে না হয়, তবে বৃথা রাজ্যের বোঝা ব'য়ে কি কাজ ? যে গরীবের সেবক, সেই ত রাজা।

মা। আমি পরের আজ্ঞাধীন, আমি কি কর্‌তে পারি ?

অ। কি না কর্‌তে পার, পিতা ! তুমি যা-ই হও, তুমি আপাদমস্তক রাজপুত। ওই আরাবলীর প্রত্যেক রক্তাক্ত পাষাণ তোমার ইতিহাস লিখে রেখেছে ; ওর কন্দরে কন্দরে 'হর হর বোম্‌ বোম্‌' কালের সুপ্তিকে বার বার ভেঙ্গে দিচ্ছে। তুমি ত বধির নও, বাবা ! তুমি হুকুম বরদার, হুকুম কি শুন্‌ছো না ? ডাক কি মান্‌বে না ? তবে তুমি রাজদ্রোহী, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

মা। অবন্তি, মনে রেখ—পিতার যে মত, সন্তানেরও সেই পথ।

অ। বাবা, তুমি দেহের জন্মদাতা, কিন্তু জ্ঞানের জন্ম দিয়েছে বিবেক। তুমি বিশ্ব দেখিয়েছ, সে বিশ্বেশ্বরকে চিনিয়েছে। আমি কারও কাছে অবিশ্বাসিনী হব না।

মা। তবে তুই কি কর্‌তে বলিস্‌, মা ?

অ। শুন্‌লেম, হামিরসিংহ মেবারের গদীতে বস্‌বেন। এ ওলোট-পালট একটা মহাপরিবর্ত্তনের সূচনা কর্‌বে। হামির মহাবীর অরিসিংহের পুত্র, বীর্য্যবতী হারাবতীর গর্ভে তার জন্ম। সে সিংহশাবক কাষ্ঠপুত্তলিকার মত সিংহাসনে বসে থাকবে না। মেবারের সুসময় এসেছে, এ শুভক্ষণে তুমি কি মেবারের কুপুত্র বলে' পরিচয় দেবে? না বাবা, যাও—তোমার শক্তি, তোমার আকিঞ্চন নিয়ে সেই গৈরিক পতাকার নীচে সমবেত হও। রাজপুত যদি রাজপুতের জন্য বাহু না বাড়ায়, তবে পৃথিবী সহায় হ'লেও তার মুক্তি নাই।

মা। তুই কি বল্‌লি, ভাল বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। মাথার ভিতর কি এলো মেলো কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেছে! ছুট্‌তে চাই, ছাড়া'তে পারি না। না মা, আমি কর্ত্তব্য স্থির করেছি। প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারব না।

অ। তবে কি রাজপুতশ্রেষ্ঠ মালদেব এক টুক্‌রো রুটির জন্য পাঠান-সিংহাসনের পাছে পাছে ঘুরে বেড়াবেন? না পিতা, প্রাণ থাক্‌তে আমি তা ধারণা কর্‌তে পারব না। খিলিজি-নেশা কি এমন করে' ক্ষত্রতেজ গ্রাস করে' বসেছে?

মা। তা ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। (প্রস্থান)

অ। পিতা বিমুখ? তবে জাগ্‌ মা, তুই জাগ্‌! চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী!—খর্পরখাণ্ডাধারিনী, করালবদনা! এই অত্যাচার জর্জ্জরিত দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশের মর্ম্মভেদ করে' আবার 'ম্যয়্‌ ভুখা হুঁ' বলে' হুঙ্কার দিয়ে ওঠ্‌। পাঠানের দাসত্বশৃঙ্খল চূর্ণ করে'

আবার শত শত ভক্ত সন্তান বক্ষোরক্তে তোর মরুভূমিকে উর্ব্বর করবে! জহরব্রতের গগনস্পর্শী কালানলশিখা লক্ লক্ সহস্র জিহ্বা বিস্তার করে' পাঠানরাজত্ব শ্মশানে পরিণত কর্‌বে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

কৈলবারা—প্রাসাদ-সম্মুখ

চারণগণ (গীত)

ওগো আমার মাটির স্বর্গ,
মাথায় রাখি তোমার চরণ।
হও না মাটি, সোণা খাটি,
তুমি আমার জীবন মরণ।
আলোয় নেয়ে তোমার ক্ষেতে
সবুজ হরষ ওঠে মেতে,
তোমার রূপে ভুবন আলো,
ওগো আমার কাল বরণ।
আছে তোমার অতীত উজল,
আছে তোমার সাধনের বল,
তোমার বৃদ্ধি তোমার সিদ্ধি
কাহার সাধ্য করে বারণ?
যাক্ না প্রলয়,—চিন্তা কি ভাই?
এত সতীর চিতার ছাই
যাহার ধুলি আছে চুমি',
তার কি আছে অন্ত,—মরণ?

মাটী নও গো, তুমি ঈশ্বর,
তুমি চিরকালের দোসর ;
জীবন দিল তোমার বাতাস,
　　তোমার আকাশ শেষের শরণ।

(প্রস্থান)

(অজয়সিংহ ও লছমনদাসের প্রবেশ)

অ। একদিন চারণগণের পুণ্যগীতি রাজস্থানের মরুভূমকে সরস করে' আরাবলীর কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে রাজপুত জাতিকে গড়েছিল, তার হৃদয় উচ্চাশার তরঙ্গে নাচিয়েছিল, তার প্রাণে সাধন-বীজ বপন করেছিল। এ মহাজাতির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করে' তার ঔদার্য্য, তার শৌর্য্য, তার মাধুর্য্যের ছবি অমর তুলিকায় এঁকেছিল। স্তম্ভিত জগৎকে সগর্ব্বে দেখিয়েছিল,—এ জাতি সামান্য নয়। এ জাতিতে কাপুরুষ নাই, বিশ্বাসঘাতক নাই। আজ সেই গান ম্লান ; সে অভ্রভেদী গলায় মর্‌চে ধ'রে গেছে ; সেই উদ্দাম সঙ্গীতের তালে তালে যে শাণিত কৃপাণ নাচ্‌ত, তার ধার ক্ষয়ে গেছে। সে মেবার আজ অস্থিচর্ম্ম সার ; সে রাণাগিরি বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হয়েছে ! নইলে, একটা পার্ব্বত্যমূষিক মেবার-সিংহের মস্তকে পদাঘাত করে ? লছ্‌মনদাস, যদি একটা দিনের জন্যে মহাকালের বরে যৌবন ফিরে পেতেম, যদি একটা দিনের জন্যে এই বাহু ভরে' সে দিনের রক্তোচ্ছ্বাস আবার আসতো, যদি এই হাতে তলোয়ার তেম্‌নি খেল্‌ত !—হা হা !

আর কি তা হয়? তবে বেঁচে আছি কেন? কেন সেই বীর ভ্রাতৃগণের—সেই 'একাদশ আদিত্যের' সংখ্যা বাড়িয়ে 'অমর দ্বাদশের' একজন হ'লেম না?

ল। মহারাণা, স্থির হোন্।

অ। মহারাণা কে, লছমনদাস? যে রাণা, সে মর্দ্দানা। আজ এ মুকুট আমার শিরঃপীড়ার মত হয়েছে! রাজদণ্ড আমার কম্পিত হস্ত হ'তে স্খলিত হ'য়ে পড়্ছে; রাজশ্রী কণ্টকের কণ্ঠ-হারের মত আমায় ব্যথিত কর্ছে।

ল। মহারাণা, ক্ষুণ্ণ হবেন না। মুঞ্জকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে কুমার হামিরসিংহ এখনই বিজয়-পতাকা উড়িয়ে আস্বেন।

অ। আমি যে সেই আশায় বেচে আছি লছমনদাস! কৈ দেখা দিল গৈরিক ধ্বজা? কৈ, শোনা যায় জয়ধ্বনি? কৈ অশ্বের ক্ষুরে ধূলির ঝড় উঠ্ল? হা মহাবীর লক্ষ্মণসিংহ! হা পুত্রবৎসল পিতা! মেবারের ললাটে কলঙ্ক-কালিমা মাখাতেই কি তোমার অযোগ্য পুত্রকে মহাসমর হ'তে রক্ষা করেছিলে? তোমার সব আশায় ছাই পড়েছে! লছমনদাস, কৈ অশ্বপদ-শব্দ? কৈ হামির? কোথায় মুঞ্জের ছিন্নশির?

ল। মহারাণা, স্থির হোন্। অদূরে ঐ কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

অ। ও ব্যর্থ কলরব আশার আকাশ-কুসুম! আমি যে সমস্তক্ষণ ধরে' চোখে চোখে মুঞ্জের ছিন্নশির দেখ্ছি! আমি যে মিছে আশায় আজ সহস্র কাণ দিয়ে হামিরের জয়ধ্বনি শুন্ছি!

ল। ওই শুনুন, আনন্দকল্লোল ক্ষিপ্রবেগে নিকটবর্ত্তী হচ্ছে।

অ। ও যদি জয়ধ্বনি না হ'য়ে হাহাকার হয়, তবে লছ্‌মনদাস, তুমি কি কর্‌বে, শোন।—এই তরবারি সোজা আমার দিকে ধরে' রাখ্‌বে, আমি তাকে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন কর্‌ব। মুখ নত কর্‌লে যে? কাপুরুষ, ভয় পাচ্ছ? প্রভুর আদেশ পালনে দ্বিধা হচ্ছে?

ল। মহারাণা, এই শুনুন।—হামিরের জয়' স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

(মুঞ্জের ছিন্নশির-হস্তে সসৈন্যে হামিরের ও অপর দিক্‌ দিয়া আজিম ও সুজন সিংহের প্রবেশ)

হা। মহারাণার জয় হোক্‌। (অভিবাদন পূর্ব্বক অজয় সিংহের পদতলে ছিন্নমুণ্ড রক্ষা)

অ। হামির, প্রাণাধিক, কুলপ্রদীপ! আয় বৎস, তোর রক্তরঞ্জিত দেহ আলিঙ্গন করে' প্রাণের জ্বালা জুড়াই। (আলিঙ্গন) আঃ! আঃ!

হা। মহারাণা, দাস পিতৃব্য-ঋণের কিয়দংশ মাত্র পরিশোধ করেছে, বেশী কিছু করে নাই।

অ। বিনয়ের অবতার, এই ত বীরোচিত মহিমা,—প্রকৃত মনুষ্যত্ব! আমার পুত্রেরা কাপুরুষ, তাই ভগবান দয়া করে' চিতোরের রাণা বংশের মান রক্ষার জন্য তোমায় এই মহাবংশে

প্রেরণ করেছেন! আজ হ'তে এ রাজ্যের রাণা তুমি। আজিম, সুজন, আজ হ'তে তোমাদিগকে রাণার আজ্ঞাবহ বলে জেনো। যদি পার বীরত্ব শিক্ষা ক'রো। বীরের ন্যায় হামিরের উভয়পার্শ্ব রক্ষা কর। আর যদি 'হামির রাণা বলে' তার প্রতি বিন্দু-মাত্রও বিদ্বেষভাব পোষণ কর, তবে এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য পরিত্যাগ করে ভাগ্য অন্বেষণে বহির্গত হও। অন্তর্ব্বিবাদে ভারতের সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সুজন ও আজিম। মহারাণা, হামির সর্ব্বাংশে গদীর উপ-যুক্ত। নিশ্চিন্ত হোন্!—আমরা বরং মেবার ত্যাগ করে' নব-ভাগ্য অন্বেষণে যাব, তবু ভ্রাতৃবিরোধ ঘট্তে দেব না।

অ। তোমাদের কথায় সন্তুষ্ট হলেম। হামির, পুত্রাধিক প্রিয়তম! ভেবেছিলেম, চিতোরোদ্ধার কর্‌ব, অন্তর্ব্বিবাদের জন্য তা হ'ল না। এ মহা সংকল্প উদ্‌যাপন কর্‌তে একমাত্র সক্ষম তুমি। তোমায় সে সুযোগ দেবার জন্য আমি অবিলম্বে বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্‌ব। আমার জীবনের চিরসাধ চিতোরোদ্ধার আজ তোমার হাতে অর্পণ কর্‌লেম। যদি তোমা হ'তে তা পূর্ণ না হয়, তবে বুঝি সন্ন্যাসেও আমার ভোগ মুক্ত হবে না! তরবারি স্পর্শ করে' শপথ কর—আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে।

হা। শপথ কর্‌ছি—আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে।

অ। আঃ, তৃপ্ত হলেম, তৃপ্ত হলেম! এস বৎস, তোমার

বীরত্বের নিদর্শক শত্রুর রক্ত দিয়ে তোমার উজ্জ্বল ললাটে রাজ-টীকা পরিয়ে দিই। পরাজয়ের অশ্রুজল আজ জয়ের অভিষেক-বারিতে পরিণত হোক্! এই নাও মুকুট। মেবারের নূতন রাণা, আমি তোমায় অভিনন্দন করি, আশীর্ব্বাদ করি। আমি চল্লেম, সকলে চিতোরের নূতন রাণার জয় ঘোষণা কর। (প্রস্থান)

সকলে। জয় মহারাণা হামির সিংহের জয়।

হা। বন্ধুগণ, ভাই সব, এস, আজ রাজা প্রজা চিতোরোদ্ধারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করি। সংযম ছাড়া কি সাধনা হয়? সাধনা ভিন্ন কি সিদ্ধি মেলে? আমরা রাজপুত; আমাদের কাছে ত্যাগ কঠোর ব্রত নয়,—আনন্দ কর্ত্তব্য। ঘরে ঘরে প্রচার করে' দাও—যতদিন চিতোরোদ্ধার না হয়, এ রাজ্যে আমোদ প্রমোদ সব বন্ধ। আহেরিয়া, দেওয়ালী, ফাগোৎসব প্রভৃতিতে সমারোহ হ'তে পার্‌বে না। সমস্ত মেবারে ঘোষণা দাও, যেন সকলে স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ করে' সপরিবারে কমলমীরের উপত্যকাভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশগুলিতে আশ্রয় নেয়; নচেৎ তারা হামিরের শত্রুমধ্যে পরিগণিত হবে। যতদিন চিতোরোদ্ধার না হয়, মেবার সন্ন্যাস অবলম্বন করুক, মেবারবাসী সন্ন্যাসী হোক্।

সকলে। জয়, মহারাণা হামির সিংহের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—বাদ্‌সার খাস-দরবার

(মহম্মদ খিলিজি, সভাসদ্‌গণ ও জালসিংহ)

মহ। তুমি কি সাহসে এই মুষ্টিভিক্ষার মত মালগুজারি নিয়ে আমার কাছে এলে ?

জা। মানুষের কাছে মানুষ আস্‌বে, এতে ভয়ের কারণ কি থাক্‌তে পারে ?

১ম-স। নাদান্, কুর্ণিশ্ করে' কথা বল্।

২য়-স। বেয়াদব্ কার সঙ্গে কথা, হিসেব করিস্!

৩য়-স। এ বেয়াক্কেল দেওয়ানা নাকি!

জা। জাঁহাপনা, আপনার এই পোষা কুকুরগুলোকে বাঁধ্‌তে আদেশ করুন। আর এই রকমের কতগুলো দিয়ে ফৌজ সাজিয়ে যে ভূট্টা ক্ষেত পয়মাল করতে ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের ফিরিয়ে আনুন। চিড়িয়াখানা রাজধানীতেই মানায়। এদের দিয়ে মালগুজারী সংগ্রহে অসুবিধা বৈ সুবিধা হবে না।

মহ। তোমার প্রভুর যদি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাই থাক্‌বে তবে ফৌজই বা যাবে কেন ? হামিরের হাতে তাদের দুর্দ্দশাই বা

হবে কেন ? হামির গদী পেয়েই দিল্লীর বাদ্‌শার ওপর চাল চাল্‌ছে। এতটা তার হিম্মৎ! সে জানে না দিল্লীর বাদশা কি চিজ্‌।

জা। (মৃদুস্বরে) বাহবা হামির! 'খুব করেছ, আচ্ছা করেছ। (প্রকাশ্যে) আমার প্রভু নির্দ্দোষ। যে আসল অপরাধী, সেই অজন্মা-অলক্ষ্মীটাকে শূলে চড়া'লে কাজ দিত জাঁহাপনা। কিন্তু প্রজাগুলো নেহাত্‌ বেয়াদব্‌ হয়ে উঠেছে। আধপেটা খাবে, তবু খাবেই; ছেলেপিলেকে উপোস্‌ কর্‌তে দেবে না! কেন রে?—ছেলে গেলে ছেলে হবে, কিন্তু বাদ্‌শার মেহেরবানী গেলে কি আর তা ফির্‌বে?

১ম-স। বেসক!

২য়-স। জরুর!

৩য় স। আল্‌বাৎ!

জা। ওস্তাদ্‌জীরা সারেগাম সাধ্‌ছ নাকি?

মহ। মালদেব আমার মাথা কাটিয়েছে, তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ভ্রমণ করা'লে, তবে ঠিক হয়।

জা। সম্রাট, ছেলেবেলায় আপনার ওস্তাদ্‌ বোধ হয় আপনার পৃষ্ঠে বেত্রের ব্যবস্থা কর্‌তে ভুলেছিলেন; আপনি দুনিয়ার তখ্‌ত পেয়েছেন, কিন্তু সামান্য সহবৎও শিক্ষা করেন নি!

১ম-স। কি বেতমিজ্‌!

২য়-স। কি নফরের নফর!

৩য়-স। কি শয়তান!

জা। জাঁহাপনা, সিংহের গর্জ্জন সয়, কিন্তু মশার ভ্যান ভ্যান্ একান্ত অসহ্য !

মহ। সে জন্য ব্যস্ত নাই ; সিংহকে যথেষ্ট খুঁচিয়েছ। রাজপুত, তুমি জান, আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তাজা মানুষের গর্দ্দান নিতে পারি ?

জা। সম্রাট্‌ আপনিও জান্‌বেন,—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে গর্দ্দান দিতেও জানি।

মহ। ইস্‌, একটা আঙ্গুল কাট্‌লে দেখি মূর্চ্ছা যাবে।

স-গণ। বেস্‌ক, বেস্‌ক !

জা। শক্‌ শক্‌ কি কর্‌ছ সাহেবরা ? আমি শকও নই শকাব্দাও নই ; এমন কি, একটা বিদূষকও নই ;—আমি কাঠখোট্টা ভুট্টাখোর। মাফ করুন্‌ জাঁহাপনা, দেখ্‌ছি আঙ্গুল কাটায় হোম্‌ড়া-চোম্‌ড়া রাজা-বাদশাদের মূর্চ্ছা যাওয়াই অভ্যাস, নজরানাস্বরূপ উপস্থিত কেশী কিছু দিতে পাল্লেম না, (ছুরিকা বাহির করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি কাটিয়া) এই আঙ্গুলটাই এখন রাখুন। স্মরণচিহ্নের মত এটাকে রক্ষা কর্‌বেন। আর মনে রাখ্‌বেন,—রাজপুতের প্রাণের চেয়ে বড় তার মান।

(রহমত খাঁর প্রবেশ ও সভাসদ্‌গণের বিরক্তিসহকারে প্রস্থান)

রহ। কিন্তু সবার বাড়া হিন্দুস্থান। দাও ভাই, কাঙ্গালকে ওই অমূল্য নিধি দাও। (ছিন্ন-অঙ্গুলী গ্রহণ) উনি মুলুকের মালেক্‌, ওঁর দৌলতের অভাব নাই।

মহ। রহমত্ খাঁ, মালদেবকে পদচ্যুত করে' তোমার ভ্রাতাকে সেই কার্য্য ভার প্রদান কর্‌ছি।

রহ। জাঁহাপনার দান আলিশান। কিন্তু আমার ভ্রাতার তরফ হ'তে এ অধীন সসম্মানে তা আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। যদি মালদেব জাঁহাপনার অপ্রিয়ভাজন হয়ে থাকে, তবে কোন হিন্দুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হোক্। হিন্দুপ্রধান প্রদেশে হিন্দুই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা।

মহ। শোন রাজপুত, তোমার প্রভুকে বল্‌বে, সে যদি এক মাসের মধ্যে কৌশলে হামিরকে জব্দ কর্‌তে পারে, তবে তার সব কসুর রেহাই হবে।

জা। বল থাক্‌তে কৌশল কেন?

মহ। মেরা খোস্! শোন তুমি যদি এটা করা'তে পার, তোমার গোস্তাকীও মাফ্ হবে।

জা। জাঁহাপনা, আমাদের বাস মরুভূমির মুলুকে; আমাদের কথাগুলো রোখা-চোখা—যদিও সাফ সত্য। আমরা লর্‌তেই জানি,—গুপ্তাঘাত শিখি নি। দয়া করে রাজধানীর 'কৌশল' জিনিষটা আমাদের বক্‌শিস্ কর্‌বেন না। এটা আমাদের জাতের ধাতে নাই।

মহ। শুন্‌লে রহমত! আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, হিন্দু দিয়ে মুসলমানের রাজ্য, মুসলমানের কার্য্য চল্‌তে পারে না।

রহ। খোদা যাকে মুলুকওয়ালার ঘরে পয়দা করেছেন, যিনি

জাত-বাদ্‌শা, তাঁর শাসন-নীতিতে এমন স্থূল ভুল নিতান্ত অস্বাভাবিক।

মহ। যাদের উল্টো মত, উল্টো পথ, পৃথক ভাষা, পৃথক্ ভাব, তাদের সঙ্গে মৈত্রী কি সম্ভব?

রহ। কিসে অসম্ভব জাঁহাপনা? বিরোধ কে আগে বাধিয়েছে,—সেই কালো কেউটের গর্ত্ত খুঁচিয়ে দেখ্‌তে গেলে, রেষারেষি বেড়েই চল্‌বে। ভারত-বৃক্ষের হিন্দু-মুসলমান দুটি প্রকাণ্ড যমজ শাখা!—গলাগলি ধরে' উঠেছে, একদিন তা আকাশ ধর্‌তে হাত বাড়াবে। আপনি যদি বিদ্বেষের করাতে চিরে সেই একেকে দুই করেন, তবে ভবিষ্যতের কাছে, যিনি ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান তাঁর কাছে—চিরদিনের মত অপরাধী হবেন।

জা। আজ বুঝলেম ইসলাম শুধু তলোয়ারের জোরে মানব-হৃদয় জয় করে নাই।

রহ। আমিও বুঝেছি, কেন মুকুটধারী হিন্দুর মস্তক তপ-বনচারীর পদধূলিতে লুণ্ঠিত হ'য়ে আপনাকে ধন্য মানে। আসুন মশায়, আপনি আজ আমার অতিথি।

মহ। এ দুর্ব্বিনীত আমার বন্দী। কার সাধ্য একে আশ্রয় দেয়?

রহ। ঈশ্বরেচ্ছায় এ গোলামের সে এক্তিয়ার আছে। আর এ কথাও জান্‌বেন জাঁহাপনা, রহমত খাঁর দেহে এক বিন্দু রক্ত থাক্‌তে আর অতিথির একটী কেশও কেউ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

মহ। কি রহমত খাঁ, তুমি আমার পরোয়া রাখ না? আমি দুনিয়ার বাদ্‌শা।

রহ। মাফ্‌ করবেন জাঁহাপনা, বাদ্‌শার ওপরে বাদ্‌শা আছেন।

(জালকে লইয়া প্রস্থান)

মহ। প্রহরী, প্রহরী!—না, থাক্‌; কাউকে আবশ্যক নাই, আমি নিজেই যাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

(দিলের প্রবেশ)

দি। কোথা যাবে বাপজান্‌?

মহ। রহমত্‌কে ধর্‌তে।

দি। কেন?

মহ। সে বেইমান্‌।

দি। কালও ত বাপজান্‌, তুমি রহমত্‌ চাচার গলা ধরে' ঘুর্‌ছিলে! কালও ত দুটীতে এক পেয়ালায় সরবৎ খাচ্ছিলে! কালও ত তার কাঁধে হাত রেখে ভাই বলে' আদর কর্‌ছিলে! তবে কি আমাদের গতকালগুলো সব বেইমান্‌?

মহ। দিল্‌, যে দিন যায় তাই ভাল।

দি। তবে বড়লোকের কলিজা নাই। বাপজান্‌, ভাল লোককে কি দাগা দিতে আছে? তা'তে খোদা খাপ্পা হন।

মহ। দিল্, তুই কি পয়গম্বরের প্রত্যাদেশ? না খোদার ঘরের একটী সু-খবর?

দি। আমি শুধু তোমার আদুরে মেয়ে।

মহ! না দিল্, তুই আমার ছেলে মেয়ে দুই-ই।

দি। তাই বুঝি আমায় ছেলের পোষাক পরাও, আবার বেণীও বাঁধাও? তোমার মতলব এবারে মালুম হ'ল। চল বাপজান্, আজ সারাদিন তোমায় দেখি নি।

মহ। চল্ দিল্, চল্।

দি। রোজ এম্‌নি সময়ে তুমি আর রমত্ চাচা আমার পোষা ভেড়াটীকে ছোলা খাওয়া'তে; কখনও সে, কখনও আমি তোমাদের দু'জনের চুমোগুলি ভাগ করে' নিতেম! বাপজান্, আজ রমত্ চাচা ত আসবে না!

মহ। কেন আস্‌বে না? আমি তাকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি। কিন্তু বল্ দেখি দিল্, আমাদের গতকালগুলোই বেইমান্, না বড়লোকের কলিজা নাই?

(দিল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিলনোড়া—নির্ঝরতীরে শিলাবেদী

(ময়না)

ম। মা'র কথামত হামিরের গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌তে ভিখারিণী সেজে এখানে এসেছিলেম, মা সাথে একখানি শাণিত

ছুরীও দিয়েছিলেন ;—যদি সুযোগ আসে ! কিন্তু কি হ'ল ! হামিরকে শেষ করতে এসে তারই পায়ে নিজেকে নিঃশেষ করেছি ! হারাবতী আমায় প্রাসাদে আশ্রয় দিলেন। ভাবলেম, এই ত সুযোগ ! কিন্তু দাঁড়াল কি ?—দিনের পর দিন যাচ্ছে, কোথায় পিতৃঘাতীর প্রতিশোধ ! না, প্রেমের ধার পরিশোধ করছি। সে ঋণ যত শুধ্ছি, ততই বেড়ে যাচ্ছে ! হামির, ও রূপ তুমি কোথায় পেয়েছিলে ? আমায় এমন করে' কেন পাগল করে' দিলে দেবতা ? আমি গৃহ ভুললেম, মাকে ছাড়লেম, পিতার স্মৃতি হারিয়ে ফেললেম ! সেদিন রঞ্জন আমায় নিতে এসে কত সাধলে, কত কাঁদলে,—কিছুতেই এ স্থান ছাড়তে পারলেম না ! সে চোখ রাঙ্গিয়ে চলে' গেল।

(রুক্মার প্রবেশ)

রু। কেন চোখ রাঙ্গাবে না ? শিকলি-কাটা পাখী, এরই মধ্যে এত পোষ মেনেছিস্ ? ঘাতকের জিঞ্জির এমন নরম, ব্যাধের পিঞ্জর এতই মিষ্টি লেগেছে ?

ম। এ কি ! মা যে ?

রু। এখনও মরি নি, তাই আশ্চর্য্য হচ্ছিস্ ? আমি যে প্রতিশোধের আশায় যম রাজার কাছ থেকে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছি !

ম। মা, তুমি আমার খোঁজ পেলে কি করে' ?

রু। এই খালি হাত, খোলা চুল, এই শাদা কাপড়, শাদা সীঁথি,—এরা আমায় পথ চিনিয়েছে। আমার চির-উপবাসী

প্রতিহিংসা ছিন্নমুণ্ডের রক্ত-চিহ্ন ধরে' আমায় টেনে এনেছে। ময়না, তোর বাবাকে মনে পড়ে? যার প্রসাদে ঐ প্রাণ, যার যত্নে ওই দেহ,—সে নাই; তবু তোর দিন হেসে খেলে কাট্‌ছে!

ম। বাবা, তুমি যেখানে থাক, আমায় কোলে তুলে নাও; আমি বড় জ্বালায় জ্বল্‌ছি!

রু। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস, একটুখানি হা-হুতাশ,—এ দিয়েই পিতার ধার শুধ্‌তে চাস্‌? দু'ফোটা অশ্রুতে পিতাকে জল দেওয়া হ'ল? অকৃতজ্ঞ মেয়ে, এরই জন্যে লোকে সন্তান কামনা করে? এরই জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করে? এরই জন্যে সংসারের সহস্র গ্লানি নীরবে পরিপাক করে? যদি আর কেউ হ'ত, তার চোখের আগুনে রাজ্য ভস্ম হ'য়ে যেতো? জিঘাংসার তাড়িতে বজ্র তৈয়ারী হ'য়ে রাজমুকুটকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিত!

ম। মা, কি কর্‌ব বল!

রু। পিতৃঘাতী এখনও জীবিত,—আর সন্তান কর্ত্তব্য খুঁজে পাচ্ছে না?

ম। মা, প্রতিহিংসা কি হিংসাকে জয় কর্‌তে পারে?

রু। তবে পারে কে?

ম। প্রেম।

রু। তবে রঞ্জনের অনুমানই সত্য! এরই জন্যে এত সাধের ময়ূর হরিণ, এত সোহাগের তরুলতা, এত আদরের ফল ফুল,—সব ভুলে' আছিস্‌? কিন্তু কেউ কি শুনেছে,—পিতার প্রাণ-ঘাতীকে কন্যা প্রাণ সমর্পণ করেছে? কেউ কি কথন দেখেছে,—

পিতার শ্মশানের ছাই উড়ে যেতে না যেতে সেখানে কন্যার বাসর রচিত হয়েছে? হায় হায়! আমিও এম্‌নি একটা সৃষ্টি-ছাড়া জীব হলেম না কেন,—যে নিজ হাতে লালন পালন করে' নিজের বুকের ধনকে নখে ছিঁড়ে খায়! না, ও মায়া-কান্নায় আর ভুল্‌ব না। আমি স্বামী খেয়ে ডাইনী হয়েছি,—ছিন্নমুণ্ডের শোণিত পিয়ে ছিন্নমস্তা সেজেছি! কিন্তু তুই—কেঁদে জিত্‌বি?—না, না, সমস্ত জগতের সমস্ত অশ্রু দিয়েও কি এ কলঙ্ক ঘোচে কলঙ্কিনী!

ম। মা, নারী অন্নের থালা ফেলে ছুরী ধর্‌বে? সুধাভাণ্ড চূর্ণ করে' বিষ পরিবেশন কর্‌বে? তা হ'লে যে ওই আকাশ চৌচির হ'য়ে ফেটে পড়্‌বে! পৃথিবী দু'ফাঁক হ'য়ে তার স্নেহের দুলালদের গ্রাস কর্‌বে! দেবতা দানবের রূপ ধরে' বিশ্বাসের বুক চিরে রক্ত খাবে!

রু। ময়না, তবে এই শেষ। কিন্তু জানিস্‌, তোরও সব ফুরিয়েছে। হামির বিবাহ কর্‌তে চিতোরে যাচ্ছে।

ম। আমি তা জানি। আমিত্ত মনের কোণেও কখনও আনি নি যে হামির আমাকে বিবাহ কর্‌বে!

রু। তবে তুমি কি তার বিলাসের পুত্তলি হ'য়ে থাক্‌বে?

ম। ছিঃ, ছিঃ! আমার ভালবাসার নাম কল্‌জে উপ্‌ড়ে দেবার সাধ। যখনই সে দেবতাকে দেখি, মনে হয়, কি তপস্যা কর্‌লে এই হৃদয়-পদ্ম তার পাদপদ্মের অঞ্জলি হতে পারে!

রু। এ ভাবে দিন যাবে না ময়না! আশ্‌মানী খেয়াল ছুটে

যাবে, জীবনের দীর্ঘ পথে সহযাত্রীর খোঁজ পড়্‌বে রঞ্জন তোকে ভালবাসে ; তাকে বিবাহ—

ম। যেদিন ভা'য়ের সঙ্গে বোনের বিবাহ হবে, সে দিন পৃথিবী একটা ধোঁয়া হ'য়ে কালো মেঘের দেশে উড়ে যাবে।

রু। রঞ্জন ভাই হ'তে গেল কেন ?

ম। রঞ্জনকে দেখ্‌লেই মনে হয়, যদি ঠিক তার মত আমার একটি মায়ের পেটের ভাই থাকৃতো!

রু। তবে আর কাউকে—

ম। ওইটি শুধু আমায় দয়া করে' ব'লো না।

রু। তবে থাক্ বিবাহ ; ভেসে যাক্ ক্ষুদ্র সুখ, তুচ্ছ তৃপ্তি। আয়, অধীর সুখে মাতি, তীব্র তৃপ্তিতে নাচি। এই ছুরী নে। হামির চিতোরের জন্য যাত্রা করে' এই পাহাড়ের পাছেই তাঁবুতে নিদ্রিত আছে ;—তার সে নিদ্রা যেন আর না ভাঙ্গে।

ম। অ্যাঁ, হত্যা! নরহত্যা!

রু। হত্যার প্রতিদান হত্যা। মনে আন্ সেই শ্রেষ্ঠ শির, যা একদিন আশীর্ব্বাদের মত তোকে ছায়া করে' ছিল।—এ কি! সহসা আততায়ীর কৃপাণ জ্বলে' উঠ্‌লো। কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করে' গড়িয়ে চল্‌লো ? এ কার ছিন্ন মুণ্ড নড়্‌ছে ?—বুঝি সে এখনই কথা ক'য়ে উঠ্‌বে। কি অক্ষম আর্ত্তি প্রকাশের জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌ছে! মুখ দিয়ে ও কি ? রক্ত বমন, না বিদীর্ণ হৃদ্‌পিণ্ড কেঁদে গলে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আস্‌ছে!

ম। উঃ, যথেষ্ট হয়েছে! বল, কি কর্‌তে হবে?

রু। যে অকালে একটী মহৎ জীবনের মূলোচ্ছেদ করেছে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্। 　　　　(ছুরী দিল)

ম। উঃ! হাত কাঁপ্‌ছে,—মন দমে' যাচ্ছে!

রু। ও দুর্ব্বলতা মাত্র। বুকে হিম্মত্ আন্—হিম্মত আন্! তুই এ ঘরে ঘরোয়ানার মত আছিস্,—তোকে কেউ সন্দেহ কর্‌বে না। নইলে, ওই নোয়া দিয়ে নিজের বৈধব্যের প্রতিশোধ নিজেই নিতেম। যা,—শীঘ্র যা; বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হ'তে পারে। পতিহন্তার রক্ত এনে দে; তা দিয়ে এই কাপড় রাঙ্গা'ব, শাদা ঠোঁট লাল কর্‌ব, ধব্‌ধবে সীঁথিতে সিঁদূর পর্‌ব, সে রক্তমাখা ছুরী হাতের নোয়া করে' পর্‌ব। দে মা, আমার বৈধব্য ঘুচিয়ে দে।

ম। যাব,—যাব; নইলে যে কুসন্তান বলে' তুমি আমায় অভিশাপ দেবে!

(প্রস্থান)

রু। কোথায় আছ তুমি?—আমার জীবনে-মরণে প্রভু! বড় তেষ্টা পেয়েছে,—ছাতি ফেটে যাচ্ছে? একটু থাম'—একটু ধৈর্য্য ধর, তৃপ্তি করে' দেবো,—তোমার তৃপ্তি করে' দেবো। চলে' যাচ্ছ? নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছ? যেয়ো না,—যেয়ো না।

(ময়নার পুনঃ প্রবেশ)

এত শীগ্‌গীর যে? হয়েছে, ময়না? হ'য়ে গেছে?

ম। হয়েছে।

রু। আয় মা, বুকে আয়।

ম। কিন্তু হামির মরে নাই।

রু। কে মরেছে?

ম। হিংসা। ঘৃণায় মুখ ফিরোয়ো না; এই ছুরী নাও, বুক পেতে দিচ্ছি, মাতৃস্নেহের মত তা মর্ম্মের মর্ম্মে চলে' যাক্। তুমি জীবন দিয়েছ, এবার দাও মরণ,—সোণার মরণ!

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। মা, আর বিলম্ব কর্‌লে বিপদের সম্ভাবনা!

রু। কেন পার্‌লি না সর্ব্বনাশী, কেন পার্‌লি না?

ম। হাত থেকে ছুরী পড়ে' গেল, মন থেকে কালি ধু'য়ে গেল, প্রাণ থেকে হিংসা খসে' গেল! সেই এক জ্যোৎস্না রাতে দেবতার যে ঘুমন্ত ছবি দেখেছিলেম, তা মনে পড়ে' গেল! কি সে রূপের ঘুম! মা গো, সে বড় সুন্দর,—সে বড় সুন্দর!

রু। কে সুন্দর? কে সুন্দর? যে তোর পিতৃহন্তা, তোর চোখে সে সুন্দর? তোর পিতার চিতার আগুন এখনও ধক্ ধক্ করে' জ্বল্‌ছে! আমি দেখ্‌ছি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তা'তে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। কালমুখী, তুই সে কদর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায় খুঁজে পেলি?

ম। না মা, কদর্য্য নয়,—যথার্থই সুন্দর, অতি সুন্দর!

রু। হ্যাঁ সুন্দর! তার প্রাণহীন দেহ সুন্দর, তার ছিন্নমুণ্ড সুন্দর! তার বক্ষোনিঃসৃত উত্তপ্ত শোণিত-ধারা সুন্দর! যে চিতার আগুনে সে দগ্ধ হবে, তার গগনস্পর্শী শিখা সুন্দর; তার মৃত্যু সুন্দর! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আর তোর দ্বারা হবে না। আমি

ঋণ পরিশোধ কর্‌ব—আমিই ঋণ পরিশোধ কর্‌ব। হামিরের রক্তে স্নান করে' বৈধব্যের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।

ম। মা, মা! যেয়ো না; শোন—শোন।

রু। আর আমি তোর মা নই, আর তুই আমার মেয়ে ন'স্। এখন প্রতিহিংসাই আমার আদরের মেয়ে—! আমার ময়না!—আমার স্বামীর কন্যা তুই নো'স্! (প্রস্থান)

ম। মা—মা— (প্রস্থান)

র। এ কি শুন্‌লেম? ময়না হামিরের অনুরাগিনী! ময়নার প্রতি আমার আজন্ম ভালবাসার পরিণাম কি তবে এই! তা হ'লে এই তরবারি কার রক্ত পান কর্‌বে?—আমার?—না হামিরের? —না ময়নার?

তৃতীয় দৃশ্য

কৈলবারা;—চতুর্ভুজার মন্দির।

(হারাবতী)

হারা। জাগ্রত দেবি, বড় আশায় তোমার দ্বারে এসেছি; আমায় জানিয়ে দে মা, আমার—আকাঙ্ক্ষা কি মিট্‌বে? স্বপন কি ফল্‌বে? আশা কি পূর্‌বে? আমার শান্তিসাধনা কি সিদ্ধি-লাভ কর্‌বে? তুই ত আমার হৃদয়ের শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছিস্,—সেখানে নিজের সন্তানের মঙ্গলকামনা রাজবারার শত শত সন্তানের মঙ্গলে ডুবে' গেছে! হামির যদি জাতিকে বড় কর্‌তে না পারে, সেই

বৃদ্ধির সোপান চিতোরোদ্ধার তা হ'তে না হয়, তবে সে কিসের রাজা? তাকে তুই যে সিংহাসনে তুলেছিস্, তা থেকে নামিয়ে দে; যে মুকুট পরিয়েছিস্, কেড়ে নে; যে রাজটীকা দিয়েছিস্, মুছে ফেল্। সতরঞ্চের রাজার মত একটা অসার গর্ব্বের অভিনয় কর্‌তে হামিরের দেহে বুকের শোণিত দিয়ে জীবনী সঞ্চার করি নি। মায়ের কামনা, মায়ের বেদনা তোর মত আর কে বোঝে, জগন্মাতা? দেখিস্ জননী, আমার মাতৃগর্ব্ব যেন ধূলিসাৎ না হয়!

(কিষণলালের প্রবেশ)

কি। বিশ্বস্তসূত্রে জান্‌লেম, দুষ্টবুদ্ধি মালদেবের কন্যা-সমর্পণ একটা ছলনা; মহারাণাকে অবমাননা করাই তার উদ্দেশ্য।

হারা। তোমার মহারাণা আত্মসম্মান রক্ষা কর্‌তে জানে।

কি। সেই জন্যই ত মা, আমাদের অত ভাবনা।

হারা। কিষণলাল, হামিরের মা ত হামিরকে ভয় কি ভাবনা কর্‌তে শেখায় নি।

কি। মা, কেবল মাত্র পাঁচশত অনুচর নিয়ে পাঁচসহস্রসৈন্য-রক্ষিত শত্রু-দুর্গ প্রবেশ কখনই নিরাপদ নয়।

হারা। তবে কি হামির কৃত্রিম যুদ্ধেই প্রকৃত সমরপিপাসা মিটাবে?

কি। মা, শত্রু প্রবলপরাক্রান্ত; তিনি একা কি কর্‌বেন?

হারা। একা কি না করা যায়? যখন মানুষ পৃথিবীতে আসে' একলাই আসে; আবার একলাই চলে' যায়,—কেউ তার সঙ্গে

থাকে না। একাই এক শ হ'তে পারে,—এ শুধু মানুষেই দেখিয়েছে। তার সঙ্গে যে পাঁচ শ আছে, তারা কি মরদ্, না মুর্‌দা? যেদিন হামির দুর্দ্দান্ত মুঞ্জ সর্দ্দারকে পরাস্ত করেছিল, সেদিন তার সঙ্গে ক'জন ছিল? সেই যুদ্ধশ্রান্ত সৈন্য নিয়ে সেই দিনই যে আবার বাদশাহী ফৌজকে বিধ্বস্ত করেছিল, তখনই বা তার দলে ক'জন ছিল? কিষণলাল, হামিরকে মানুষ করা হয়েছে,—পটের পুতুল বানানো হয় নি!

কি। মা, তুমি চক্রী মালদেবকে চেন না।

হারা। রাজপুত তলোয়ার দিয়ে নিজের রাস্তা সাফ্ ক'রে নিতে জানে। সে অবস্থার দাস নয়,—ঘটনার প্রভু, সে কাল-স্রোতে ভাসে না,—কালকে নিজের ছাঁচে গড়ে।

কি। মা, মহারাণার সমূহ বিপদ দেখ্‌ছি।

হারা। যে বিপদ্‌কে আলিঙ্গন কর্‌তে না পারে, সম্পদে তার কি অধিকার? যে মাথা দিতে না জানে, মুকুট পর্‌তে সাধ কেন?

কি। মা, ভণ্ড ভজনলাল যখন নারিকেল নিয়ে আসে, তখন তা গ্রহণ কর্‌তে কত বারণ করলেম, মহারাণা শুন্‌লেনই না।

হারা। কেন শুন্‌বেন? তোমার মহারাণা কি দুগ্ধপোষ্য? তিনি কি তলোয়ার ধর্‌তে শেখেন নি? কেমন করে' তা দিয়ে হোরী খেল্‌তে হয়, তা কি তিনি জানেন না?

কি। যা হবার হয়েছে। এখনকার কর্ত্তব্য?

হারা। তুমি এক সহস্র বাছা জোয়ান নিয়ে চিতোরাভিমুখে

চলে' যাও। আমি হামিরকে বেশ চিনি,—সে নীরব সাধক, কর্ম্মযোগী,—এদিকে শিশুর ন্যায় নিরীহ, সরল। তাকে উত্ত্যক্ত না কর্‌লে সে কখনই অতিথি-ধর্ম্মের অবমাননা কর্‌বে না। তুমি সৈন্য নিয়ে দুর্গের খুব নিকটে অবস্থান কর্‌বে। যদি মালদেবের দুর্ম্মতি হয়, আত্মরক্ষার জন্য হামিরকে অস্ত্র ধর্‌তে বাধ্য হ'তে হয়, তবে তার সেই বীর-যশ অর্জ্জনে বাধা দিয়ো না! যদি বিপদ আসন্ন দেখ, তবে এক হাজার দশ হাজার হ'য়ে প্রভুকে রক্ষা কর্‌বে।—শুধু প্রভুর প্রাণ নয়, মেবারের মান রাখ্‌বে। রাজাবমাননার প্রতিশোধ এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়,—হামিরের জীবনের ওপর রাজস্থানের মর্ম্মস্থান চিতোরোদ্ধার নির্ভর করে্ছে।

কি। চল্‌লেম মা, সে হৃত মহিমার উদ্ধারে প্রাণ দিতে।

হারা। দাঁড়াও, আর একটা কথা আছে। শেষ কথা;—হামিরের দেখা পেলে ব'লো, যদি যুদ্ধ বাধে, সে যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে না ফেরে; তা হ'লে গৃহের দ্বার তার জন্য চিরদিনের মত রুদ্ধ হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর স্তম্ভ

(হামির)

হা। এই চিতোর! এই সেই রাজপুতের গতি-তীর্থ, রাজস্থানের রাজটীকা! তবে কৈ তার দুর্গ-চূড়া অভ্র ভেদ করে'

উঠেছে? কৈ তার সিংহ-দ্বারে বিজয়-দুন্দুভি বাজ্‌ছে? কৈ তার সজ্জিত তোরণে গৈরিক পতাকা উড়্‌ছে?

(বালকবেশে অবন্তীর প্রবেশ)

অ। পথিক, ভস্মস্তূপে মিছে আলোর নিশানা খুঁজে বেড়াচ্ছ!

হা। তুমি কে?

অ। এ দেশেই আমার বাড়ী। আমি আপনাকে জানি,—আপনি মেবারের মহারাণা।

হা। কিশোর, যার চিতোর নাই, সে আবার রাণা? হায়! সে চিতোর নাই, তবু স্মৃতিস্তম্ভ আরাবলী এখনও নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে আছে! কেন ওর পাষাণ-পঞ্জর ভেদ করে' অগ্নির উচ্ছ্বাস উঠ্‌ছে না?

অ। ওইখানে সেই মেবারের সীতা পদ্মিনীদেবীর চিতা।

হা। সে চিতা ত নেভে নি! সে যে রাজপুত জাতির হোমানল! তবু কেন ওই ধূলির অণু-পরমাণু অথর্ব্বের মত মহাকালের প্রহর গুণ্‌ছে! এই ধূলো মাথায় মাখি। এর রেণুতে রেণুতে নবজীবনের বীজ লুক্কায়িত! এ মাটী খাঁটি সোণা। এ ত মরে নি,—মর্‌তে পারে না; শুধু চেতনা হারিয়ে পড়ে আছে।

অ। রাজস্থান আজ অভিশপ্ত,—রাজপুত জাতি পাপগ্রস্ত!

হা। যে বংশের আদিপুরুষ রামচন্দ্র, আদিজননী সীতা সতী, যে জাতিতে বাপ্পার জন্ম, বাদলের উদ্ভব, গোরার উৎপত্তি, পদ্মিনীর অভ্যুদয়, সেই রাজপুত জাতির কি লয় ক্ষয়

আছে ? পূর্ব্বপুরুষের রক্তপূত এই মাটি হ'তে আবার শত বাপ্পা বংশ বিস্তার করবে, হাজার বাদল খাড়া হবে, লক্ষ গোরা মাথা তুলবে ; কত পদ্মিনী অনলকুণ্ডকে উশীর-শয়নের মত আলিঙ্গন করে' স্তম্ভিত জগতবাসীকে দেখাবে,—রাজস্থান প্রকৃতই জগতের মুকুট !

অ। আপনি মৃতরাশির মধ্যে অমৃতের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন !

হা। আমি স্বপ্নকে সত্য করবো, কল্পনাকে কর্ম্মে ফোটা'ব।

অ। যতদিন রাজপুত আত্মকলহ না ছাড়্‌বে, তার কোন আশা নাই। আপনাকেও আজ সেই বিদ্বেষের দ্বার হ'তে ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

হা। আমি ত কলহ করতে আসি নি,—মহারাজ মালদেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। আর, একটীবারের জন্য পিতৃ-পিতামহের সেই শোণিততুল্য লীলা-নিকেতন দেখে' ধন্য হ'তে এসেছি।

অ। সে নিমন্ত্রণ যে কলহকে আমন্ত্রণ ! কিন্তু এতে মহারাজের কোন দোষ নাই, দুষ্ট মন্ত্রী ভজনলাল আপনাকে অবমাননা করবার জন্যই আহ্বান করে' এনেছে। এতে দিল্লীর বাদশার ইঙ্গিত আছে।

হা। তবে কি মহারাজের কন্যা সমর্পণ একটা চাতুরী ?

অ। তাও বুঝি ভাল ছিল ! হতভাগিনী কন্যাকে সমর্পণ—

হা। সেত পরম সৌভাগ্য !

অ। যদি মালদেবের কন্যা কুরূপা হয়,—

হা। হোক্ ; মধু-মুখ ধ্যানই এ জীবনের ব্রত নয়।

অ। যদি সে বিধবা হয়,—না হয় বাল-বিধবাই হ'ল,—তার পাণি-গ্রহণ কি অবমাননা নয় ?

হা। হামিরের কাছে নিজের মানের চেয়ে জাতীয়তার অভিমান বেশী মূল্যবান্। প্রতিজ্ঞা-পালন রাজপুতের পরম ধর্ম্ম। যখন নারিকেল গ্রহণ করেছি, তখনই কন্যা গ্রহণ করা হয়েছে।

অ। এ বিবাহে আপনি অসুখী হবেন।

হা। বিবাহ ক্ষুদ্র তৃপ্তি নয়,—বৃহৎ সুখের বন্ধন।

অ। তা কি ?

হা। সহধর্ম্মাচরণ। মনে ক'রো না, আমি কিছুই বুঝি নাই। এই উৎসবের ব্যাপারে তোরণ রচিত হয় নাই, নগর সজ্জিত হয় নাই,—এর নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। তবু যে সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে' কেন এসেছি, তা শুধু আমিই জানি।

অ। এখনও সময় আছে মহারাণা, সসম্মানে স্বরাজ্যে ফিরে যান।

হা। আমি এই অসম্মানের আঁধারেও মহামানের একটি জ্যোতি দেখ্ছি। আমি কাউকে বঞ্চনা করি না ; তবু যদি কেউ আমায় প্রতারণা করে, সে জন্য প্রকৃতি-জননী নিজে ঋণী থাক্‌বেন। ক্ষতির পূরণ তাঁর একটি স্বভাব। পরকে ঘাঁটা'তে গেলে নিজে বেসামাল হ'তে হয়। সেই অসতর্কক্ষণে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেন্। ছিদ্র না পেলে স্বয়ং ভাগ্যের দেবতাও

বুঝি মানুষের নিয়তিবয়নে তাঁর স্থচী প্রবেশ করা'তে স্থযোগ পান না।

অ। মহারাণা, আবার বলি, মহারাজ মালদেব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

হা। শুধু নির্দ্দোষ নন্, তিনি আমার ভাগ্য-দূত! আজ আমায় আঘাত করে' তিনি একটি জাতির রুদ্ধ-দ্বার খুলে দিলেন। আমার ভয়শূন্য পাঁচ শত সৈন্য আমার সঙ্গে আছে, ইচ্ছা কর্‌লে আমি তাদের নিয়ে এখনই দুর্গ অধিকার কর্‌তে পারি। কিন্তু আজ আমি তার অতিথি। হোক্ এ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য অপমান;—তথাপি আমি অতিথি।

অ। যদি আপনি অতিথিধর্ম্মে পদাঘাত করে' দুর্গ অধিকারে উদ্যত হতেন, আর মালদেবের কন্যা এখানে উপস্থিত থাকৃতেন, তবে তিনি এখনই গিয়ে পিতাকে দুর্গরক্ষার জন্য সতর্ক করতেন। তা হ'লে আপনি কি করে সফলকাম হতেন?

হা। তাতে কোন দুঃখ ছিল না। হামির দুর্গ-স্বামীকে সতর্ক না করে,' প্রস্তুত হ'তে না দিয়ে কথনই দুর্গ আক্রমণ করৃত না। হামির চোর নয়,—বীর।

অ। কিন্তু তাতে আপনার ভাবী-পত্নীর কেবল দুঃখের কারণই হ'ত, কেন না পিতৃ-দুর্গ অধিকারে কন্যার সহানুভূতি পাওয়া সব অবস্থাতেই অসম্ভব।

হা। পিতা বড়, না মেবার বড়?

অ। এ একটা নূতন প্রশ্ন, অভিনব সমস্যা!

হা। সমস্যা নয়,—স্বচ্ছ মীমাংসা। সুধু পিতা নয়, সমস্ত প্রিয়জন একদিকে হলে'ও তুলাদণ্ডে মেবারের সমান হবে না।

অ। আমার সব সমস্যার সমাধান হয়েছে; সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনি জয়ী হ'ন; কায়মনোবাক্যে কামনা করি, মালদেবের কন্যা দ্বারা আপনার বাঞ্ছিত সুখ লাভ হোক্।

হা। তুমি কি কোন ছদ্মবেশী মায়াবী?

অ। আমি ছদ্মবেশী বটি, কিন্তু আপনার অন্য অনুমান ঠিক হয় নাই।

হা। যদি ধৃষ্টতা না নাও, তবে জিজ্ঞাসা করি, তুমিই কি মহারাজ মালদেবের কন্যা?

অ। আমি আপনার দাসী।

হা। কন্যা হ'য়ে পিতৃদুর্গে তার শত্রুকে নিয়ে যাবে?

অ। এই মাত্র আপনিই বল্‌ছিলেন না—পিতা বড়, না মেবার বড়? মহারাণা, মেবার আমার হৃদয়ে আজ পিতার আসন অধিকার করে' বসেছে। তাই মেবারের জন্য পিতৃশত্রুকে পিতৃদুর্গে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি। আসুন মাহারাণা, আজ মেবারের কন্যা আপনার মহাব্রত উদ্‌যাপনে প্রাণপণ কর্‌বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

চিতোর,—দুর্গাভ্যন্তর

(মালদেব, ভজনলাল ও জাল)

মা। আচ্ছা ভজনলাল, তুমি যখন হামিরের কাছে নারিকেল নিয়ে যাও, তখন সে কি সত্যি সত্যি আমায় 'খিলিজির কুকুর' বলেছিল ?

ভ। আজ্ঞে, এই দুটো কাণকে আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন,—আমাকে এদের নিয়েই ঘর-গেরস্থালী করতে হয়।

জা। যদি বলে'ই থাকে ত কথাটা কি একেবারেই অপাত্রে প্রয়োগ হয়েছে ? আমরা কুকুর বৈ আর কি! কিন্তু মনে রাখবেন মহারাজ, হামির তার মুগুর, তাকে ঘাটান ভাল হচ্ছে না।

মা। জাল, তোমার স্পর্দ্ধা দেখ্ছি দিন দিন দাসত্বের সীমা লঙ্ঘন করছে! আমার আজ্ঞা—হামিরকে বন্দী করার যে বন্দো-বস্ত করা গেছে, তার সম্পূর্ণ-ভার তুমি গ্রহণ কর।

ভ। মশায় আপনি না বড় প্রভুভক্ত!—তার পরিচয়টা দিন্।

জা। ভক্তি তোষামদ নয়—স্পষ্টবাদ। মহারাজ অনুগ্রহ করে' আপনার এই নূতন পোষা জীবটির ওপর এই সব কাজের ফরমায়েস করবেন।

মা। জাল, ভজনলাল যে কেন তোমাকে মাকাল বলে, তা

এতদিনে বুঝ্‌লেম। এ ক'দিন থেকে তোমার মুখে হামিরের প্রশংসা ধর্‌ছে না!

জা। রাজপুতের মধ্যে হামিরের মত কে আছে?

ভ। কেন আমাদের মহারাজ!

মা। জাল, যা বল্‌লেম তার জন্য প্রস্তুত হও গে!

জা। মহারাজ, ক্ষমা কর্‌বেন, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

মা। কেন, শুন্‌তে পারি কি?

জা। আমার উত্তর অতি পরিষ্কার। আজ্ঞা করুন, সম্মুখ যুদ্ধে হামিরকে বন্দী করে' আনি, না হয় তার হস্তে প্রাণ দিই। কিন্তু আমা হ'তে তস্করের কাজ কখনও হবে না।

ভ। তা হ'লে মহারাজকে চোরের সর্দ্দার বলা হচ্ছে?

মা। জাল, আবার বলি, আমার আজ্ঞা পালন কর।

জা। আমিও আবার বলি,—আমায় নিষ্কৃতি দিন্।

মা। বেশ, তাই হবে।—দূর হও।

ভ। হ্যাঁ, দূর!

জা। (নিরুত্তর)

মা। যাও, চলে' যাও।

ভ। যান মশায়, যান!

জা। মহারাজ, একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে' বলুন।

মা। দূর হও। যদি হামিরকেই তুমি রাজপুতানার আদর্শ বীর মনে কর, তবে তার পক্ষ গে আশ্রয় কর। তুমি ছাড়া মালদেবের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য যথেষ্ট আছে।

ভ। সম্মুখেই আমি হাজির আছি। কি বা কাজ! এর জন্ত মহারাজ এই জাল না মাকাল—একে সাধাসাধি কর্‌ছেন কেন? হামিরকে তার অনুচরবর্গ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে' দুর্গমধ্যে ডেকে এনে, খুব সম্বর্দ্ধনার অভিনয় দেখিয়ে, বিবাহ-বন্ধনের বদলে শৃঙ্খলের ফাঁস পরান,—তা একা এই প্রভুভক্তই বেশ পার্‌বে। যান্ মশায়, মহারাজ আপনাকে হামিরকে দান কর্‌লেন, তার কাছে বীরত্ব ফলান গে। আমরা হামিরকে দুঃখ ভোলাবার চেষ্টায় থাকি।

মা। এর সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ে আবশ্যক নেই। এস ভজন-লাল, আমাদের কাজ আমরা করি গে।

ভ। চলুন,—কাজের আগে একবার দুঃখ-ভুলানীদের ডাক্‌লে মন্দ হ'ত না।

(উভয়ের প্রস্থান)

জা। এখন কি করি? প্রভু সত্যসত্যই আমায় ত্যাগ কর্‌লেন! শুধু ত্যাগ নয়,—হামিরের পক্ষ অবলম্বন কর্‌তে বলে' গেলেন। কিন্তু হামিরকে মহারাজ বৈরীভাবে সম্ভাষণ কর্‌ছেন। শুধু তা নয়,—অভ্যাগতকে বন্দী কর্‌তে উদ্যোগী হয়েছেন! এই অবস্থায় রাজপুতের একমাত্র ভরসাস্থল এই বিপন্ন মহাবীরের পক্ষাবলম্বন কি একান্তই প্রভুদ্রোহিতা? বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, কি করি! কর্ম্মহীন জীবনযাপনে জাল চির-অনভ্যস্ত।

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। হিন্দুর রাজ্য, হিন্দুর মান, হিন্দুর প্রাণ বিধর্ম্মীর হস্তে

আজ ক্রীড়াপুত্তলীপ্রায় ; এমন সময় তোমার মত বীর একজন, কর্ম্মহীন পঙ্গুর ন্যায় জীবন যাপন কর্‌বে না ত কর্‌বে কে ?

জা। কে ও ? মা ! বল্‌তে পারিস্ মা, কোন্ পথে যাই ? প্রভু আমায় ত্যাগ করেছেন, হামিরের পক্ষাবলম্বন কর্‌তে আদেশ করেছেন ! কিন্তু তা কর্‌তে হ'লে প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে হয় ! তোরও মা বিষম সমস্যা ! তুই হামিরের বাগ্‌দত্তা পত্নী হ'য়ে কেমন করে' পিতার—

অ। কিন্তু হেমতা সর্দ্দার, পিতা বড় না মেবার বড় ? পতি পুত্র পিতা প্রভু—সব একদিকে হ'লেও কি মেবারের সমান হবে ?

জা। ঠিক বলেছিস্ মা ! বহুৎ আচ্ছা ! বাহবা ! তুই চিরকাল জালকে জানিস্—যতক্ষণ প্রভূর আদেশ ন্যায়-গণ্ডী লঙ্ঘন না করেছে, ততদিন সে অন্ধের ন্যায় তা প্রতিপালন করে' এসেছে। কিন্তু তোর কথাই ঠিক,—আজ হ'তে জালের মেবারই সর্ব্বস্ব। আমি জানি, তুই হামিরগতপ্রাণা। বল্ মা, এখন কি কর্‌ব ?

অ। মহারাণাকে সরলভাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নি, তা বোধ হয় তুমি জান ?

জা। জানি।

অ। পিতা আর কি দুরভিসন্ধি করেছেন, জানি না ; যদি জান, তার প্রতিকারের উপায় কর।

জা। হামিরকে অনুচরগণের সহিত বিচ্ছিন্ন করে'—

অ। বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। তুমি শীঘ্র হামিরের অনুচরবর্গকে নিয়ে পশ্চাদ্দিক হ'তে দুর্গ আক্রমণ কর।

জা। দুর্গদ্বার বন্ধ, সশস্ত্র প্রহরি দ্বারা সুরক্ষিত; এখন আর তারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর্‌বে না। কি করে' হামিরের অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হব?

অ। দুর্গপ্রাচীর লঙ্ঘন করা কি মেহতা-সর্দ্দারের অসাধ্য?

জা। বেশ তা না হয় কর্‌লেম। কিন্তু হামিরের অনুচরগণ আমায় বিশ্বাস কর্‌বে কেন?"

অ। মহারাণার একজন বিশ্বস্ত অনুচর আছে, তার নাম রঘুনাথ। তাকে ব'লো যে রাজপুত-যুবক তোমায় পাঠিয়েছে।

জা। বুঝ্‌লেম, তুমিই সেই রাজপুত বালক! তোমার খেলা বুঝেছি মা! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাণাকে উদ্ধার করে' চিতোর-সিংহাসনে বসাব; আর তোকে তার বামে বসিয়ে এ বৃদ্ধের নয়ন সার্থক কর্‌ব!

(উভয়ের প্রস্থান ও

অপর দিক হইতে হামির, মালদেব, ভজনলাল ও

মালদেবের অনুচরবর্গের প্রবেশ)

মা। হামির, একাকী দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেছ,—যদি তোমায় বন্দী করি?

হা। এ কথার তাৎপর্য্য?

মা। বিশেষ কিছু নয়। আপাততঃ এদের সঙ্গে তোমায় যেতে হচ্ছে।

হা। কোথায় ?

মা। কারাগারে। সৈন্যগণ একে বন্দী করে' নিয়ে যাও।

ভ। যাও, নিয়ে যাও !

হা। (তরবারী নিষ্কোষিত পূর্ব্বক) কেউ এক পদ অগ্রসর হয়েছ কি মরেছ ! মহারাজ, যদি ভাল চান, এখনও আদেশ প্রত্যাহার করুন।

মা। সৈন্যগণ, কি দেখ্‌ছ ? বন্দী কর।

ভ। বন্দী কর !

হা। তবে মর।

(সৈন্যগণ হাম্মিরকে আক্রমণ করিল)

নেপথ্যে। জয়, মহারাণা হাম্মিরের জয়।

মা। ওকি ! হাম্মিরের জয়ধ্বনি করে কারা ? কি ব্যাপার ?

(দুর্গের পশ্চাদ্দিক ভগ্ন করিয়া ভগ্ন প্রাকারোপরি
জাল ও হাম্মিরের সৈন্যগণ)

এ কি ! এ যে হাম্মিরের অনুচরগণ !

ভ। ও বাবা !　　　　　　　　　　(প্রস্থান)

জা। শীঘ্র অবতরণ কর, শীঘ্র অবতরণ কর ! ওই দেখ তোমাদের মহারাণা একা প্রাণপণে যুদ্ধ কর্‌ছেন, আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌লে, তাঁর জীবন ধ্বংস হবে।

(জাল ও হাম্মির-সৈন্যগণের অবতরণ ও মালদেবের
সৈন্যগণ সহ যুদ্ধ)

মা। বিশ্বাসঘাতক, তোর এই কাজ !

জা। আপনিই ত মহারাজ, আমায় হামিরকে দান করেছেন! এখন আমার প্রভু হামির। জাল কখনই প্রভুদ্রোহী নয়।

মা। সৈন্যগণ, প্রাণপণে যুদ্ধ কর, শত্রু হস্ত হ'তে চিতোর রক্ষা কর, বাদশাহ তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। তোমরা সংখ্যায় অনেক, শত্রু সৈন্য অল্প,—পিপীলিকাবৎ তাদের ধ্বংস করে' ফেল্।

(যুদ্ধ করিতে করিতে জাল ও উভয় সৈন্যদলের প্রস্থান)

(নেপথ্যে হামিরসৈন্য। জয় মহারাণা হামিরের জয়!)

(হামির ও মালদেবের যুদ্ধ ও মালদেবের পরাজয়)

হা। মহারাজ, এই আপনাকে বন্দী কর্‌লেম।

মা। আমাকে হত্যা কর।

হা। না মহারাজ, তা'তে আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। আপনি শুধু স্বদেশদ্রোহী নন্—বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত শাস্তি—চিরজীবন কারাবাস, মৃত্যু নয়। তবে আপনার মহীয়সী কন্যার দিকে চেয়ে আপনাকে ক্ষমা কর্‌লেম। আপনি আপনার কন্যা-সম্প্রদানের অভিনয় করেছিলেন, সেই অভিনয় এখন সত্যে পরিণত হোক্। আমি আপনার কন্যাকে গ্রহণ কর্‌লেম। আপনি মুক্ত,—যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন।

মা। এ অপমানের প্রতিশোধ না নিতে পারি ত এ মুখ আর দেখা'ব না।

(প্রস্থান)

(একদিক দিয়া জাল, অবন্তী ও অন্যদিক হইতে
হামিরের সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

হা। অবন্তী, আজ তোমার গুণেই জয় হ'ল।

অ। মহারাণা, দাসী তার কর্ত্তব্য করেছে।

হা। আজ আমার জন্ম সার্থক, জীবন সফল। মেবার, আমার মায়ী, আমার ইহকাল-পরকাল, আমার ঈশ্বর! তোমার মাথার মণি তোমায় ফিরিয়ে এনে দিলেম।

সকলে। জয় মহারাণা হামিরের জয়!

হা। বল, চিতোরের জয়!

সকলে। জয়, চিতোরের জয়!

হা। বীরগণ, অবিলম্বে মেবারের পল্লীতে পল্লীতে ঘোষণা দাও,—চিতোরের হৃতদুর্গ আবার বাপ্পার বংশধরের হাতে ফিরে এল। দুর্গের সিংহদ্বারে জয়-ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত মেবারকে গৈরিক পতাকার নীচে আহ্বান করুক্। উচ্চ তোরণে জয়-ভেরী বাজাও; দুর্গচূড়ায় গৈরিক নিশান উড়াও। রাজবারার মেরুদণ্ড রাজপুতের হৃদ্‌পিণ্ড, পিতৃপিতামহের দেহ-শোণিত চিতোর এতদিনে আবার স্বাধীন হ'ল।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—রাজসভা

(মহম্মদ খিলিজি ও তাতারিনীগণ)

তা-গণ।— (গীত)

আজ যে যৌবন-তরী
হাল মানে না ছুট্‌ছে উজান।
সহসা হৃদয়-গাঙ্গে দুকুল ভাঙ্গে সাধের বাণ।
রূপ আজ হ'ল চপল,
প্রেম আজ হল পাগল,
সাধ যায়, চাঁদের দেশে ভেসে ভেসে
করি চাঁদের সুধা পান।

(প্রস্থান)

(মালদেব ও ভজনলালের প্রবেশ)

মহ। তুমি এখানে এ সময়ে, মালদেব!

মা। জাঁহাপনা, হামির চিতোর-দুর্গ অধিকার করেছে।

মহ। আর তুমি স্ত্রীলোকের মত প্রাণ ল'য়ে পলায়ন করে' এসেছ?

মা। জাঁহাপনা—

মহ। তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, ভীরু। কোই হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

রহমৎ খাঁ।

প্র। যো হুকুম।

(প্রস্থান)

মহ। কাপুরুষ, তোমার গায়ে একটী আঁচড়ও লাগে নি দেখ্‌ছি!

মা। আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি।

ভ। অর্থাৎ—হাত অপেক্ষা পায়ের ব্যবহারটা খুব কষে' করেছেন!

(রহমৎ খাঁর প্রবেশ)

রহ। কি আদেশ, জাঁহাপনা?

মহ। হামির চিতোর অধিকার করেছে, আর এই বেইমান্ প্রাণ ল'য়ে পালিয়ে এসেছে! তফাৎ যা—দূর হ কাপুরুষ!

ভ। চলুন, গোসা পড়্‌লে তখন দেখা যাবে!

(মালদেব ও ভজনলালের প্রস্থান)

রহ। হামিরকে উত্ত্যক্ত করার মূলে আমরাই, জাঁহাপনা!

মহ। তাতে কি হয়েছে? চিতোর আবার আমাদের হাতেই

আস্‌বে। রহমত্, তুমি জান রাজকোষ শূন্য। চিতোর অধিকারের জন্য অতিরিক্ত কর বসাও! কি ভাব্‌ছ?

রহ। ভাব্‌ছি, প্রজার পক্ষে এ একটা ভয়ানক জুলুম হবে।

মহ। গরজ না মানে যুক্তির মানা। মেবার আমি সৈন্যের সাগরে ডুবিয়ে দেবো। রহমত্, তোমার মনটা মেয়েমানুষের মত মোলায়েম,—একটুতেই গলে! দুনিয়ায় কে কাকে রেহাই দেয়? দাঁও পেলে আপনার লোকও রেয়াত্ করে কি? যদি আজ আমি ফকির হ'য়ে বেরিয়ে যাই, কে আমার সঙ্গ নেবে?

রহ। আপনি এরূপ হৃদয়হীন নন্, তা আমি বেশ জানি।

মহ। রহমত্, যে দিন খোদা আমার প্রেমের সাজা'ন বাগানের সেই টুক্‌টুকে গোলাপ—দিলের মাকে কেড়ে নিলেন, সেদিন থেকে বুঝেছি,—দোস্তি, মহব্বত্—ফেরেব্‌বাজী। দুনিয়াদারী ব্যবসা,—শুধু লেন্-দেন সম্বন্ধ! স্ত্রীকে ভালবাস,তাই সে ভালবাসে, পুত্র উত্তরাধিকারী, তাই সে তোমার কাছে গোবেচারী। রহমত্ এ কি খয়রাতের জায়গা?—এ ফাঁকির ঠাঁই, সময় হারিয়েছ, কি পিছিয়েছ, সুযোগ ছেড়েছ, কি ঠকেছ! সেদিনকার রঙ্গিন চোখে যে লালে-লাল দুনিয়া দেখেছিলেম, দাগা পেয়ে বুঝেছি, তা মাকাল! সেদিন থেকে মানুষের ওপর হাড়ে চটে' গেছি!

রহ। জাঁহাপনা, তবে আপনি সমগ্র মানবজাতির কৃপাপাত্র। মানুষ দেবতার চেয়েও বড়; কেননা, তার দুর্ব্বলতা আছে! তাকে

অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। মানুষ যদি হেয়, তবে কি পয়গম্বর তার রূপ ধরে' দুনিয়ায় আস্‌তেন? তবে কি কোরাণ-শরিফ্‌ মানুষের ভাষায় লিখিত হ'ত?

মহ। যাক্, যখন মালেকের আবশ্যক হয়েছে, তখন মুলুককে তা যোগাতেই হবে।

রহ। জাঁহাপানা, এটা জান্‌বেন,—যে তক্ত প্রজার ভক্ত হৃদয়ের ওপর স্থাপিত নয়, তার পরমায়ু বড় অল্প!

মহ। মহম্মদ নিজের শক্তির ওপর একটু বেশী নির্ভর করে! শোন রহমত্, আমার হুকুম,—তোমাকেই এই অতিরিক্ত কর শক্তাই করে' আদায় কর্‌তে হবে। তখন দেখ্‌বে জুলুম কেমন বেমালুম হ'য়ে এসেছে। আর্থ, মানুষের মন বহুরূপী! ছেলে শৈশবে মা-বাপ ছাড়া বোঝে না; সেই ফের যৌবনে স্ত্রী নিয়ে মত্ত হয়; প্রৌঢ়ে তার সে মত্ততা সন্তানের স্নেহে গিয়ে দাঁড়ায়; শেষে পুত্রকে ডিঙ্গিয়ে সে স্নেহ পৌত্রে গিয়ে বর্ত্তায়। এই হচ্ছে খোদার সেরা-পয়দা জাতের ধাত; একেই বলে মানব-চরিত্র।

রহ। সোজা কথা, জাঁহাপনা, আমি অন্যায়ের সহায়তা ত কর্‌বোই না, সাধ্যমতে বাধা দেবো। রহমতের অভিমান আছে।

মহ। এ যে মালেকের মর্‌জি, রহমত্ খাঁ!

রহ। জাঁহাপনা, ভেতরের হুকুমে বাইরের হুকুম নাকচ্ হ'য়ে গেছে।

মহ। তোমার সেনাপতি-পদও নাকচ্ হ'ল।

রহ। আমি যে রেহাই পেলেম,এর জন্য জাঁহাপনাকে ধন্যবাদ।

মহ। তুমি এত বড় একটা পদের মায়া এত সহজে কাটা'লে ?

রহ। যদি কোন দিন চতুষ্পদ হ'তে পারি, আবার আপনার দরবারে উচ্চ পদ দাবী কর্‌ব।

মহ। সে দিন কবে হবে ?

রহ। যেদিন খোদা দোয়া ভুল্‌বে, মা সন্তান ছাড়্‌বে, রহমত্‌ খাঁ ইমান্‌ খোয়াবে।—এখন তবে আসি। আদাব জাঁহাপনা।

মহ। কোথা যাবে ?

রহ। যেদিকে দু'চোখ ধায়।

মহ। বুঝি শত্রুদলে নাম লেখাবে ?

রহ। ঠিক ধরেছেন। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রহমত্‌ খাঁর সাক্ষাৎ পাবেন।

(প্রস্থান)

মহ। বিশ্বাসী বন্ধু প্রাণঘাতী শত্রু হ'ল ! রাজকোষ শূন্য !—এ সময়ে আমি এখন সেনা সংগ্রহ করি কি ক'রে ? আমার এমন বন্ধু কে আছে, যে আমায় এই সঙ্কটে উদ্ধার করে !

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। আমি আছি জাঁহাপনা !

মহ। কে তুমি ?

র। আমি হামিরের প্রাণঘাতী শত্রু !

মহ। হামিরের ওপর তোমার এত আক্রোশ কেন ?

র। সে আমার এইখানে ছুরী লাগিয়ে সর্ব্বস্ব চুরি করেছে।

মহ। একি! তুমি কাঁদ্‌ছ?

র। না, রাগে কাঁপ্‌ছি,—প্রতিহিংসার নেশায় মাতালের মত টল্‌ছি,—তার রক্তের তৃষায় ছট্‌ফট্‌ করছি।

মহ। তুমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে যাবে, তার প্রমাণ?

র। জাঁহাপনা, আমার ধর্ম্ম নাই যে তাকে সাক্ষী করব, দেবতা নাই যে তার দোহাই দেবো, বিবেক নাই যে তার শপথ করব। থাক্‌বার মধ্যে আছে সোণার প্রতিহিংসা,—সেই আমার ঈশ্বর, আর এই শির আমার জামিন।

মহ। কিন্তু রাজকোষ যে শূন্য!

র। তা পূর্ণ হবে, জাঁহাপনা।

মহ। কি ক'রে?

র। মুঞ্জ সর্দ্দারের নাম বোধ হয় জাঁহাপনা শুনেছেন। একদিন তিনি চিতোরোদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে এক মন্দিরে বহু অর্থ লুকিয়ে রাখেন। আমি তার সন্ধান জানি।

মহ। সে অর্থ কি ক'রে পাওয়া যাবে?

র। সে ভার আমি নিলেম। আপনি চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করুন, আমি আমার পার্ব্বত্য সহচরদের নিয়ে মন্দির ভগ্ন ক'রে অর্থ লুণ্ঠন ক'রে আনব। যে অর্থ একদিন আপনার সর্ব্বনাশের জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, তা এখন হামিরের নির্ম্মূলের জন্য নিয়োজিত হোক্।

মহ। আজ হ'তে তুমি আমার দোস্ত্। যাও, বিশ্রাম কর

গে। চিতোর-অভিযানের তুমিই আমার প্রধান সহায়, মনে রেখো।

র। অধীন তার প্রাণপণ কর্‌বে।

(প্রস্থান)

(দিলের প্রবেশ)

দি। কোথায় যাবে বাপ্‌জান্?

মহ। যুদ্ধে।

দি। বাপ্‌জান্, তোমার জন্মদিনে আমায় যে উপহার দিতে চেয়েছিলে, কৈ, তা দাও।

মহ। তুই বাদ্‌শাজাদী, তোর কোন্ সাধ অপূর্ণ থাক্‌তে পারে? কোন্ হীরা জহরত্ তুই চা'স্?

দি। আমি হীরা-জহরত্ ভালবাসি না।

মহ। তবে কি ভালবাসিস্?

দি। তোমাকে। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব,—এই আমার ভালবাসার বখ্‌শিস্।

মহ। তুই সেখানে কি করে' যাবি?

দি। আমি যাবোই। তোমায় ছেড়ে এক লহমাও আমি কোথাও থাক্‌তে পার্‌ব না! বল, আমায় বখ্‌শিস্ দেবে?

মহ। ঘূর্ণিবায়ুর স্তরে একটা ঠাণ্ডা মিঠি হাওয়া! তুই কে দিল্, তুই কে? তুই কি আমারই দিল্, না তর ছুনিয়ার দৌলত্? —আয় দিল্, বুকে আয়; আমি তোকে নিয়ে দুনিয়া ঘুরতে করি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—অবন্তীর কক্ষ

(ময়না)

ম।—　　(গীত)

আমি মনেরে বুঝাই, কাঁদিতে না চাই,
আমার কাঁদন শুধু আসে, আমার কাঁদন শুধু আসে।
এল এল মধু যামিনী, হেসে উঠে যূথী কামিনী,
সকল কুঞ্জ ভরিল ঢল ঢল ফুলবাসে।
সাধের মালাটি বুকে করি' করি' যাপিনু সারারাতি,
সে ত এল না, সে ত এল না ;—
শূন্য হৃদয় পাতিনু বৃথায় কাহার চরণ-আশে!
বনে বনে বাজে বাঁশরী,　　তরুলতা উঠে শিহরি
অধীর সমীর ক্ষণে ক্ষণে ওই খল খল খল হাসে।

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। আমাদের সেই গানগুলোই বেশী মিঠে—যা করুণ হ'য়ে করুণাকে জাগায়। বল্ দেখি, তুই কোন্ কাননের ময়না? রোজ রোজ তোর গানেই আমার ভোর হয়, সাঁঝের বাতি জ্বলে, আমার সবুজ বাগ সজীব হ'য়ে উঠে! আমার জগৎ একটি জলতরঙ্গের গৎ হ'য়ে বেজে উঠে। কিন্তু এ ভুবনভুলোনো রূপ

কোথায় পেয়েছিলি সর্ব্বনাশী ! (ময়না চুলগুলি আলুথালু করিয়া দিল) বাঃ বাঃ ! তুই রূপকে যত ভাগিয়ে দিস, সে তত তোর পায়ে পড়ে ; সে মোহন বয়ন যতই এলিয়ে দিস্, ততই তা ফাঁসীর মত গুছিয়ে উঠে ।—ওকি ! তোর চোখের কোণে কালি কেন ? ফুলের মত প্রাণটুকুতে যদি কোন দাগ লেগে থাকে,—একটা কাঁটার আঁচড়,—আমায় বল্‌বি নে ? বল্ বোন্, তোর কি ঘর-বাড়ীর কথা মনে পড়ে' কষ্ট হয় ? তোর কি মা-বাপের জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে ?

ম। আমি পাষাণী !

অ। অভিমান হ'ল ? চোখে জল ! বাঃ, কি সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে ! তোকে হাসিয়েও সুখ, কাঁদিয়েও সুখ। কাঁদ্‌ছিস্ কেন ? বে হয় নি বলে' ? সে জন্য ভাবনা কি ? নারীর রূপে নারী যখন ভোলে, তখন পুরুষ কোন্ ছার ! (ময়না মস্তক অবনত করিল।) লজ্জা হ'ল ? যাদের বে'র যত গরজ, তাদেরই তত বেশী ন্যাকামো ! নেকি ! একেই বলে স্ত্রী-চরিত্র। দুর্ব্বলের ছলনাই বল।

ম। দিদি, আমি বড় দুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল !

অ। কেন ? উঠ্‌লে কি মাথা ঘোরে ? চোখে কি আঁধার দেখিস্ ? বল্, তবে বদ্যি ডাকিয়ে বড়ির ব্যবস্থা করি।

ম। দিদি, আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই।

অ। কেন ? তুই চুপ্ করে' থাকিস্, আর আমি বকি ? তা বেশ ! এবার আমিও তোর খাতায় নাম লেখাব। হয়েছে কি ?

কথার আগেই চোখ ছল্ ছল্, ঠোঁট থর্ থর্! যে কথাটা বল্‌বার জন্য ছট্ ফট্ কর্‌ছিস্, সেই কথাটাই যেন মুখ দিয়ে আস্‌ছে না। লক্ষণ ত ভাল নয়! মাথা হেঁট কর্‌লি যে? চোখ্ দুটো অপরাধীর মত লজ্জায় মরে' রইল কেন? ব্যাপার কি? আমায় বল্‌বি নে? আমি যে তোর দিদি!

ম। মা'র পেটের বোনও বুঝি এমন হয় না!

অ। তবে আমায় সব খুলে' বল্। কপাট যত এঁটে রাখ্‌বি, ধোঁয়ায় তত দম্ আট্‌কে আস্‌বে। আমার কাছে কপাট খুল্‌বি নে?

ম। আমি বড় মুর্ব্বল, বড় দুর্ব্বল!

অ। একটু মকরধ্বজ এনে দেবো?

ম। আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস্ ক'রো না দিদি;—আমি কিছু বল্‌তে পার্‌বো না।

অ। গানের বেলায় দেখি সুর সপ্তমে চড়ে! যাক্, একটা কথা জিজ্ঞেস্ করবো,—ঠিক উত্তর দিবি?

ম। (ঘাড় নাড়িল)

অ। বল্ দেখি, তোর টাট্‌কা প্রাণটী কোথাও কি আট্‌কা পড়ে' গেচে? বল্—বল্—তোকে বল্‌তেই হবে, নইলে ছাড়্‌বো না।

ম। আমি বল্‌তে পারব না। সে কথা বল্‌তে গেলে বুক ভেঙ্গে যাবে।

অ। আচ্ছা বল্ না, কাকে ভালবাসিস্?

ম। শুনবেই? অন্তরে যার সমাধি হয়েছিল, তাকে বাইরের আলোতে আনবেই? কিন্তু তার আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন?

অ। মরবার এখনই কি হয়েছে? ভালবাসারই এক নাম মরণ। যা জিগেস্ করলেম, তার উত্তর দে; দেখি, সূচিকাভরণ ব্যবস্থা করতে হয় কি না!

ম। তবে প্রস্তুত হও। শুনে' ওই রঙ্গভরা চোখ‍দুটীতে সজল আগুন বেরোবে না ত? হাসিতে টলমল্ স্ফূর্ত্তি আর্ত্তনাদে চূরমার হয়ে' যাবে না ত? আমি জানি, ওই আশীর্ব্বাদের স্থির বিদ্যুৎ লহমার মধ্যে অভিশাপের কঠিন বজ্র হ'য়ে উঠবে! জগতের উপর তোমার ঘৃণা হবে! স্ত্রী-চরিত্রের,—নিজের জাতির ওপর থেকে বিশ্বাস্ চলে' যাবে। তোমার সেই স্নেহ-আলিঙ্গন থেকে সরা, সেই আশ্‌মান থেকে গড়িয়ে পড়া,—এ ত আমি সইতে পারব না!

অ। বুঝেছি! যে আনন্দে আমি আত্মহারা, সেই নেশায় তুইও মাতোয়ারা হয়েছিস্! তাতে কি হয়েছে? মানুষ কি মানুষকে ভালবাসবে না? সে যে পৃথিবীর দুখভরা সুখ, কান্নার হাসি, নারীজন্মের গরলোত্থিত সুধারাশি। প্রেমেই নারীর সৃষ্টি, —প্রেমেই তার অবসান। বোন্, এ সংসারে প্রেমই পুণ্য, ভালবাসাই ভগবান্।

ম। যথেষ্ট, যথেষ্ট! ঋণের ওপর আর ঋণ চাপিয়ো না।

অ। আচ্ছা, না হয় কিস্তী করে' ধার শুধিস্; তার আগে একবার প্রাণ ভরে' দেখ্‌বি?

ম। না দিদি, অতটা সইবে না। প্রাণপণ স্নেহের পওর, সরল নির্ভরের কাছে, এমন ত্যাগের সাথে অতটা দাগাবাজি খাট্‌বে না।

অ। খাটে কি না, সে আমি দেখ্‌ব। তোকে দেখ্‌তে বল্‌ছি, প্রাণ ভরে' দেখ্‌বি আয়। বোন, এ সংসারে প্রেমই পুণ্য, ভালবাসাই ভগবান!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—হামিরের বিরাম-কক্ষ

(হামির অর্দ্ধশায়িত ; হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। হামির, বিশ্রাম কর্‌ছিস্?

হা। (উঠিয়া) না মা, কাল কেমন করে' সৈন্য সাজব, তাই ভাব্‌ছি।

হারা। অগণ্য শত্রু দ্বারে এসে থানা দিয়ে বসেছে,—তাই চিন্তা হয়েছে? খোদ দিল্লীর বাদ্‌শার সঙ্গে যুদ্ধ,—তাই জয়ে সংশয় হচ্ছে? তোকে ত অনেকবার বলেছি,—জনবল, ধনবল, বল নয়; প্রকৃত শক্তি সাধু উদ্দেশ্যের মধ্যে লুক্কায়িত, আত্মার গহ্বরে নিহিত। তা সাধনায় মেলে। হামির, মাতৃদত্ত তলোয়ারের ধারও কি ক্ষয় হ'য়ে গেছে?

হা। কোন ধারই ক্ষয় হয় নি,—তোমার তরবারেরও নয়, তরবারের মতই শাণিত তোমার মহৎ শিক্ষারও নয়। মা, তোমার

কাছে বড়াই করে’ বল্‌ছি, দিল্লী ফিরে যেতে বাদশাহী ফৌজের অতি অল্পই অবশিষ্ট থাক্‌বে।

হারা। এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হলেম না।

হা। কেন মা? ন্যায়যুদ্ধে শত্রুনাশই ত রাজপুতের পরম ধর্ম্ম।

হারা। ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা অত সহজ নয়। যে সিদ্ধির জন্য লালায়িত, জয়ের নেশায় আকুল, যশের তৃষায় পাগল, তার পদে পদে পদস্খলন হয়! কর্ম্মের সার্থকতা শুধু উদ্যমে নয়, সংযমে। হামির, রক্তপাতে পৃথিবী উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। এ যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে সে কলঙ্ক-কালিমায় কি আরও এক পোঁছ মাথাবে?

হা। তবে শত্রুকে আক্রমণ না-ই কর্‌লেম; গিরিসঙ্কটে এনে জালবদ্ধ কর্‌ব। কিন্তু মা ডরাই, পাছে কূট কৌশল শিখিয়ে সিংহের জাতিকে শিবা-বৃত্তিতে প্রবৃত্তি লওয়াই!

হারা। যার উদ্দেশ্য বৃহৎ, পরিণাম মহৎ, তা কৌশল হলেও ছলনা নয়। চিতোরেশ্বরের মন্দিরে পূজা দিতে যাব, আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ একলিঙ্গ তোমার মঙ্গল করুন।

(প্রস্থান)

(গবাক্ষ পথে অবন্তী ও ময়না)

অ। দেখ্;—প্রাণ ভরে’ দেখ্। দেখ্‌বার জিনিস বটে!

(প্রস্থানোদ্যম)

ম। দিদি, যেয়ো না, যেয়ো না।

অ। কেন? ভাব্‌ছিস্‌, মনটা খাঁটি করে’ তোকে রেখে যেতে পার্‌বো না? না বোন্‌, অবন্তীর শাদা প্রাণে কাদা নেই। তুই দেখ্‌,—প্রাণ ভরে দেখ্‌।

(প্রস্থান)

ম। সে বড় সুন্দর আমি বড় দুর্ব্বল! যেয়ো না দিদি, যেয়ো না—(প্রস্থানোদ্যত—দূরে রঞ্জনকে দেখিয়া) ও কে? রঞ্জন না? পাগলের মত ছুটে এদিকে আস্‌ছে কেন? ব্যাপার কি? অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখি।

(অন্তরালে গমন)

হা। (চিন্তাপূর্ব্বক) না আর দ্বিধা কর্‌ব না, মাতৃআজ্ঞাই প্রতিপালন কর্‌ব। যখন মার আশীর্ব্বাদ পেয়েছি তখন আর আমার গতিরোধ করে কার সাধ্য?

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। তা কি একেবারেই অসাধ্য?

হা। তুমি কে?

র। চিন্‌তে পার্‌লেন না?—না চেন্‌বারই কথা! যা মর্ম্মে লাগে, তা মর্ম্মে জাগে। যে শেষসীমায় চড়ে, তার কি সিঁড়ি মনে পড়ে? তাই আপনি ভুলেছেন, আর আমি আজীবন স্মরণ রাখ্‌বো। যাক্‌,—শুনে রাখুন, আমার নাম রঞ্জন।

হা। এখানে কি করে’ এলে?

র। সে কৈফিয়ত্ আপনার রক্ষীদের কাছ থেকে নেবেন।

হা। তোমার অভিপ্রায়?

র। ময়না নামে একজন সুন্দরী গায়িকা আপনার অবরোধে পড়ে' পচ্ছে,—তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

হা। অবরোধে পচ্ছে! সে কি কথা? যিনি অন্তঃপুরের কর্ত্রী সেই করুণাময়ী ত কাউকে আদর বৈ ভুলেও অবহেলা করতে জানেন না!

র। ওই আদরই আমাদের কাল হয়েছে। মহারাণা, আপনি তাকে ছাড়ুন। তার গৃহ আছে, স্নেহময়ী মা আছেন,—ঘরের লোক ঘরে ফিরে যাক্।

হা। তুমি তার কে?

র। আপনার লোক। তার মা তাকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।

হা। আমাদের তাতে কোনই আপত্তি নাই।

র। কিন্তু তার যথেষ্ট আপত্তি আছে। এ খাঁচায় আপনি কি পরশ-পাথর লাগিয়েছেন, শৃঙ্খলে কি মধু মাখিয়েছেন,—তার মায়া সে কিছুতেই কাটা'তে পার্ছে না।

হা। আমি তাকে দেখিও নি।

র। এটা বিশ্বাস করতে হবে?

হা। হামির পরস্ত্রীকে কোন দিন আঁখির কোণেও দেখে না।

র। না দেখেও প্রেম হয়।

হা। এক মেবার ছাড়া আমার হৃদয়ে আর কারও স্থান নাই,—তার কথা ছাড়া আর কোন চিন্তারই অবসর নাই।

র। সুখের কথা। কিন্তু সেই রূপসী তরুণী যে যেতে চাচ্চে না, এর ত একটা কারণ আছে?

হা। আমি ত এ রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌ছি নে! তাকে তুমি নিয়ে গেলেও কি সে যাবে না?

র। না। আমি জানি, সে আপনাকে ভালবাসে।—তার নিজের মুখে শুনেছি। যে দিন শুনেছি, সেই দিন থেকে এই তরবারি আপনার বক্ষোরক্ত পানের জন্য উন্মত্ত হয়েছে।

হা। তবে কি কর্‌তে হবে?

র। এই তরোবারের নীচে আপনাকে মাথা দিতে হবে, মহারাণা। আপনি ইহলোক হ'তে না সর্‌লে, ময়নার মুক্তি নাই।

হা। হাম্বির নিজকে নিজে রক্ষা কর্‌তে জানে।

র। তবে আসুন।

হা। তুমি উন্মাদ। কারাগারই তোমার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তুমি যখন আমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছ, তোমার ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখ্‌ব না। অপেক্ষা কর, আমি তরবারি গ্রহণ করি।

র। অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন। আমি যুদ্ধ কর্‌তে আসি নি,—

হত্যা করতে এসেছি। অস্ত্রগ্রহণের অবসর আপনাকে দেবো না। দেখি, তোমার শোণিতে হৃদয়ের আগুণ নেভে কি না? (তরবারি বহিষ্কৃত করিল)

(ছুরীহস্তে বেগে ময়নার প্রবেশ)

ম। খবরদার! দেবতার ওপর হাত তুলেছ, কি মরেছ!

র। বটে, বটে! দেবতা—দেবতা!

ম। রঞ্জন, জান তুমি আজ কাকে আঘাত করতে যাচ্ছিলে? তাঁর জীবনে যে সহস্র সহস্র জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িত! তাঁর ওপর ভর করে' যে একটা জাতির ভিত্তি দাঁড়িয়ে,—একটা রাজ্যের মঙ্গল মাথা উঁচু করে' আছে!

র। কেন না, সে বড় সুন্দর!—না ময়না?—সে বড় সুন্দর? হামির খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু আমাদের চিতোর-অভিযানে যদি পার নিজেকে রক্ষা করো'—সে দিন যেন নারীর সহায়তা গ্রহণ করতে না হয়।

(প্রস্থান)

হা। বালিকা আমার প্রাণ বাঁচাতে আজ তুমি অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়েছ। বল কি পুরস্কার চাও?

ম। পুরস্কার?—পুরস্কার?—সে আমি অনেককাল পেয়েছি।

(বেগে প্রস্থান)

হা। আশ্চর্য্য বালিকা।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

(সসৈন্যে মহম্মদ খিলিজি)

মহ। অধিকাংশ সৈন্য পার্ব্বত্য পথ পার হ'য়ে গেছে; আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। হুঁসিয়ার সৈন্যগণ! বড় সঙ্কটের পথ! খুব হুঁসিয়ার!

(সৈন্যগণ পর্ব্বত বাহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সহসা ভীষণ শব্দে পর্ব্বতের মুখ হইতে আগ্নেয় উচ্ছ্বাস ও ধাতুনিঃস্রব নির্গত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ রসদ প্রভৃতি লইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল)

কি ভয়ঙ্কর! কি দুঃসহ গৈরিক আগ্নেয় উচ্ছ্বাস! কি হবে! কি হবে! এখন আমার বিপুল বাহিনীর সহিত কি করে' মিলিত হব! রাজপুতগণ পর্ব্বতের আড়ালে লুকিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করতে অভ্যস্ত। যদি তাই হয়! হায় হায়! দিল্‌কে বাঁচাই কি করে'? দিল্—দিল্!

(দিলের প্রবেশ)

দি। বাপজান! বাপজান! এ কি হ'ল? এ কি হ'ল?

(নেপথ্যে রাজপুতের জয়ধ্বনি ও বেগে জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্র। জাঁহাপনা, শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করুন। রাজপুতেরা পশ্চাদ্দিক হ'তে আক্রমণ করেছে। আমরা জনকয়েক মাত্র! কি কর্‌বো?

মহ। কি কর্‌বি? কাপুরুষের দল! লড়্‌,—মর্‌। লড়াই ফতে কর্‌। (প্রহরীর প্রস্থান)

দি। বাপজান্‌, তবে কি হবে?

মহ। দিল্‌, তোকে ডালি দিতে এনেছিলেম! কালও আমি মুলুকের বাদ্‌শা ছিলেম! আর আজ?—আমার পাছে কেউ নাই!

(বেগে রহমতের প্রবেশ)

রহ। আছে, জাঁহাপনা,—আছে।

দি। রমত্‌ চাচা, রমত্‌ চাচা! (দৌড়িয়া নিকটে গেল)

মহ। অ্যাঁ! তুমি এ সময়ে এখানে রহমত্‌! অভিপ্রায়?

রহ। আমার ত বলাই আছে,—মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে রহমতের সাক্ষাৎ পাবেন! শীঘ্র আমার সঙ্গে আসুন। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাক্‌লে কার সাধ্য আপনাদের বাঁচায়?

দি। রমত্‌ চাচা, তুমি আমাদের ছেড়ে আর কোথাও যেয়ো না।

মহ। রহমত্‌—রহমত্‌ আমার বিশ্বস্ত বন্ধু!

রহ। আর কথার সময় নাই,—শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করুন্‌! ওই রাজপুতেরা এসে পড়্‌ল! এস, দিল্‌, চলে' এস।

(সকলের প্রস্থান)

(সসৈন্যে জালের প্রবেশ)

জা। সৈন্যগণ, ওই দেখ,—বাদশাহী ফৌজ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে। চল, তাদের মথিত করি। (নেপথ্যে পাঠান সেনার জয়ধ্বনি) কিন্তু ও কে ? সহসা 'দীন্ দীন্' রবে তলোয়ার নাচিয়ে একদল নূতন ফৌজ নিয়ে আমাদের ব্যূহের বামপার্শ্ব ভীমপরাক্রমে আক্রমণ কর্‌লে !

(রঘু পাগ্‌লার প্রবেশ)

রঘু। আর কে ?—ও রহমত্‌ খাঁ।

জা। নিশ্চয় বাদশা ওর সঙ্গে আছে। আজ দেখ্‌ব, কার প্রভুভক্তি জেতে! জালের,—না রহমতের ? সৈন্যগণ আমার অনুসরণ কর। হর হর, বম্ বম্।

(সসৈন্যে জালের প্রস্থান)

রঘু। আমিও দেখ্‌ব,—কে জেতে! জয়োন্মাদ, না আত্ম-রক্ষা ? রক্তভৃষা, না শান্তি-সাধনা ? এবার লাগ্‌ ভেল্‌কি লাগ্‌! তবে আয় রণরঙ্গিণী, আজ শ্মশানরঙ্গে উন্মাদিনী হ'য়ে ;—একবার কালের খেলা দেখিয়ে দে, কালী !

(প্রস্থান)

দিল্‌কে লইয়া রক্তাক্তকলেবরে অসিমাত্র লইয়া মহম্মদের পুনঃ প্রবেশ)

মহ। রহমত্‌ বন্দী হয়েছে ! দিল্ তোকে আর বাঁচাতে পারলেম না ; ওই শত্রু এসে পড়্‌ল !

(জালের পুনঃপ্রবেশ, মহম্মদকে আক্রমণ ও যুদ্ধ)

জা। এ মন্দ ফন্দী নয় সম্রাট্, শিশুকে সাম্‌নে রেখে আত্ম-রক্ষা!

মহ। দিল্, তুই একটু সড়ে' দাঁড়া, আমি একবার একে দেখিয়ে দি।

দি। বাপজান্ আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়্‌বো না।

জা। তবে শিশু-হত্যা অনিবার্য্য।

(হামিরের প্রবেশ)

হা। কক্‌খনো নয়! (জাল সরিয়া দাঁড়াইলেন) সহস্র জয় ব্যর্থ হোক্, তবু এই শিশুর গায়ে যেন একটি আঁচরও না লাগে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সেবা-শিবিরের সম্মুখ

(গাইতে গাইতে সেবা-শিবিরস্থ শুশ্রূষাকারিণীগণের প্রবেশ)

উজল মোদের সোণার অতীত, উজল মোদের বর্ত্তমান,
মানব-সেবাই মোদের ধর্ম্ম, পুণ্যভূভাগ জন্মস্থান।
আমরা গড়িব ভবিষ্যত না করি ভ্রাতার রক্তপাত,
আমরা আনিব প্রাচী হইতে আবার জগতে সুপ্রভাত,
হৃদয় চিরিয়া করিব আমরা যুগের চরণে অর্ঘ্য দান।
আমরা জানি, বর্ব্বর প্রথা—যুদ্ধ,
সীতা সাবিত্রী মোদের জননী, গুরু—গৌতম বুদ্ধ,
আমরা মুছাব রক্ত-কালিমা ঘুচাব ধরার দৈন্য,
আমরা করিব বিশ্ব বিজয় পাঠায়ে প্রেমের সৈন্য,
অমরা প্রথম স্বর্গ গলায়ে এনেছি ধরায় শান্তিগান।

(প্রস্থান)

(ক্ষেতু ও দিলের প্রবেশ)

ক্ষে। এই ত সেবা-শিবিরের সকল স্থানই দেখ্‌লে, তোমার বাবাকে ত পেলে না। চল, আমরা প্রাসাদে ফিরে যাই।

দি। কোথায় যাব ভাই, আজ কতদিন বাপজান্‌কে দেখি

নি! আমি সঙ্গে না বস্‌লে তার খাওয়া হয় না, আমি কাছে না শু'লে তার ঘুম হয় না। সে কি আমায় না দেখে' এখনও বেঁচে আছে?

ক্ষে। বেঁচে আছে, নিশ্চয় বেঁচে আছে। আমার প্রাণ বল্‌ছে—নিশ্চয় বেঁচে আছে। একদিন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবেই হবে।

দি। কি করে' হবে? তোমার বাবা আমার বাবাকে কয়েদ্ করে' রেখেছেন। রহমত্ চাচাকেও কয়েদ্ করা হয়েছে।

ক্ষে। ইস্! বাবা কেন তাদের কয়েদ্ করে রাখ্‌বে? কিসের জন্যে? আমি এখনই বাবাকে বলে' ছুটী করে আন্‌ছি। তা হ'লে ত তুমি আর কাঁদ্‌বে না? ওই যে বাবা আস্‌ছে—

(হামিরের প্রবেশ)

বাবা, দিলের বাবাকে তুমি কেন কয়েদ্ করেছ?

দি। শুধু বাপজান্‌কে নয়, রমত্ চাচাকেও।

ক্ষে। বাবা, তাদের এখনই ছুটি করে' দাও।

হা। কেন রে ক্ষেতু?

ক্ষে। কেন আবার কি? সে যে দিলের বাবা! দিল্ যে তার জন্যে কাঁদ্‌ছে!

হা। না রে পাগলা, সে হয় না।

ক্ষে। তা হ'লে আমি খাবো না, নাইবো না; পায়রা উড়িয়ে

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর—কারাগার

(মহম্মদ খিলিজি)

মহ। কাল সেবা-শিবির হ'তে কারাগারে এসেছি। মাথার ঘা সেরে গেছে, শরীর এখনও সারে নি। কিন্তু কারাগারই বন্দীর উপযুক্ত আবাস। আচ্ছা, দিল্ কোথায়? রহমতেরই বা কি হ'ল? কাঁটার আঁচড়টি যার সয় না, সে কি এই কালসমরে রক্ষা পেয়েছে? এ শত্রুপুরীতে আমায় দিলের সংবাদ কে এনে দেবে? কিন্তু সেই সেবা-শিবিরে কে একজন আমার ক্ষতগুলি আপন হাতে ধুইয়ে দিত, তাতে ঠাণ্ডা মলম লাগিয়ে দিত, আমায় ঘুমের দাওয়াই খাওয়া'ত! তাকে দিলের কথা কতবার জিজ্ঞেস্ করেছি তার পরিচয়ও চেয়েছি, সে শুধু ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রেখে আমায় নীরব থাক্‌তে ইঙ্গিত কর্‌ত। আব্‌ছায়ার মত তাকে মনে পড়ে। সে নারীরূপিণী কি মেবারের লক্ষ্মী, না বেহেস্তের দোয়া? ওই যে কে আস্‌ছে! ওই ত সেই! আমার সমস্ত হৃদয় যেন সন্তান হ'য়ে ওই আনন্দময়ীর চরণে লুটিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছে!

(অবন্তীর প্রবেশ)

কে তুমি মা? তোমার আগমনে নিমেষের মধ্যে আঁধার কারাগার হেসে উঠ্‌ল! খোলা আশ্‌মানের একটা মিষ্টি বাতাস

হুহু করে’ এই অন্ধকূপ ব’য়ে গেল! মা, তুমি মানুষের সান্ত্বনা, না দেবতার কল্পনা?

অ। সম্রাট্ আমার অজ্ঞাতে আপনি এখানে প্রেরিত হয়েছেন! আমি আপনাকে আবার সেবা-শিবিরে নেবার ব্যবস্থা কর্‌তে এসেছি। আপনার শরীর এখনও সারে নি।

মহ। আমার ভাল হ’য়ে কি হবে? আমার বাঁচ্‌বার সাধ আর নাই। মিছে আর নাড়াচাড়া কেন?

অ। আমি কি আপনার কোন উপকার কর্‌তে পারি?

মহ। খোদা যাকে মেরে রেখেছেন, মানুষে তার কি কর্‌বে মা, আমার এক মেয়ে ছিল, তার নাম দিল্,—ভরদুনিয়ায় একটা সাঁচ্চা দিল্। এই তার তস্‌বীর। (বস্ত্রান্তরাল হইতে ছবি বাহির করিলেন।) এমন রূপ কি লোকালয়ে মেলে? আমার সেই রূপের ডালি,—সোহাগের কলিকে এইখানে এনে বিসর্জ্জন দিয়েছি! সে যে আমার তিলেকে হারায়! তার অদর্শনে আমার পলকে প্রলয়!

অ। দিল্ বেঁচে আছে। সে মহারাণার আদরে মহাসুখে প্রাসাদে অবস্থান কর্‌ছে। তার এক নূতন ভাই জুটেছে, সে এই রাজ্যের রাজকুমার। সম্রাট্, দিল্‌কে দেখ্‌লে কি আপনার সব সাধ মেটে?

মহ। মা, কেন আমায় মিথ্যা আশ্বাসে ভুলাও? আমি ছায়া নিয়ে সুখে আছি, কেন আর কায়ার লোভ দেখাও?

অ। তবে শুনুন্।—আমার কর্ত্তব্য স্থির হ’য়ে গেল; ভেতরের

মুক্তি লহমার মধ্যেই ঠিক হ'য়ে গেল। আমি সন্তানের মা, নিজের রক্তমাংস কি, তা বুঝি। তা শুধু দিলের সঙ্গে মিলন নয়, আপনাকে কারাগার থেকে এখনই মুক্ত করে' দেবো। আপনি দিলকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যান।

মহ। এ কি স্বপ্ন, না সত্য?

অ। সত্য।

মহ। করুণাময়ী, তুমি কে? তুমি কি আমারই মা, না সমগ্র মানবজাতির জননী?

অ। আমি সেবা-শিবিরের একজন সেবিকামাত্র।

মহ। তবে সেই সেবিকার কাছে বুঝি স্বয়ং বেহেস্তের রাজাও স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে চরিতার্থ হন্!

অ। ওই যে মেহতা-সর্দ্দার এই দিকেই আস্‌ছেন। ওঁরই কাছে কারাগারের চাবি।

(জালসিংহের প্রবেশ)

মেহতা-সর্দ্দার, এই বন্দীকে এই দণ্ডে মুক্ত করে' দাও।

জা। মা, মহারাণার আদেশ আছে কি?

অ। আমি মেবারের মহারাজ্ঞী আদেশ কর্‌ছি; তাই কি যথেষ্ট নয়?

জা। বোধ হয় নয়, মা!

অ। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা? যদি সাহসে না কুলোয়, আমায় চাবি দিয়ে চলে' যাও, আমি স্বয়ং এঁকে মুক্ত করে' দিচ্ছি।

জা। মা, বৃথা এ উপরোধ! মহারাণা আমার উপর কর্ত্তব্যের পাষাণভার চাপিয়ে গেছেন; সমস্ত পৃথিবী এক হলেও আমায় সেখান থেকে নড়া'তে পার্‌বে না।

অ। তুমি জান, কার আদেশ অমান্য কর্‌ছ?

জা। জানি, মহারাণীর আদেশ অবজ্ঞা করা হচ্ছে; তার চেয়েও জাল যেটা উঁচু মনে করে,—সেই মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন হচ্ছে। কিন্তু মা, জাল তার কর্ত্তব্যের দেমাকে এমনি ফুলে' আছে, যে সে আজ রাজরোষ, মাতৃ-অভিশাপেরও পরোয়া রাখে না।

অ। তুমি কি ভুলে' গেছ মেহতাসর্দ্দার, একদিন কে তোমার কারাবাস মোচন করেছিল?

জা। আমার কৃতজ্ঞতা সে কথা মনে রেখেছে, কিন্তু কর্ত্তব্য তা ভুলে গেছে।

অ। তোমার এ ধৃষ্টতার প্রতিফল শীঘ্রই পাবে।

জা। তার বিলম্ব কেন? একবার কারামুক্তি দিয়েছিলে, (তরবারি দিয়া) এবার চিরমুক্তি দাও; কিন্তু বিশ্বস্ততার বল পরীক্ষা কর্‌তে গিয়ে সন্তানের প্রাণে আর ব্যথা দিয়ো না, মা!

(ক্ষেতুসিংহ ও দিলের প্রবেশ)

ক্ষে। মেহতা-সর্দ্দার, বাবা এই লিখে দিয়েছেন, (পত্র দান) দিলের বাবাকে ছেড়ে দাও!

দি। বাপজান্‌, বাপজান্‌,—

মহ। দিল্‌, দিল্‌—

অ। মেহতা-সর্দ্দার, আমায় মাফ্‌ কর।

জা। তার চেয়ে যে মা তলোয়ারের ঘাও ভাল ছিল! তুমি দরদের জ্বালায় আমায় আঘাত করেছিলে, আমার দরদী মা! যাও মা, কিন্তু দয়া করে' বার বার তুমি এস। পৃথিবীর বড় মায়ের প্রয়োজন।

(অবন্তীর প্রস্থান)

মহ। ধন্য, মহারাজ্ঞী ধন্য!

জা। (দ্বার খুলিয়া) সম্রাট্, আপনি মুক্ত।

মহ। (বাহির হইয়া দিল্‌কে জড়াইয়া ধরিয়া) দিল, আর তোকে ছাড়্‌ছি না।

দি। বাপজান্, তোমাকেও আমি আর ছেড়ে দেবো না।

জা। আসুন রাজ-অতিথি, মহারাণা আপনার অপেক্ষা কর্‌ছেন।

মহ। রহমতের মুক্তি না হ'লে আমি এখান থেকে যাব না।

দি। ঠিক বলেছ বাপজান্, আমার মনের কথা বলেছ।

জা। সে জন্য আমার চিন্তা কম নয়, জাঁহাপনা। আপনি আসুন, আমি সব কর্‌ছি।

মহ। রহমত্ এখানে না আসা পর্য্যন্ত আমি এ কারাগার ছেড়ে এক পা নড়্‌বো না।

(রঘুপাগ্‌লা ও রহমতের প্রবেশ)

রঘু। এই ত রহমত্ খাঁ হাজির। ইনিও আপনার মুক্তির সংবাদ না জানা পর্য্যন্ত কিছুতেই কারাগার ত্যাগ করছিলেন না।

দি। রমত্‌চাচা! রমত্‌চাচা!

রহ। দিল্, কতদিন তোমায় দেখি নি!

দি। (ক্ষেতুকে) ও কি ভাই, তুমি মুখ ভার করে' দূরে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

ক্ষে। তোমার সঙ্গে আড়ি, আর তোমার সঙ্গে ভাব করবো না।

দি। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কখনও আড়ি দেবো না। তোমার সঙ্গে আমার ভাব! ভাব! ভাব! বাপজান্, রহমত্ চাচা, এদিকে এস; এই রাজপুত্রকে সেলাম কর; এঁরই অনুরোধে মহারাণা তোমাদের ছেড়ে দিয়েছেন।

মহ। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। কুমার, আমার অভি-বাদন গ্রহণ কর। খোদার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে রাজপুতজাতির মুখোজ্জ্বল কর।

ক্ষে। আমায় সেলাম করবেন না,—দিল আমার বোন্।

জা। আসুন জাঁহাপনা, মহারাণা হয় ত ব্যাকুল হচ্ছেন।

রহ। (রঘু ও জালকে) আপনাদের গুণের তুলনা নাই।

জা। নির্গুণের মধ্যেও গুণ দেখা গুণীর একটা দুর্ব্বলতা।

মহ। আজ হ'তে মেবারের সঙ্গে চিরদিনের মত আমার দোস্তি হ'ল। সমস্ত মেবারবাসী আজ থেকে আমার ভাই।

(রঘুপাগলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

রঘু। বস্! ওঁরা দেখি আপনা আপনি জয় গেয়ে চলে' গেলেন! কিন্তু যার জন্য অঘটন ঘটে, অসম্ভব সম্ভব হয়—সেই সব-জান্তা, সব-করনেওয়ালীর জয় ত কেউ দিলে না! রঘু,

তোর ভাঙ্গা গলায় যত জোর পাস্, তা দিয়ে একবার সেই জয়-দেওয়া বেটীর জয় দে ত।

(গীত)

আমি যে দিকে চাই, দেখি শুধু জয়-জয়কার জগৎময়।
জয়ের শিখা জ্বালায় রবি, শোভা ফুটায় কুসুমচয়।
জয়ের ভেরী বাজায় সিন্ধু, পূজার থালা সাজায় ইন্দু,
পাগল পবন সকল ভুবন জয়ের বিজয়-ধ্বজা বয়।
গ্রহ হ'তে উপগ্রহে   জয়ের ঢেউ যাচ্ছে বহে'
সকল ধারা মিশে মা তোর জয়-সাগরেই পাচ্ছে লয়!

তৃতীয় দৃশ্য

চিতোর—ময়নার বাসগৃহের সম্মুখ

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। অদৃষ্টের গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছি না! মুঞ্জ সর্দ্দারের বিপুল সম্পদ মহম্মদ খিলিজির পায়ে ঢেলে তাকে হামিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'র্‌তে চিতোরে টেনে আন্‌লেম,—কি ফল হ'ল? মহম্মদ খিলিজি পরাজিত হ'ল, বন্দী হ'ল, আবার হামিরের সঙ্গে দোস্তি করলে! আমিও বন্দী হয়েছিলেম, রুক্মা কারাগারের রক্ষীকে হত্যা করে' আমায় মুক্ত করে' দিলে—তার স্বামীর নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য।—সে চায় তার প্রতিহিংসার জ্বালা

জুড়ুতে, আমি চাই আমার প্রতিহিংসার জ্বালা জুড়ুতে। সেদিন ত সুযোগ হয়েছিল,—শুধু ময়নার জন্য পারি নি। দেখি, আজ কি হয়!—আজ হামির নয় ময়না—সেই মায়াবিনীকে আগে ইহ লোক থেকে সরাবো। তার প্রেমতপ্ত হৃদয় পেলেম না,—এই ছুরীতে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে তার মৃত্যু-শীতল কঠিনবক্ষে মিশিয়ে দেব! ওই ত ময়নার মহল!—আমার প্রেমের চিন্তার মঠ। যাই ও'দিকে একটা গাছের ডাল ছাদের ওপর হেলে পড়েছে, ওই গাঝ বেয়ে ছাদে উঠি।

(প্রস্থান)

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। রঞ্জনকে মুক্ত করে' দিয়েছি, সে ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মত ছুটে বেরিয়েছে—হামিরের রক্ত পানের জন্য। দেখি হামির এবার কি করে' নিষ্কৃতি পায়! স্বামী, অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। আর ছিন্নকণ্ঠে হাহাকার ক'রো না। তোমার তৃষ্ণা মেটা'ব। হামিরের রক্তে তোমার তৃষ্ণা মেটা'ব। কি ভীষণ রাত্রি! সমস্ত সাড়া শব্দ স্তব্ধ হ'য়ে গেছে! মা যেন এলোকেশ ছড়িয়ে দিয়ে রক্ত-পানের জন্য নেচে উঠেছে! আর বিলম্ব কি—আর বিলম্ব কি! রঞ্জন এতক্ষণ কি তার সন্ধান পায় নি? ও কিসের শব্দ! কি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ! বুঝি হামিরের কণ্ঠ!—হাঃ হাঃ হাঃ! হৃদয়, স্থির হও,—এতদিনে বোধহয় তোমার জ্বালা জুড়োল! ঐ কে আসছে,—রঞ্জন না? রঞ্জন—রঞ্জন, শেষ করেছ—শেষ করেছ? না—না, কে তুই—কে তুই?

(রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে ময়নার প্রবেশ)

ম। চুপ্ চুপ্! আমি খুন করেছি,—খুন করেছি। উঃ! মানুষের মুখ দিয়ে এমন আর্ত্তনাদ বেরোয়? মানুষের বুকে এত যাতনা জমে' থাকে?

রু। একি! ময়না! খুন করেছিস্—খুন করেছিস্! কাকে? হামিরকে? তাই ত বলি—মেয়ে ত! সে কি প্রতিশোধ না নিয়ে পারে? তবে আয়, আয়, তোর সব জ্বালা এই দগ্ধ বুকে ঢেলে দে। তোকে ত্যাগ করেছিলেম; আয় মা, বুকে আয়,—আমি যে তোর মা;—মা যে সর্ব্বজ্বালাহরা।

ম। মা, দেবতাকে কে মার্‌বে? আমি একটা চোরকে খুন করেছি। নিশীথে সে আমার সর্ব্বস্ব লুঠ্‌তে এসেছিল। জান সে কে? যে পথের ভিখারী মুমূর্ষুকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছিলে, দুধ দিয়ে যে কাল-সাপ পুষে'ছিলে,—এ তস্কর সেই রঞ্জন!

রু। সর্ব্বনাশী! কি করেছিস্!—কি করেছিস্! রঞ্জনকে খুন করেছিস্? আমি যে রঞ্জন বৈ আর কাউকে জানি নি! আমার জ্বালা জুড়িয়ে দেবে বলে' সে-ই শুধু আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। কুলনাশিনী, কি কর্‌লি! বাপকে খেলি, ভা'য়ের বুকেও ছুরী বসালি?

ম। রঞ্জন ভাই? ভাই তবে দানবের স্থষ্টি,—সে নাম ভগবানের রাজ্যে থাক্‌তে পারে না। কিন্তু মা, আমি খুন করেছি,—খুন করেছি। হো হো! মানুষের মুখ দিয়ে এমন আর্ত্তনাদ বেরোয়? মানুষের বুকে এত যাতনা জমে থাকে?

ক্ষ। ভ্রাতৃঘাতিনী, তোর মুখ দেখ্‌লেও পাপ হয়। (প্রস্থান)

ম। চলে' গেলে মা! তুমিও ত্যাগ কর্‌লে? নর-শোণিতে দেব-মন্দির কলঙ্কিত করেছি। চিরক্ষমাময় অনন্তনির্ভর মাতৃকোল হ'তেও বঞ্চিত হ'লেম! ছুরি, তুই আজ আমায় আঁধার স্মৃতির হাত থেকে চুরি কর্, ক্রুদ্ধ বিবেকের হাত থেকে উদ্ধার কর্।

(বেগে রঘুপাগ্‌লার প্রবেশ)

রঘু। আমি তোমায় উদ্ধার কর্‌তে এসেছি। ছুরী ফেল,—ও ত আলোর দূত নয়, ও যে লহমার মধ্যে তোমায় আঁধার গর্ত্তে ফেলে দিত!

ম। তুমি জান না, আমি কি করেছি! আমি হত্যা করেছি,—নরহত্যা! শুনে' চম্‌কে উঠলে না? ঘৃণায় মুখ ফেরালে না?

রঘু। আমার মা ত আমায় ঘেন্না কর্‌তে শেখায় নি। সে পাষাণীর বেটার পিত্তির নাড়ী নেই!

ম। তুমি কে? তুমি কি রাজবাড়ীর কেউ? তা হ'লে আমায় বাঁধ,—শাস্তি দাও।

রঘু।— (গীত)

আমি মায়ের খাস আবাদের চাষী প্রজা।
কর্ত্তার জয় দিক্ খুসী যার, আমি ত নই কর্ত্তাভজা।
ফুটো চালা,—তাই মোর ভাল, ওপর থেকে আসে আলো;
আমার উঞ্ছবৃত্তি,—সে ত মাতৃ-স্নেহের কীর্ত্তিধ্বজা।

আমি মায়ের মধুর মুটে　　　　　　দুধের সর খাচ্ছি লুটে,
ঘোল নিয়ে হয় কাড়াকাড়ি,—হাসি দেখে' ভবের মজা।
মায়ের নামে সৃষ্টি বিকাশ,　　　　　বাবার নামে মরণ বিনাশ,
দেবোত্তরের সেবায়েত আমি,—কি কাজ আমার রাজা গজা?

ম। পাগল। পাগল,তুমি আমায় পাগল করে দিতে পারবে?

রঘু। আমায় যে পাগল করেছে, সে তোমার বেলা কসুর করবে? দেখ, আমার এক পাগ্‌লী মা আছে—অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া! তার চোখ নেই, সব দেখে; কাণ নেই, সব শোনে। সে কাঁদা'তেও যেমন মজবুত, হাসা'তেও তাই। কিন্তু পাপীতাপীর ওপর ভারী দরদ। সেই জন্য তার এক নাম দরদী। তার পায়ের নিচে মরণ লজ্জায় মরে' আছে, আর সেই রাঙ্গা পা দিয়ে অমৃত ঝর্‌ছে। চল, সেই বিশ্বজ্বালার ঠাণ্ডি দাওয়াই তোমায় পিয়াব, মায়ি!

(রুক্মার পুনঃপ্রবেশ)

রু। ময়না, ফের্—ফের্। যাস্ নে—যাস্ নে। সর্ব্বনাশী এখনও সময় আছে; ফের্—ফের্।

ম। এসেছ মা? দয়া হয়েছে?

রু। দয়া—দয়া! মা—মা স্নেহের সাগর এতদিন পরে যে তোকে দেখে মাতৃহৃদয়ের দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে! তুই যে মুঞ্জ সর্দ্দারের কন্যা! আয় মা, বুকে আয়। মা কি কখনও পর হয়?

ম। যাও পাগল, আমি মাকে পেয়েছি।

রঘু। তবে আমার কাজও ফুরিয়েছে। তোমায় একটা

কথা বলে' যাই—আমার মা দিয়ে বিশ্বের সব মা তৈরী হয়েছে; সুদিনে দুর্দ্দিনে এটা মনে থাকে যেন। (প্রস্থান)

ম। মা, তোমার কপালে এতও ছিল! ধিক্ আমাকে! আমি রাজভোগ খাচ্ছি, আর তোমার ভাগ্যে এত?

রু। কাঁদছিস্—কাঁদছিস্?—আমার দুর্দ্দশা দেখে কাঁদছিস্?—আর কারু দুর্দ্দশা দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নি!—ঐ দেখ—ঐ দেখ!—ঐ বিশাল দেহ—জীবন্ত শাল বৃক্ষ! বীরত্বের আধার—মমতার খনি—মহত্বের নিকেতন!—ঐ দেখ, হাম্মিরের তরবারি তার কণ্ঠচ্ছেদ কল্লে—ঐ ছিন্ন মুণ্ড ধূলায় লুটাচ্ছে!—ঐ দেখ, সেই বিস্ফারিত চক্ষে কি তীব্র জ্বালা ছুটে বেরুচ্ছে! ঐ দেখ, শোণিতের ধারা! ঐ দেখ, তার স্পন্দহীন বক্ষ কি শীতল, কি কঠিন!—পাষাণী দেখ্‌তে পাচ্ছিস্!—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্!—আয় আয়,—আর বিলম্ব করিস্ নি, এ পাপ পুরি তোর স্থান নয়,—রঞ্জন গেছে, তুই আছিস্, আয়, রাত্রির অন্ধকার থাকৃতে থাকৃতে এ নরক আমরা ত্যাগ করে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

জনার ক্ষেত্র

(কৃষকরমণীগণের গীত)

আমার পরাণখানি লুঠ হয়েছে
সে এক ফাগুন মাসে!

যখন কুহুর দেশে পড়ে সাড়া,
ফুলের জোয়ার আসে।
যখন ভরা-চাঁদের ভরা-শোভায়
স্বর্গ গলে' ধরা ডোবায়,
বাতাস যখন আকাশময়
বেড়ায় হা হুতাশে।
যখন কাঁচা বেলের তাজা ঘ্রাণে
হারানো গীত জাগে প্রাণে,
মন খুলে' মন বলে' ফেলে
কারে ভালবাসে!

পঞ্চম দৃশ্য

দিল্লী—গোলাপ বাগ

(রুক্মা)

রু। আজ কতদিন দিল্লী এসেছি। কোথায় মেবার, আর কোথায় দিল্লী! কিসের টানে আমি উন্মাদিনীর মত ছুটে এসেছি, তা কেউ জানে না,—ময়নাও না। ময়নার ওপর বাদশার নজর পড়েছে। তা'তে বাধা দেওয়া দূরে থাক্, আমি সায় দিচ্ছি, কিন্তু ময়না এ সব কিছু জানে না। বাদশা যাতে ময়নাকে বিবাহ করে, এজন্য বাদশাকে সর্ব্বদাই জেদ কর্‌ছি। আচার বিচার, সমাজ, ধর্ম্ম, কোন দিকে লক্ষ্য নাই; আছে শুধু প্রতিহিংসা; সেই

আমার স্বর্গ, সেই মোক্ষ! বাদশার সঙ্গে যদি আমার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তবেই হামিরের নিপাত সম্ভব। কিন্তু ময়না কি এ বিবাহে রাজী হবে না? দিল্লীর সিংহাসন তুচ্ছ করলেও,সে কি মার কথার অবাধ্য হবে? বাদশা আমাকে এইখানে অপেক্ষা করতে বলেছে,—আজ শেষ উত্তর দেবে। ওই বাদশা আস্‌ছে।

(মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

কি স্থির করলেন জাঁহাপনা?

মহ। আমি কিছুতেই দিলের মনে আঘাত দিতে পারবো না।

রু। আঘাত কিসে হ'ল?

মহ। আঘাত নয়,—নিপাত। দিলের বিমাতাকে ঘরে আনা, —তার গর্ভে যে সন্তান হবে তাকে দিয়ে দিলের হকে হক্ বসানো এ কি পিতার কাজ?

রু। তবে ময়নার আশা ত্যাগ করুন। ময়না আপনার এখানে বাঁদি হ'তে আসে নি।

মহ। আমি ত তাকে বেগমের হালে রেখেছি।

রু। কিন্তু সে ত বেগমের গৌরবে নাই। যদি আপনি তাকে ধর্ম্ম-পত্নী না করেন, তবে দয়া করে' বিদায় দিন্।

মহ। আমার পত্নী কি এর বেশী ভালবাসা, এর বেশী সম্মান পেয়েছিল?

রু। পরিণয়হীন প্রেম প্রাসাদে থাকলেও তার দৈন্যদশা ঘুচে না।

মহ। রুক্মা, তুমি যা চাও দেবো, কিন্তু আমার ময়নাকে আমার চোখের আড়াল ক'রো না।

রু। জাঁহাপনা আমরা দারুণ বিপাকে পড়ে' আজ আপনার এক টুক্‌রো রুটীর ভিখারী! কিন্তু মনেও ভাব্‌বেন না, জীবন থাকতে কন্যাকে আপনার -লালসার কাছে পৃথিবীর রাজ্য-পণেও বিক্রয় কর্‌বো!—বড় জ্বালায় জ্বলে' আপনার আশ্রয়ে জুড়োতে এসেছিলেম! না হয় আজীবন দগ্ধ হব, তবু কন্যার নারী-ধর্ম্ম ডালি দিতে পার্‌ব না।

মহ। তোমার কন্যা ত পবিত্র কুমারী-গৌরবে এখানে রয়েছে। দিল্ তাকে গ্রাস করে' বসেছে; সেও দিল্‌কে নিয়ে মস্‌গুল্ হয়ে আছে। আমি যতদূর তাকে লক্ষ্য করেছি, সে সামান্যা রমণী নয়। সে দিল্লীশ্বরী হ'তেও বোধ হয় রাজী হবে না।

রু। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। যদি সে রাজী না-ই হয়, আমি তার মা, আমি আপনাকে অধিকার দিচ্ছি, আপনি বলপূর্ব্বক তার পাণিগ্রহণ করুন।

মহ। কিন্তু রুক্মা, তুমি ত দিল্‌কে দেখেছ, তার সঙ্গে কথা ক'য়েছ; তবু তুমি কোন্ প্রাণে আমায় সাদি কর্‌তে বল।

রু। জাঁহাপনা, আমরা আপনাদের পিতাপুত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটা'তে আসি নি; আপনার অনুগ্রহ হ'তে বিদায় নিতে এসেছি।

মহ। রুক্মা, তুমি কি নিষ্ঠুর! ময়না যে আমার আরাম-

বাগের ময়না, আমি তার গানে রাজ্য ভুলে' আছি, কার্য্যে অবহেলা কর্‌তে শিখেছি, তুমি আমার সেই হৃদ্‌পিঞ্জরের পাখীকে কলিজা ভেঙ্গে নিয়ে যেতে চাও ?

রু। জাঁহাপনা, ও আল্‌গা আদরে আপনার ক্রীতদাসীরা গলে' যাবে। আমি আজ আপনার কাছে সাফ কথা শুন্‌তে এসেছি। একটা ঠিক করে' ফেলুন ;—দেখা যাক্‌, আপনার ভালবাসার দৌড় কতখানি !

মহ। সে ভালাবাসা তুমি কি বুঝ্‌বে ? তুমি কি জান, ময়নার সঙ্গে আমার সাম্রাজ্য বিনিময় কর্‌তে পারি ? না, না, —রসো, থামো, একটু সবুর। বুকের মধ্যে লড়াই চল্‌ছে,— খতম্‌ হোক্‌। মাথার ভেতর ঘূর্ণিবায়ুর ঝড় !—ঠাণ্ডা হোক্‌ ; দাঁড়াও, দেখি ! বস্‌ ঠিক হয়েছে !—দিল্‌ জিতেছে। রুক্মা, আমার জীবনের সব কথা জান না। দিল্‌ যখন দু'মাসের শিশু তখন তার মা বেহেস্তে চলে' যায়। সেই থেকে দিল্‌কে আমি কলিজার মধ্যে টেনে নিয়েছি। আমি কি শুধু দিলের বাবা ?—আমি তার মা-বাপ ! সে আমার সর্ব্বস্ব ! দিল্‌ যখন হাসে, দুনিয়া হাসে ; সে যখন কাঁদে,—মনে হয়, জগৎ একটা অশ্রুর পাথার। বরং আমি স্বকৃত ব্যাধিতে তিল তিল করে' ক্ষয় হব, তবু দিলের কাছে বেইমান্‌ হ'তে পারবো না।

(প্রস্থান)

রু। আজ আমার আশার প্রাসাদ চূর্ণ হ'ল। ভেবেছিলেম,

ময়না দিল্লীশ্বরী হবে ; আমি সেই জোরে এই বিশাল সাম্রাজ্যে আমার আধিপত্য বিস্তার কর্‌ব , প্রতিহিংসার সর্পযজ্ঞে বিষের আহুতি ঢেলে দেবো ! আজ সে মর্ম্মান্তিক কামনার জীবন্তে সমাধি হয়ে গেল ! তবে আর কেন ? আমি প্রাসাদে, আর সে ?—ধিক্ আমাকে ! যেখানে পতি, সেই খানে পত্নী।

(ছুরী বাহির করিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত এবং
রঞ্জনের প্রবেশ ও বাধা প্রদান)

র। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

রু। একি ! রঞ্জন ? তুমি ?

র। মা, প্রতিহিংসার নামে মড়াও সারা দেয় ; আমি ত মৃত্যুর কাছাকাছিও যাই নি। ময়নার ছুরি তেমন লাগে নি ; কিন্তু সে ছাদ থেকে আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, তাতে বাঁ পায়ের এই দশা হয়েছে। এখনও খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলি। বোধ হয়, এটা জীবনের সাথীই হ'ল। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ এই যে, ময়না আমায় কি ভুল্‌টাই বুঝ্‌লে ! যাক্, আমার মন আগা-গোড়াই এক রকম। আমিও আপনাদের অনুসন্ধান ক'রে দিল্লীতে আসি। যখন সন্ধানে বুঝ্‌লেম, আপনি দিল্লীশ্বরকে দিয়ে হাম্বিরকে জব্দ কর্‌তে চান আমিও বাদশার প্রিয়পাত্র হবার চেষ্টা কর্‌লেম। তাতে সফলকামও হয়েছি। আপনি ত জানেন মা, সর্দ্দারের জন্যই আমার জীবন। আপনাদের গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখ্‌ছি, কিন্তু নিজে দেখা দিই নাই ! কি বলে' আপনাদের মুখ দেখা'ব !

ময়না কি আমার মুখ আর রেখেছে? শেষটা, আপনি মা,— আপনার কছেও অবিশ্বাসী হ'লেম!

রু। রঞ্জন, বাবা আমার, আমি জানি, ময়নার মাথা খারাপ হয়েছে। তুমি কিছু মনে ক'রো না বাছা! এখন আমার কাণে, আমার প্রাণে আর কোন কথা পৌছয় না। যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তা আমিই জানি। কিন্তু আজ সব শ্রম পণ্ড হ'ল!

র। মা, প্রবল ইচ্ছার জয়, যদি মাথার উপরে কেউ থাকেন, তিনিও থামা'তে পারেন না। আমি বাদশার মেজাজ-মর্‌জি সব জানি। শুধু দিল্ নয়, রহমত্‌ও আমাদের পথেক কণ্টক। তার সঙ্গে আমার অনেকবার কথা হয়েছে; সে আপনাদের অত্যন্ত বিরোধী। ময়নার ওপর বাদশার নজর পরেছে, তাই নাকি রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘট্‌ছে! দিলের সঙ্গে রহমত্‌কে সরা'তে পার্‌লে ময়নার দিল্লীশ্বরী হওয়া নিশ্চিত। বাদশা অস্থিরপ্রকৃতি, ময়না সংসার-অনভিজ্ঞা; কার্য্যতঃ আমরাই এ সাম্রাজ্য চালা'ব, আর তা হ'লে হামিরের উৎখাতও অবধারিত।

রু। রঞ্জন, বাবা! পার্‌বি?—না আমায় মিছে লোভ দেখাতে এসেছিস?

র। এতদিন ভেবে ভেবে আমি সব ঠিক করেছি। রহমতের হস্তাক্ষর জাল করে' ময়নাকে প্রেমপত্র লেখা হয়েছে। এ চিঠি বাদশাকে মালদেব দেবে। সে আমাদের বন্ধু। তাকে চিতোরের শাসনকর্ত্তা কর্‌বো বলে' আশ্বাস দিয়েছি। এই চিঠিতে রহমতের শির যাবে। আর এই বিষের তৈরী লাড্ডু;

এতে বিষের প্রক্রিয়া বাইরে প্রকাশ হবে না, স্বাভাবিক মৃত্যুর মত মনে হবে। দিলের ওপর এর গুণ পরখ্ করুন।

রু। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। মেয়ের মান, নিজের অভিমান, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কোন দিকে চাইবার শক্তি নাই। আমার প্রতি রোমকূপ দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছে,—প্রতিহিংসা! প্রতি নিশ্বাসে সেই বিষের জ্বালা বেরুচ্ছে! আমার পৃথিবী শত্রুর তপ্ত শোনিতের গন্ধে অন্ধ হ'য়ে রাক্ষসীর বেশে সপ্ত ভুবন গ্রাস করতে চলেছে? দে বাবা। আমার বৈধব্যের প্রতিফল আমায় নিতে দে!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী—মোতি-মহল

(ময়না)

ম। (গীত)

বাধা পেলে জ্বলে আরও
এইত প্রেমের ধারা!
সরমে মরমে শেষে
আপনি আপন হারা।
চকোরিনী চাহে চাঁদে,
পড়ে সেধে মায়া-ফাঁদে,

তবু সে চাহে না কভু
ভাঙ্গিতে সে সুখ-কারা।
নিরাশে পিয়াসা বাড়ে,
ছাড়া'লে প্রেম না ছাড়ে,
কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু
জীবন জনম-সারা।

(দিলের প্রবেশ)

দি। ময়না দিদি, তোমার সুন্দর মুখের সুন্দর গান শুন্‌লে বুকটার মধ্যে কেমন করতে থাকে! শুন্‌তে ইচ্ছা হয়, অথচ শুন্‌লে কান্না পায়।

ম। তবে আজ থেকে আর গাইব না।

দি। তুমি আমার জন্যে গান ছাড়্‌বে?

ম। তুই যে আমার গানের প্রাণ।

দি। ময়না দিদি, তোমায় পেলে বাপজান্ আর রমত্ চাচাকেও ভুলে যাই।

ম। দাঁড়াও, আমি তাদের বলে' দেবো।

দি। খবরদার, ব'লো না; তাদের গোসা হবে।

ম। তোর কি মনে হয়, আমি বল্‌ব?

দি। আমার মনটাও তোমার জন্য যেমন করে ময়না দিদি, তোমার প্রাণটাও যে আমার জন্যে তেমনি হয়!

ম। আচ্ছা বল্ দেখি, তুই তোর বাবাকে, না তোর রমত্ চাচাকে বেশী ভালবাসিস্?

দি। দু'জনকেই সমান।

ম। আমার মনে হয়, তুই তোর রমত্ চাচাকেই বেশী ভালবাসিস্।

দি। চুপ্, বাপজান্ শুন্‌লে ভারি বেজার হবে।

(রুক্মার প্রবেশ)

রু। বাদ্‌শাজাদী তোমার জন্তে কেমন খাসা লাড্ডু এনেছি; নাও, খেয়ে ফেল।

ম। দাও মা, আমি দিল্‌কে দিই (লাড্ডু গ্রহণ করিয়া দিল্‌কে) খাও।

দি। ময়না দিদি, আগে তুমি মুখে দাও, তারপরে আমায় দাও।

রু। তুমি ওটা খাও, তোমার ময়না দিদিকে আর একটা এনে দেবো।

দি। না, এইটেই আমরা দু'জনে ভাগ করে' খাব। ময়না দিদি তুমি বড়; তুমি আগে খাও।

(ময়না খাইতে উদ্যত)

রু। (ময়নার হাত ধরিয়া) খবরদার, খেয়ো না!

ম। কেন?

রু। ও যে বাদশাজাদীর জন্তে এনেছি।

দি। তা হ'লই বা! ময়না দিদিও যে আমিও সেই। তুমি খাও, ময়না দিদি।

রু। ময়না, খেয়ো না বল্‌ছি ; কথা আছে।

ম। কি কথা ?

রু। সে পরে হবে।

ম। পরে কেন ? এখনই বল না ?

(মালদেবের প্রবেশ)

মা। হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ—বল্‌ছি—বল্‌ছি—ইনি ত আমাদেরই লোক ! মা, তোমায় বল্‌তে বাধা কি ? (কাণে কাণে বলিলেন)

ম। অ্যাঁ ! (লাড্ডু ফেলিয়া দিয়া) দিল্‌ তোমায় কেউ কিছু খেতে দিলে আমায় না দিয়ে কখ্‌খনো খেয়ো না।

দি। কেন ময়নাদিদি ?

ম। আমিও তোমায় না দিয়ে খাব না।

দি। বেশ, তাই হবে।

রু। (মালদেবকে) কর্ম্মনাশা, দূর হ।

(মালদেবের প্রস্থান)

দি। কি হয়েছে, ময়না দিদি ?

ম। আমার বুকে একটা ব্যথা উঠেছিল, এখন সেরে গেছে।

দি। বাপ্‌জানের কাছ থেকে কতকগুলি আসরফি এনেছি গরীবদের দিতে। ওদের দুঃখের কথা শুনলে আমার বড় কান্না পায়। রমত্‌চাচা বলে, যে গরীবকে দেয়, খোদা তার ওপর বড় রাজী। চল, ময়না দিদি, চল।

ম। তুমি যাও দিল্‌, আমি এখনই যাচ্ছি।

দি। এস কিন্তু; তুমি না থাক্‌লে আমার কিছুই ভাল লাগে না।

(প্রস্থান)

ম। মা, তুমি জেনে শুনে এই কাজ কর্‌ছিলে? এ দুধের বাছাকে প্রাণে মার্‌তে চায়, এমন লোকও পৃথিবীতে আছে? বল, কে তোমায় এই মতি লওয়া'লে?

রু। আমি কোন কথার জবাব দেবো না। (প্রস্থান)

ম। অ্যাঁ! আজ আমিই নিজ হাতে দিলের মুখে বিষ তুলে দিচ্ছিলেম! যাকে নিজ হাতে খুন করেছি—সেই রঞ্জন, মরে নি—তারই এ ষড়যন্ত্র। যখন রঞ্জন জীবিত হামিরের বিপদ সুনিশ্চিত। দেখি, এ রহস্যের কোন উদ্‌ঘাটন কর্‌তে পারি কি না। যদি হঠাৎ বাধা না পড়্‌ত, তবে দিল্ কি আর বাঁচত?

(রহমতের প্রবেশ এবং অপরদিকে মালদেবের
প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থান)

র। (ময়নার হাত ধরিয়া) তাই বুঝি পস্তাচ্ছ? সব শুন্‌লেম; পাপ ক'দিন চাপা থাকে? মনে করেছ দিল্‌কে মেরে দিল্লীশ্বরী হ'য়ে বস্‌বে! তা হবে না। দিল্‌কে খোদা রেখেছেন।

মা। (অন্তরাল হইতে) আর আমি তোমায় দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

ম। আমায় ছেড়ে দাও, আমি নির্দ্দোষী। না না,—আমিই দোষী।

র। শয়তানী, তোমার জন্য রাজকার্য্য গোল্লায় যাচ্ছে। ধনদৌলত, ইজ্জৎ হুর্মত, ছারখার হতে চলেছে। বল, তোমার মতলব কি? তুমি কি চাও? বল, বল; আজ আমার প্রাণপণ, তোমায় কিছুতেই ছাড়্‌ব না। তুমি সহজে পড়বে না, শেষ না ক'রে যাবে না; আজ জবর্‌দস্তিতে সব আদায় কর্‌ব। তোমার মনে কি আছে, দেখ্‌তেই হবে। যখন ধরা পড়েছ, আর ছাড়া পাচ্ছ না। তোমার ওই কাল রূপ সর্ব্বনাশের আর কিছুই বাকী রাখে নি।

(বর্শাহস্তে মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

মহ। বেশ, রহমত্‌ বেশ!

র। জাঁহাপনা—

মহ। আমার মালুম আছে! বাদ্‌শা সবজান্তা; সে খোদার প্রতিনিধি। ওকে ছাড়!

(রহমত্‌ ময়নার হাত ছাড়িয়া দিল)

(ময়নার প্রস্থান)

এই প্রেমপত্র তোমার রচনা? তোমার না বড় চরিত্রের দেমাক?

রহ। আমার হস্তাক্ষরের মত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভাষা কি ভাব আমার কল্পনারও অতীত!

মহ। তবে কি এটা উড়ো চিঠি? মালদেব!

(মালদেবের প্রবেশ)

তুমি এ সম্বন্ধে কি জান?

মা। (রহমত্‌কে) কেন খাঁ সাহেব, এই চিঠি কি আপনি আমায় ময়নীবেগমকে দিতে বলেন নি ?

রহ। খোদা, তুমি কি শয়তানকে রাজ্য দিয়ে খালাস হয়েছ ?

(মালদেবের প্রস্থান)

মহ। বিশ্বাসঘাতক, লম্পট! তোর নির্দ্দোষিতার সাক্ষী কে ?

রহ। শুধু আমি।—না না, আর একজন আছে।

মহ। কোথায় ?

রহ। (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ওইখানে।

মহ। ভণ্ড, এবার ওইখানেই তোমাকে যাওয়াচ্ছি।

রহ। আমিও তা'ই চাই। এখানে মানুষে মানুষ খেতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু দুঃখ এই, যা সব চেয়ে ঘৃণা করি, সেই লাম্পট্য পরিবাদও আমার ভাগ্যে ছিল! জাঁহাপনা, আপনার কাছে শেষ আরজ্, আমায় একটুখানি সময় দিন, আমি আখেরের কথা ভাব্‌ব। যখন হাত তুল্‌ব, বুঝ্‌বেন, সময় হয়েছে।

(জানু পাতিয়া বসিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে হাত তুলিলেন)

(বেগে দিলের প্রবেশ)

দি। মেরো না, রমত্ চাচাকে মেরো না!

(মহম্মদের বর্শা নিক্ষেপ ও দিলের বক্ষে লাগিয়া দিলের মৃত্যু)

রহ। হো হো হো! বাদশার কলিজা নাই, দুনিয়ায় মহব্বত্ নাই। (দিলের নিকট বসিয়া পড়িলেন)

মহ। অ্যাঁ! কি কর্‌লুম! দিল্, দিল্! না, কাঁদ্‌ব না, মন ভিজ্‌বে। ভাব্‌বো না, প্রাণ গল্‌বে। তবে আর কেন? দয়া ধর্ম্ম, বিবেক বিশ্বাস, যেটুকু তহবিলে ছিল, আজ দিলের সঙ্গে গোর দেবো; খোদা, আজ হ'তে আমি তোমার বিদ্রোহী।

রহ। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা! আমিও আজ হ'তে খোদার বিদ্রোহী। তবে আপনি যাবেন পরের সর্ব্বনাশে, আর আমি ছুরী ধর্‌লেম নিজের বিনাশে। যে দুনিয়ায় বিনাদোষে অসহায় শিশুর প্রাণ যায়, সে দুনিয়াকে সেলাম! খোদা, মাফ্ কর।

(ছুরীকাঘাত ও পতন)

মহ। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! তবে কি রহমত্ নির্দ্দোষী? না না, নিজের চক্ষে দেখেছি,—নিজের চক্ষে দেখেছি! দিল্—দিল্! নিজের হাতে তোকে মার্‌লেম—নিজের হাতে তোকে মার্‌লেম!

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। জাঁহাপনা, অধীর হবেন না,—অধীর হবেন না।

মহ। না, না, আমি অধীর নই। কিন্তু কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না? বল রঞ্জন, বল, রহমত্ কি সত্যই দোষী?

র। সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে জাঁহাপনা? আপনার কঠোর শাস্তির ভয়ে আত্মহত্যা করেছে।

মহ। তবে দুনিয়ায় আর কাউকে বিশ্বাস নয়,—দুনিয়ায়

পাপপুণ্য ব'লে কিছু নাই। তা হ'লে কি অপরাধীর বুকের অস্ত্র নির্দ্দোষীর রক্তপান করে? দুনিয়ার উপর প্রতিশোধ নেব। দিল্—দিল্!

র। তবে আর ওদিকে নজর দেবেন না জাঁহাপনা! তা হ'লে হিংসার ঝোঁক ছুটে যাবে, খুনের গরমি জুড়িয়ে যাবে, দুনিয়ার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না।

মহ। রঞ্জন, রঞ্জন, আমার মনের কথা টেনে বলছ!

র। আমিও আপনার মত দাগা পেয়েছি জাঁহাপনা। প্রাণ দিয়ে একজনকে ভালবেসেছিলেম, আমার দুষ্‌মন তাকে পর করে' দিয়েছে! আজও প্রতিশোধ নিতে পারি নি! তাই দুনিয়ায় একজন দুষ্‌মন হয়েছি। যে দুনিয়া জ্বালা'তে চায়, আমি তার গোলাম।

মহ। তবে তাই হোক্। এক শয়তান এসে আর এক শয়তানের আশ্রয় নিক্। চিন্তা নেই,—আমি রসাতলের শেষ ধাপে নামব। যা কিছু ভাল, তার দুষ্‌মন হব। বল্‌তে পার রঞ্জন, সব চেয়ে সেরা বেইমানী কি করতে পারি?

র। ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্গুন,—মেবার আক্রমণ করুন,—পূর্ব্বপরাজয়ের প্রতিশোধ নিন্।

মহ। চিতোর জয় অসম্ভব। হামিরের বন্দোবস্তে চিতোর এখন সুরক্ষিত।

র। কোন চিন্তা নেই জাঁহাপনা, কৌশলে সব সিদ্ধি। আপনি রাজপুত জাতিকে জানেন না। এদের মত সরল বিশ্বাসী

এ জগতে আর নেই। তাদের ছলে পরাস্ত কর্‌তে হবে। এ ভার আমার ওপর দিন্।

মহ। বেশ বলেছ, রঞ্জন! এ একটা নীচের দিকে নামবার সিঁড়ি। ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্‌ব; আতিথ্যের আদর ভুল্‌বো; কন্যার জীবনদাতাকে বিস্মৃত হব। বেরুব মানুষ শিকারে। শুধু মেবার নয়, হৃদয়ের মধ্যে সমরানল জ্বাল্‌ব। সে কালানলে আমি তিল তিল করে' পুড়্‌বো। হামির সবংশে ভস্ম হ'য়ে যাবে। আমি নিজে উচ্ছন্ন যাব, দুনিয়াকে উচ্ছন্ন দেবো।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাবল্লীর পথ—রাণার ছাউনি

(জ্বলন্ত মশালহস্তে ভজনলাল ও রঞ্জন)

ভ। দ্যাখ, আমার খবর ঠিক কি না! চিতোর আক্রমণের সংবাদ রাণা আগেই পেয়েছে। তাই এখানে ছাউনি গেড়ে বাধা দেবার জন্য প্রতীক্ষা করছে। ওই যে লাল তাঁবু, ওটা রাণার খাস-শিবির। এখানে একলাই তিনি রাত্রিতে শয়ন করেন।

র। তুমি না হ'লে আমার কোন কাজই হ'ত না। যদি দিনের দেখা মেলে, তোমাকে আচ্ছা হাতে খুসি করব।

ভ। সে তোমরা জান, তোমাদের ধর্ম্মে জানে।

র। রাণার তাঁবুতে আগুন দেওয়া যাক্ এস।

ভ। বেশ, দাও।

র। তুমিও এস।

ভ। ভায়া হে, সেটী হচ্ছে না। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের যা বলবে, বাকী রাখব না; কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডের ভেতর নেই। লুকোচুরিতেই বান্দা বাহাদুর, খোলাখুলির ব্যাপারে আমার মগজের আর কব্জির জোর দুই-ই কেমন ম্যাড়্ ম্যাড়িয়ে যায়।

র। তবে মশাল ধরিয়ে এনেছ কি আমার মুখে আগুন দিতে ?

ভ। সে লোক এখনও তৈরী হয় নি। ভায়া, বুঝতে পার্‌লে না, রোশ্‌নাই হাতে কেন বেরিয়েছ ? মেবারের পাহাড়গুলি যেন গোলোক-ধাঁধাঁ! রাত করে' কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ব, কে মেহেরবানী করে' জন্মের দরদ মালুম করিয়ে দেবে! শেষটা আমার খরচায় তোমরা দুঃখ ভুল্‌বে, তা হ'তে দিচ্ছি নে! আমার বুদ্ধি আছে, ভায়া, আমার বুদ্ধি আছে।

র। বুদ্ধি ত আঠার আনা, হিম্মত্‌ যে কাণাকড়িরও নাই! ভয় কি ? আমরা আগুন দিয়েই সরে' পড়্‌ব।

ভ। উহুঁ। ওই রাণাবংশটার ওপর আমার চিরকেলে অনাস্থা। হামিরটাকে যদি নিজের চোখে মর্‌তে দেখি, শুধু মরা নয়, চিতায় পুড়্‌তে দেখি,—তারপর হঠাৎ হুড়ুস করে' তার এক মুঠো ছাই 'হর হর, বোম্‌ বোম্' বলে' তরোয়ার নিয়ে লাফিয়ে ওঠে, আমি ত তাতে অবাক হব না। ভায়া হে, যথেষ্ট আপ্যায়িত করেছ, এখন ছুটি দাও। (প্রস্থান)

র। যাক্‌, একাই সব কর্‌বো। হামির, তুমি যেমন আমায় দগ্ধে' দগ্ধে' মার্‌ছ, আজ তার শোধ। আমি তোমায় জ্বালিয়ে মার্‌ব ; পুড়িয়ে মার্‌ব।

(রঘুপাগ্‌লার প্রবেশ)

রঘু। কে, ওখানে ? আগুন! আগুন!—শত্রু! শত্রু!

র। চুপ কর্, নইলে মর্‌বি।

রঘু। এই মুহূর্ত্তে যদি হাজারটা গলা পেতেম, তা দিয়ে প্রাণ-ভরে' চেঁচিয়ে মহারাণাকে সতর্ক কর্‌তেম। সৈন্যগণ, জাগো, জাগো! শত্রু!—আগুন!

র। এখনও বলছি, চুপ কর্! (অস্ত্রাঘাত)

রঘু। রাণা, জাগো,—জাগো! শত্রু!—আগুন!

(বেগে রুক্মার প্রবেশ)

রু। রঞ্জন, পালাও, পালাও, ওই রাজপুতেরা আস্‌ছে। হামির ও শিবিরে নেই। কিন্তু সে জন্য নিরাশ হ'য়ো না। আমি যে করে পারি, হামিরকে ভুলিয়ে সসৈন্যে পূর্ব্ব পথে নিয়ে যাব। তুমি বাদশাকে সংবাদ দাও, তিনি যেন এই দণ্ডে আরাবলীর পথে রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত অরক্ষিত চিতোর-দুর্গ আক্রমণ করেন।

(একদিকে রঞ্জন ও অপর দিকে রুক্মার বেগে প্রস্থান)

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈ। কি—কি—কি! একি! মহারাণার শিবির জ্বলছে যে!

রঘু। অ্যাঁ! মহারাণার শিবির! হামির—হামির!

(প্রজ্বলিত শিবির মধ্যে প্রবেশ)

সৈ। ঠাকুর, যেয়ো না—যেয়ো না, মহারাণা শিবিরে নেই। হায় হায়! প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হতে কে এ বেচারীকে রক্ষা কর্‌বে!

(হামিরের প্রবেশ)

হা। আমি! কাপুরুষের দল, একটা লোক পুড়ে মর্‌ছে, আর দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্‌?

(বেগে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ)

সৈ। হায় হায়! একি হ'ল! একি হ'ল!

(দগ্ধ রঘুনাথকে লইয়া হামিরের পুনঃপ্রবেশ)

হা। পাগল রঘুনাথ, কেন তুমি এ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে?

রঘু। হামির! বেঁচে আছ? মা তোমারই মহিমা! আমি তোমার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিই নি! মেবারের রাণার জন্য, রাজস্থানের গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ দিলেম; আমার রাজকর চুকিয়ে দিয়ে গেলেম! আমার মত সুখী কে?

হা। মেবার, তুমি রত্নগর্ভা, কিন্তু রতনের যতন তুমি জান না।

রঘু। দুঃখ কেন ভাই? মায়ের ইচ্ছার জয় হয়েছে। সহস্র রঘুনাথ শত জন্ম ধরে' প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিক্, তবু মায়ের ইচ্ছার জয় হোক্।

হা। গেলে রঘুনাথ? আমায় রক্ষার জন্য অমূল্য প্রাণ বলি দিলে! রঘুনাথ! রঘুনাথ!

(বেগে রুক্মার পুনঃ প্রবেশ)

রু। মহারাণা! মহারাণা!

হা। কে?—কে তুমি?

ক্রু। পরিচয়ের সময় নেই! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! পাঠান-সৈন্য পূর্ব্বপথে চিতোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে! শীঘ্র তাঁবু ভাঙ্গুন! আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর্‌লে, আপনার চিরসাধের চিতোর চিরদিনের মত প্রলয়ের অতল-তলে ডুবে যাবে!

হা। তুমি এ সংবাদ কি করে পেলে!

ক্রু। আমি আমার যুবতী কন্যাকে নিয়ে তীর্থ হতে ফের্‌বার মুখে পাঠানকর্ত্তৃক আক্রান্ত হই। তারা আমার কন্যাকে বল-পূর্ব্বক হরণ করে। শুন্‌লুম, তাকে বাদশা কু-অভিপ্রায়ে আটক করে রেখেছে। তার সংবাদ নেবার জন্য আজ কতদিন ধরে বাদশার শিবিরের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুর্‌ছি। আজও পাঠান-শিবিরে গেছিলেম। সেখানে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনে নিজের গ্লানি অপমান বিস্মৃত হয়ে জাতির উদ্ধারের জন্য আপনাকে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছি! শীঘ্র পূর্ব্ব-পথে পাঠানকে বাধা দেবেন চলুন।

হা। মহম্মদ খিলিজি, কৃতঘ্ন, প্রতারক! শুধু ধর্ম্মসন্ধি ভেঙ্গে হিন্দুর রাজ্য হরণ কর্‌তে আস নি—হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরের কুললক্ষ্মীর উপর পাশবিক অত্যাচার কর্‌তে উদ্যত হয়েছ! আজ রাজপুতের বর্শায় আগুন খেল্‌বে। হামিরের তলোয়ারে উল্কা ছুট্‌বে! তা'তে দিল্লীর মসনদ ধোয়া হ'য়ে উড়ে যাবে, পাঠান সাম্রাজ্য ইন্দ্রজালে পরিণত হবে। আজ জ্বলে' ওঠ ক্ষত্র-তেজ যাতে বারবার পৃথিবী ভস্ম হয়েছে, আবার সে কালানলে ঘৃতাহুতি পড়ুক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিতোর ;—দুর্গের সম্মুখ।

(ছদ্মবেশে মালদেবের প্রবেশ)

মা। ছদ্মবেশে এতটা পথ এলেম, পথে কত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল; কেউ চিন্‌তে পারে নি। এখন একবার দুর্গে প্রবেশ করে' ঠিক সংবাদটি নিতে পার্‌লেই হয়। রুক্মা যে কৌশল করেছে, তা'তে হয় ত এতক্ষণ হামির সসৈন্যে পূর্ব্ব-পথে চলে' গেছে। দুর্গে কত সৈন্য আছে, হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ হবে কিনা, এই সব সংবাদ বাদশাকে দিলে, তবে তিনি দুর্গ আক্রমণ কর্‌বেন। এবার দেখ্‌ব কি করে' হামির চিতোর রক্ষা করে! সে ভীষণ অপমান এ জীবনে বিস্মৃত হ'তে পার্‌ব না! এবার তার প্রতিশোধ—প্রতিশোধ!

(ক্ষেতুর প্রবেশ)

ক্ষে। কে তুমি?

মা। অ্যাঁ-অ্যাঁ—আমি—আমি—একজন বিদেশী সওদাগর, রাজ সন্দর্শনে এসেছি।

ক্ষে। রাণা দুর্গে নেই, তোমার পরিশ্রম বিফল হ'ল। কত দিনে তিনি দুর্গে ফিরে আস্‌বেন, তারও নিশ্চয়তা নেই। যদি ইচ্ছা হয়, রাজ-অতিথিশালায় থাক্‌তে পার। মহারাণা ফিরে এলে আমি তোমায় সংবাদ দেবো।

মা। বড় জরুরী কাজ। আমায় অপেক্ষা কর্‌তেই হবে। মহারাণা কি মৃগয়ায় গেছেন ?

ক্ষে। তুমি দেখ্‌ছি দুনিয়ার কোন খবরই রাখ না! তুমি শোন নি যে মহম্মদ খিলিজি ধর্ম্ম-সন্ধি ভেঙ্গে আবার চিতোর আক্রমণ কর্‌তে এসেছে! মহারাণা তাদের গতিরোধ কর্‌তে সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছেন।

মা। বটে, বটে! তবেত ব্যাপার বড় ভয়ঙ্কর! সব সৈন্য নিয়ে গেছেন ? আচ্ছা, যদি বাদশাহী ফৌজ অন্য পথে এসে চিতোর আক্রমণ করে, তবে উপায় ?

ক্ষে। কেন, দুর্গে যারা আছে, তারা বাধা দেবে ?

মা। দুর্গে কি যথেষ্ট সৈন্য আছে ?

ক্ষে। যথেষ্ট না থাক্‌, প্রয়োজন হ'লে তারা যথেষ্টের কাজ কর্‌তে পার্‌বে।

মা। বেশ বেশ, তা হ'লেই হ'ল।

ক্ষে। দুর্গে আসুন; আমি আপনার থাক্‌বার ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি।

মা। বেশ, তুমি অগ্রসর হও, আমি যাচ্ছি।

ক্ষে। আমার সঙ্গে ব্যতীত অপরিচিত লোককে ত দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্‌তে দেবে না!

মা। তুমি কে ?

ক্ষে। আমি মহারাণার পুত্র।

মা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ!—ক্ষেতু! এর হাত ছাড়াই

কেমন করে'? আমার ত আর দুর্গে প্রবেশ কর্‌বার প্রয়োজন নেই। সংবাদ যা নেবার, তা পেয়েছি। বিশেষ, দুর্গে প্রবেশ কর্‌বার গোড়াতেই যখন এতটা কড়াকড়ি, চাই কি বেরুবার সময় হয় ত আরও গোলযোগ হবে।

ক্ষে। কি ভাব্‌ছ? চল।

মা। না—হ্যাঁ! বল্‌ছি কি, না হয় অন্য সময় আস্‌ব।

ক্ষে। সে কি!

মা। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

ক্ষে। এইমাত্র বল্‌লে জরুরী কাজ,—দুর্গে মহারাণার অপেক্ষায় থাক্‌বে; হঠাৎ আবার মত বদ্‌লালে? গোড়া থেকেই তোমার ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তার মধ্যে কেমন একটা কুচক্রীর সঙ্কোচ ও অনৈক্য লক্ষ্য কর্‌ছি। বল, তুমি কে? কি অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ?

মা। হ্যাঁ—না, অভিপ্রায় কিছু নয়।—বাণিজ্যের জন্যই এ দিকে এসেছিলাম। সুবিধে হ'লনা,—চল্‌লেম।

ক্ষে। প্রথমে বল্‌লে রাজসন্দর্শনে এসেছিলে, এখন বল্‌ছ বাণিজ্যের জন্য এই দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে চাচ্ছিলে! আবার সে কথাও উল্‌টে গেল! এখন দেখ্‌ছি সর্‌বার ব্যবস্থা! তুমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ,—আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।

মা। সে কি?

ক্ষে। এস, আমার সঙ্গে এস।

মা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ!

ক্ষে। দাঁড়িয়ে কি ভাব্‌ছ?—এস।

মা। যদি না যাই?

ক্ষে। তোমায় বন্দী করে' নিয়ে যাব।

মা। তুমি ত বালক,—তুমি আমায় বন্দী কর্‌বে?

ক্ষে। তুমি কি বল্‌তে চাও, মহারাণা হামির সিংহ অযোগ্যের প্রতি দুর্গ-রক্ষার ভার সমর্পণ করে' গেছেন? মানে মানে আমার সঙ্গে এস; নইলে স্পষ্ট কথা—শত্রুর চর যে ব্যবহার পাবার উপযুক্ত, তাই পাবে।

মা। (স্বগত) কি বিভ্রাট্‌! না, দয়ামায়ার সময় নেই। অবন্তীর পুত্র আমার কেউ নয়। একে পরাস্ত করে' কেউ না আস্‌তে আস্‌তে এখান থেকে পালাই। (সহসা আক্রমণ করিয়া) সিংহ-শিশু, আত্মরক্ষা কর।

ক্ষে। এবার রাজপুতের রাস্তা ধরেছ। সম্মুখ-যুদ্ধই বীরের কাজ। (মালদেবের পরাজয় ও ক্ষেতু তাহাকে কাটিতে উদ্যত)

মা। আমায় হত্যা ক'রো না; তা হ'লে অবন্তী পিতৃহীনা হবে।

ক্ষে। তুমি!—মাতামহ!—মালদেব! ছি ছি, কি লজ্জা! কি ঘৃণা! না না, বল—তুমি আমায় ছলনা কর্‌ছ?

মা। আমি সেই।

ক্ষে। তুমি!—তুমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুরাজ্য ধ্বংস কর্‌তে এসেছ? পিতা হ'য়ে কন্যার বৈধব্য ঘটা'তে এসেছ? রাজপুত হ'য়ে রাজস্থান শ্মশান কর্‌তে এসেছ? এ কথা যে আমি বিশ্বাস

কর্‌তে পার্‌ছি নে! যদি রাজত্ব চাও, এস, দুর্গে এস,—তোমার রাজ্যের পথ পরিষ্কার কর; রাজস্থানে রাজপুত রাজত্ব স্থাপন কর। পরকে সেখানে ডেকে আন কেন?—রাজকুলোদ্ভব হ'য়ে দাসত্বে সাধ কেন? তার আগে তোমার ওই উন্মুক্ত কৃপাণ এইখানে বসিয়ে দাও। মাতামহের শোণিত এই দেহের জন্য দায়ী,—তা আজ ধূলিসাৎ হোক্, রাজপুতানা জ্বলে' পুড়ে' যাক্, চিতোরের রাণাবংশের চিরলোপ সাধিত হোক্।

মা। ক্ষেতু, প্রাণাধিক! আয় বৎস, বুকে আয়। আজ তুই আমার চোখ ফুটিয়ে দিলি। কিন্তু বড় বিলম্বে—বড় বিলম্বে। বাদশাহের ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্গবার আমরাই মূল। আমাদেরই ষড়যন্ত্রে হামির আজ সসৈন্যে দুর্গ ছেড়ে পূর্ব্বপথে চলে' গেছে। আমাদেরই কৌশলে বাদশা আজ আরাবলীর পথে অরক্ষিত চিতোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। হায় হায়! আমি রাজস্থানের কুলাঙ্গার জন্মেছিলেম!

ক্ষে। মাতামহ, এখন আর বৃথা অনুশোচনায় ফল কি? আপনি যে পাপ করেছেন, তার শাস্তি কি, তা ভগবান্ জানেন! তবে যদি পারেন, তা লাঘবের চেষ্টা করুন। সামান্য নারিসৈন্য নিয়ে মহারাণী দুর্গে অবস্থান কর্‌ছেন। যাতে রাজপুতরমণীর মর্য্যাদা হানি না হয়, অন্ততঃ তাই করুন।

মা। কি কর্‌লেম—কি কর্‌লেম!

ক্ষে। অপেক্ষার সময় নেই ; শীঘ্র বলুন, বাদশাহের শিবির কোথায় ? সেখানে আমায় নিয়ে চলুন। বাদশাহের হৃদয় আছে ; হয় ত নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পার্‌লে, এখনও এ পাপ যুদ্ধে ক্ষান্ত হবেন।

মা। হোক্‌ বা না হোক্‌, তোমার কথাই শুন্‌ব। চল চল, তোমায় বাদশাহের শিবিরে নিয়ে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

আরাবলীর পথ—মহম্মদ খিলিজির শিবির

মহ। এ খোদা, যেমন দিল্‌কে দাগা দিয়ে কেড়েছ, তার খেসারত্‌ তোমার ভর্‌ দুনিয়াকে দিতে হবে। তবে দাও শয়তান আমার দেহে, মনে, প্রাণে, প্রত্যেক রক্ত বিন্দুতে বিষের ঢেউ গড়িয়ে দাও ; যে বিষে তিল তিল করে দগ্ধ হচ্ছি, তা'তে সমস্ত রাজপুতানা ভস্ম হ'য়ে যাক্‌।

(ক্ষেতুসিংহের প্রবেশ)

অ্যাঁ এ কে ?—সেই যে ! একে দেখে তাকে মনে পড়ছে ! বালক, আমায় পরিহাস কর্‌তে এসেছ ?

ক্ষে। সোজা সত্য বল্‌তে এসেছি জাঁহাপনা ; আপনার ভুল ভেঙ্গে দিতে এসেছি। আপনি বিষম প্রতারিত হ'য়ে ধর্ম্ম-সন্ধি ভাঙ্গতে বসেছেন। ফিরুন জাঁহাপনা, এ মহাপাপ হ'তে

আপনাকে রক্ষা করুন। আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, আমি প্রমাণ উপস্থিত করছি।

(মালদেবকে ইঙ্গিত করায় মালদেবের প্রবেশ)

মা। জাঁহাপনা,—

মহ। চুপ কর্ বেয়াদপ। বালক, কিসের পাপ, কিসের পুণ্য? ধর্ম্ম কোথায়, যে ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্গলে অধর্ম্ম হবে? কিসের দয়া, কিসের ন্যায়, কোথায় বিবেক? দুনিয়া দুষ্‌মন্, মানুষ দাগাবাজ, ভগবান্ ভণ্ড।

ক্ষে। ছি ছি জাঁহাপনা! আপনি কি স্বর্গীয় প্রতিমা দিলের পিতা?

মহ। দিল—দিল? হো হো হো! ছিল বটে একটি স্বর্গীয় কুসুম, খোস্‌বোঁ ছড়িয়ে রাজোদ্যানে ফুটেছিল!—সে ত লুঠ—লুঠ হ'য়ে গেছে!

ক্ষে। অ্যাঁ! দিল্ নাই? বলুন জাঁহাপনা, এ কি সত্য?

মহ। হো হো হো! ওই আকাশকে জিজ্ঞাসা কর, বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—দিল্‌কে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি। বিশ্বাস হ'ল না? তার কবর দেখ্‌লে ত প্রত্যয় হবে?

ক্ষে। জাঁহাপনা, দিল্ নাই? তবে বলে দিন, তার কবর কোথায়?

মহ। কবর দেখ্‌বে? এই দেখ। (হৃদয় দেখাইলেন) (তলোয়ার দিয়া) খুঁচে দেখ,—দগ্‌দগে ঘা, দগ্‌দগে ঘা!

ক্ষে। তবে না, যার জন্য এসেছিলেম, তার আর প্রয়োজন

নেই জাঁহাপনা! আপনি দিল্‌কে যেখানে পাঠিয়েছেন, দয়া করে' আমাকেও সেইখানে পাঠিয়ে দিন্‌। আমি বুক পেতে দিচ্ছি,—দিন্‌, আপনার তলোয়ার এইখানে বসিয়ে দিন্‌।

মহ। এ কে! মায়াবী? আবার দুনিয়ার ওপর মায়া হচ্ছে, আবার মানুষকে ভাল লাগ্‌ছে, খোদাকে মনে পড়ছে, বুকের দগ্‌দগে ঘা যুড়ে' আস্‌ছে! যাদুকর, তুই আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছিস্‌? না না, এখনও ধর্ম্মসন্ধি ভাঙ্গা হয় নি! আমার পরম উপকারী হামিরের হৃদয় রক্ত পান করা হয় নি! কোই হ্যায়?

(দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)

এ রাজপুত বালক, সুতরাং সর্পশিশু। একে বন্দী কর, যুদ্ধশেষে হত্যা কর্‌ব; হামিরের পুত্রের শোণিতে মহম্মদের কন্যা-শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হবে।

ক্ষে। বহুৎ আচ্ছা জাঁহাপনা, বহুৎ আচ্ছা! যেখানে দিল্‌ গেছে, সেইখানে যাব।

(রক্ষীবেষ্টিত ক্ষেতুর প্রস্থান)

মা। জাঁহাপনা নির্দ্দোষী বীরবালককে হত্যা করে' পাপের বোঝা বাড়াবেন না। আগে সব শুনুন! আমি আপনার বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য; আমার চালক আপনার মিত্ররূপী শত্রু রঞ্জন।

মহ। হো হো! সব হিন্দু বেইমান! সব রাজপুত শয়তান!

ম। তা নয় জাঁহাপনা। নির্দ্দোষীকে মুক্তি দিয়ে এই

প্রকৃত অপরাধীকে বধাজ্ঞা দান করুন। আপনার চিরবিশ্বস্ত পবিত্রচরিত্র রহমতের অবিচারের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

মহ। (মালদেবকে ধরিয়া) অ্যাঁ! রহমত্ তবে নির্দ্দোষী? শয়তান, বল্, শীঘ্র বল্।

মা। আমি রঞ্জনের মন্ত্রণায় রহমতের হস্তাক্ষর জাল করে'—

মহ। যথেষ্ট হয়েছে,—আর না! খোদা, তুমি এম্নি করে' শয়তানের বেশ ধরে' মানুষকে প্রতারণা কর! তাই তোমার জগত শোক-দুঃখ-নৈরাশ্যের জ্বলন্ত কুণ্ড! রহমতের জন্য শোক— না না, ওসব দুর্ব্বলতা আর নয়। সব হিন্দু বেইমান! সব রাজপুত শয়তান! কোই হ্যায়?

(রক্ষীগণের প্রবেশ)

এই বেইমানকেও বন্দী কর; যুদ্ধ-শেষে নিজহস্তে এদের হত্যা কর্‌ব।

মা। বহুৎ খুব! আপনার তরক্কী হোক্। কিন্তু নির্দ্দোষী বীরবালককে মুক্তি দান করুন, জাঁহাপনা।

মহ। না না, সব রাজপুত বেইমান্! সব হিন্দু শয়তান্!

মা। হা হা ক্ষেতু, আমিই তোকে হত্যা কর্‌লেম। তবে এস নিকৃষ্ট মৃত্যু, শীঘ্র এস।

(মালদেবকে লইয়া রক্ষীগণের প্রস্থান)

মহ। কি প্রতারণা! কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি ষড়যন্ত্র! যদি রঞ্জনকে পেতেম! রঞ্জনকে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌লে কি যা গেছে তা ফিরে পাব? ছলনার প্রতিশোধ ছলনা। বিশ্বাস-

ঘাতকতার প্রতিশোধ বিশ্বাসঘাতকতা! রঞ্জনের জাতির ওপর তার অপরাধের প্রতিশোধ তুলব। সব রাজপুত শঠ,—সমস্ত হিন্দু দাগাবাজ!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈ। জাঁহাপনা, চিতোর-দুর্গ এখন অরক্ষিত। রুক্মার ছলনায় মহারাণা সসৈন্যে পূর্ব্বপথে চলে' গেছেন। দুর্গ আক্রমণের এই সুযোগ।

মহ। এইত নীচের দিকে গড়াবার সোপান! দেবো—গা ঢেলে দেবো। ছলনার প্রতিশোধ ছলনা,—বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ বিশ্বাসঘাতকতা! আজ নিজে সৈন্য চালনা কর্‌ব। অরক্ষিত দুর্গে অসহায়দের নৃশংসরূপে হত্যা কর্‌ব। হত্যা! হত্যা! হত্যা!

চতুর্থ দৃশ্য

চিতোর—দুর্গাভ্যন্তর

ময়না। যা ভয় করেছিলেম, তাই। হায় হায়! যদি কিছু পূর্ব্বেও আস্‌তে পার্‌তেম, তা হলে হয় ত এ চক্রান্ত বিফল হ'ত! কি করি? কি উপায় হবে? অন্তঃপুরেও মহারাণীকে দেখতে পেলেম না। কি করি! যতক্ষণ বিলম্ব হচ্ছে, ততই বিপদ আরও ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌ছে। এই যে—এই যে মহারাণী।

(অবন্তীর প্রবেশ)

অ। কে ও ময়না! এতদিন কোথায় ছিলি বোন্?

ম। মহারাণী, সর্ব্বনাশ! ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! ঘোর চক্রান্তে প'ড়ে মহারাণা সসৈন্যে পূর্ব্বপথে পাঠান-আক্রমণে অগ্রসর হয়েছেন; এদিকে আরাবলীর পথে পাঠান চিতোর আক্রমণ করতে আস্‌ছে! কি উপায় হবে মহারাণী?

অ। তুমি কি করে' এ সংবাদ জান্‌লে?

ম। সে কথা থাক্। এখন চিতোর-রক্ষার কি করবেন, তাই ভাবুন।

অ। মুসলমান কত সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, জান?

ম। বাদশাহ তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে আরাবলীর অপর প্রান্তে শিবির স্থাপন করেছেন।

অ। বেশ! আমি তাঁর অভ্যর্থনার সমুচিত আয়োজন কর্‌ছি।

ম। তুমি কি কর্‌বে, মহারাণী?

অ। কি করব? মহারাণা দুর্গে নেই, দুর্গ রক্ষার ভার এখন আমার ওপর। তুমি আমায় শুধু সেবাশিবিরের সেবিকা মনে কর্‌ছ! কিন্তু এই হাতে বর্ষা কেমন খেলে, তীর কেমন ছোটে, তা আজ দেখ্‌বে। সেবাশিবিরের প্রত্যেক সেবিকাই অস্ত্র ধর্‌তে জানে। তারাই পাঠানকে বাধা দেবে।

ম। ধন্য মহারাণী, ধন্য! কিন্তু এই মুষ্টিমেয় নারী-সৈন্য নিয়ে বিপুল পাঠান-বাহিনী কতক্ষণ রোধ কর্‌বে?

অ। যতক্ষণ পারি। আর না পারি, রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো।

ম। কিন্তু তা'তে ত চিতোর রক্ষা হবে না।

অ। তবু পাঠান দেখ্‌বে, রাজপুত-রমণী কি করে' প্রাণ ত্যাগ করে।

ম। মহারাণাকে সংবাদ পাঠাবার কি কোন উপায় হয় না?

অ। তুমি যে সংবাদ দিলে, তাতে আমি এখন এখান হ'তে কাউকে ছাড়্‌তে পারব না।

ম। অনুমতি কর, আমিই যাই।

অ। দেখ্‌ছি তুমি পথশ্রন্ত, তোমায় কি করে' যেতে বলি?

ম। মহারাণী, ময়না প্রকৃতির কোলে পালিতা। তুমি যদি এ ভীষণ দিনে প্রাণপণে পাঠানকে বাধা দিতে স্থির প্রতিজ্ঞ হ'য়ে থাক,—ময়না পথশ্রান্ত বলে' নিশ্চিন্ত বসে' থাক্‌বে মনে কর্‌ছ? তুমি পাঠানকে বাধা দিতে যথোচিত আয়োজন কর; আমি যে প্রকারে পারি মহারাণাকে সংবাদ দেবো।

(বেগে প্রস্থান)

অ। মা ভবানী! সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা!—দেখো মা, তনয়ার মান রেখো। তোমারই কপালমালিনী মূর্ত্তি স্মরণ করে, এই মুষ্টিমেয় নারী-সৈন্য ল'য়ে আজ মুসলমান-আহবে ঝাঁপ দেবো।　　(ঘণ্টাধ্বনি)

(সুভদ্রা ও নারীসৈন্যগণের প্রবেশ)

ভগ্নিগণ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এইমাত্র সংবাদ পেলেম,

মহারাণা প্রতারিত হয়েছেন! চিতোরের পূর্ব্বপথ দিয়ে পাঠান আস্‌ছে, এ সংবাদ মিথ্যা। তারা আরাবলীর পথে চিতোর আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে। হয় ত আমাদেরই কোন কুলাঙ্গার তাদের পথ দেখিয়ে আন্‌ছে। আমরা প্রাণ দেবো—এ নিশ্চয়। কিন্তু অগণ্য পাঠান-বাহিনীকে বাধা দিই কি উপায়ে?

সু। সে উপায় তুমিই ঠিক কর্‌বে। আমরা তোমার আজ্ঞাবহ।

অ। সমতল ভূমিতে সামান্য নারী-সৈন্য নিয়ে বিপুল সেনার সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা মাত্র। তাই স্থির করেছি, আরাবলীর অন্তরালে লুকিয়ে সহসা তাদের আক্রমণ কর্‌ব।

সু। বেশ, এই উত্তম পরামর্শ।

অ। সুভদ্রা, শীঘ্র রাজকুমারকে এখানে নিয়ে এস।

(সুভদ্রার প্রস্থান)

তাকে একাকী দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়ে যাব। যদি পাঠান আমাদের পরাস্ত করে' দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হয়, তবে সে যেন দুর্গে অগ্নি-সংযোগ করে' তাতে পুড়ে' ভস্ম হয়।

(সুভদ্রার পুনঃ প্রবেশ)

সু। মহারাণী, রাজকুমার দুর্গে নেই!

অ। সে কি!

সু। দুর্গের প্রহরী বল্‌লে, রাজকুমার একজন অপরিচিত

লোকের সঙ্গে চলে' গেছেন। কোথায় গেছেন, কেন গেছেন, প্রহরী তা অবগত নয়।

অ। এও বুঝি শত্রুর ছলনা। তা হোক্। স্নেহ মায়া অতল জলে ডুবে যাক্। সুভদ্রা, তুমিই দুর্গে অবস্থান কর। দেখো, চিতোর-দুর্গ পাঠান-হস্তগত হবার পূর্ব্বেই যেন ভস্মে পরিণত হয়।

সু। মহারাণীর আদেশ শিরোধার্য্য।

অ। চল, রাজপুত নারীগণ জহর-ব্রত দেখিয়ে জগতকে বিস্মিত করে' গেছে; আজ কৃপাণের উৎসব দেখিয়ে বিশ্ব-বাসীকে স্তম্ভিত করে' দিক্।

(নারী-সৈন্যগণের গীত)

ওই গর্জ্জে—ঘন গর্জ্জে রণভেরী শোন ওই!
চিরারাধ্য জয়বাদ্য ঘন ঘন বাজে ওই!
জাতি-গর্ব্ব করি খর্ব্ব কে বল রাখিবে প্রাণ?
ল'য়ে বর্ম্ম অসি-চর্ম্ম চল শত্রু-শোণিতে করি স্নান!
কোন বাধা নাহি করি' গণ্য
আক্রমি চল অরি-সৈন্য,
ঘুচাব যুগের গ্লানি-দৈন্য
কর কর কর মুক্ত কৃপাণ!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পূর্ব্বপথ--রাজপুত শিবির

হামির। কৈ, এখানে ত বাদশাহী ফৌজের চিহ্নই নেই!

জাল। মহারাণা, এই পথ দিয়ে পাঠানসেনা আসছে—এ সংবাদ যে রমণী শিবিরে এনেছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। মহারাণা কি করে' তার কথায় আস্থা স্থাপন কর্‌লেন?

হা। অবিশ্বাসের কোন প্রমাণ পাই নি বলে' বিশ্বাস করেছি—বিশেষ, সে হিন্দুরমণী।

জা। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বজাতিই জাতীয় বৈরী। ঘর সন্ধান না পেলে রাজস্থানে পাঠানের জয়-পতাকা কখনই উড্ডীয়-মান হ'তো না।

হা। কিন্তু আমার মনে হয় জাল, মহম্মদ খিলিজি অনুতপ্ত হ'য়ে দিল্লী ফিরে গেছে।

জা। আপনার এ অনুমানের কারণ?

হা। যা স্বাভাবিক, তার বিরুদ্ধে লোক বেশী দিন চল্‌তে পারে না। আমি তার কন্যাকে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করেছি। আমার বনিতা তার গলিত ক্ষতগুলি স্বহস্তে ধৌত করে' তাকে আরোগ্যদান করেছেন। আমার মাতা তার মুক্তির সাহায্য করেছেন। সে ধর্ম্মসাক্ষী করে' যে সন্ধি করেছিল, যদি তার

মধ্যে মনুষ্যত্বের একটি কণাও অবশিষ্ট থাকে, তবে কি তা এতই সহজে মঙ্গলঘটের মত ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারে?

জা। মহারাণার মনুষ্যচরিত্রজ্ঞানে ভ্রমপ্রদর্শন করা দাসের পক্ষে ধৃষ্টতা। কিন্তু জাল স্পষ্ট কথা বল্‌তেই ভালবাসে! আমি যখন মহারাজ মালদেব কর্ত্তৃক দিল্লী প্রেরিত হই, রাজধানীতে অবস্থান কালে মহম্মদ খিলিজির স্বভাব তন্ন তন্ন করে' দেখবার অবকাশ আমার হয়েছিল। সে অস্থিরচিত্ত; তার হৃদয় আছে, কিন্তু সংযম নাই। তার কঠোরতা দুর্ব্বলতার রূপান্তর মাত্র। যারা সংসারে ঘাত-প্রতিঘাতে পলকেই চরমসীমায় গিয়ে উপস্থিত হয়, তাদের ভালমন্দের কোনই স্থায়ীত্ব নাই। তবে ভাল অপেক্ষা, মন্দ অধিক-তর স্থায়ী। মহম্মদ খিলিজি ঝোঁকের মাথায় রোখে পড়ে' কাজ কর্‌বার লোক। যে তার প্রাণের বন্ধু রহমত্ খাঁকে আপনার কর্‌তে পারে নাই, সে মহারণার সঙ্গে সন্ধি ভাঙ্‌বে, এ আর আশ্চর্য্য কি? আমার নিশ্চিত ধারণা,—শত্রুর কোন চর ভুলিয়ে আমাদিগকে এখানে এনেছে।

হা। তবে কি সত্য সত্যই আমরা প্রতারিত হয়েছি?

(বেগে ময়নার প্রবেশ)

ম। তাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই মহারাণা!

হা। অ্যা—সে কি!

ম। আর কথার সময় নাই। বাদশাহী ফৌজ আরাবলীর পথ ধরে' চিতোর দুর্গ আক্রমণ কর্‌তে গেছে। শীঘ্র আমার সঙ্গে

আসুন। এ দেশের পার্ব্বত্য পথের সহিত আমি আবাল্য পরিচিত। আমি আপনাদের একটা সোজা পথ দিয়ে দুর্গে নিয়ে যাব।

হা। তুমি এ সংবাদ পেলে কি করে', ময়না?

ম। তা বল্‌ব না। শীঘ্র চলে' আসুন। মহারাণী তাঁর মুষ্টিমেয় নারীসৈন্য ল'য়ে মুসলমানকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এখনও যদি দুর্গে ফির্‌তে পারেন, চিতোর রক্ষা হয়! আসুন শীঘ্র আসুন!

হা। মেহতাসর্দ্দার, আমি চল্‌লেম,—তুমি সসৈন্যে আমার অনুসরণ কর। চল বালিকা, এই দুর্দ্দিনে আকাশের ধ্রুবতারার মত তুমিই রাজপুতবাহিনীর পথ প্রদর্শক।

(বেগে সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরাবলীর গিরিশ্রেণী

(পর্ব্বত অন্তরালে সসৈন্যে অবন্তী)

(নিম্নস্থ উপত্যকায় সসৈন্যে মহম্মদ খিলিজির প্রবেশ)

মহ। বস্‌! আর আমার গতিরোধ করে কে সাধ্য? বিনা বাধায় যখন এতদূর অগ্রসর হয়েছি, তখন আমার চিতোর অধিকারে আর কে বাধা দেয়? আজ শয়তান আমার সহায়,

বিশ্বাসঘাতকতা আমার অস্ত্র, ছলনা আমার বর্ম্ম! সৈন্যগণ, এই পর্ব্বতশ্রেণী পার হ'লেই চিতোর দুর্গ। দুর্গ এখন অরক্ষিত, এ সুযোগ আর কখনও ফিরে পাবে না। সকলে দ্রুতপদে অগ্রসর হও। একবার দুর্গ অধিকার কর্‌তে পার্‌লে সহস্র হামির ফিরে এলেও চিতোর পুনরুদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে না।

(সৈন্যগণ, অগ্রসর হইলে, অন্তরাল হইতে নারী সৈন্যগণ তির ছুড়িতে লাগিল এবং মুসলমান সৈন্য মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল)

সৈন্যগণ। জাঁহাপনা, সাবধান—সাবধান! শত্রু—শত্রু!

মহ। এ আল্লা, এ কি ব্যাপার! পর্ব্বত অন্তরাল হ'তে যুদ্ধ দেয় কারা? তবে কি এ সুযোগ ব্যর্থ হবে? কখনই না। সৈন্যগণ, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। যে প্রকারে পার, এই তিরন্দাজ শত্রুদলকে নিরস্ত কর। এই গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে' চিতোর-দুর্গ অধিকার কর।

(সৈন্যগণের অগ্রসরের চেষ্টা)

অবন্তী। ভগ্নীগণ, ঐ দেখ বাদশাহী সৈন্যগণ মরণ তুচ্ছ করে' পর্ব্বতারোহণের চেষ্টা কর্‌ছে! এ সময় যদি ওদের বাধা দিতে না পার, তা হ'লে আর রক্ষা নেই! মহারাণা দুর্গে

না ফেরা পর্য্যন্ত বাদশাহী ফৌজকে এই গিরিপথে বিব্রত রাখ্‌তেই হবে। নইলে চিতোর রক্ষার অন্য উপায় নেই।

মহ। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই বিপুল বাহিনীর গতিরোধ কর্‌ছে একদল নারীসেনা! রাজপুত রমণীগণ জ্বলন্ত অনলে হাস্‌তে হাস্‌তে পুড়ে মর্‌তে পারে জানতেম, কিন্তু তারা অস্ত্রমুখে এমন কালানল প্রজ্বলিত কর্‌তে পারে তা' জান্‌তেম না। সৈন্যগণ, ভয় নাই, অগ্রসর হও, গিরিপথ অতিক্রম কর।

পাঠান সৈন্যগণ। আল্লা—ল্লা—হো!

হামির। (নেপথ্যে) অগ্রসর হও, দ্রুত অগ্রসর হও,—বিলম্বে সব ধ্বংস হবে!

রাজপুতগণ। (নেপথ্যে) হর হর বোম্‌ বোম্‌!

মহ। ও জয়ধ্বনি কার? হামির কি সসৈন্যে ফিরে এল? আমার এত চেষ্টা, এত কৌশল, এত ষড়যন্ত্র, সব ব্যর্থ হবে? শয়তানের সহায়তা নিয়েও আজ ফতে কর্‌তে পার্‌ব না? শেষে কি আমার এই বিপুল বাহিনী উভয় সৈন্যদলের চাপে বিনষ্ট হবে? যা হয় হোক্‌, যা হয় হবে,—হয় ধ্বংস, না হয় চিতোর। সৈন্যগণ, আক্রমণ কর! আক্রমণ কর!

(সসৈন্যে হামিরের প্রবেশ ও মহম্মদ খিলিজি
ও তাহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ
করিতে করিতে প্রস্থান)

অবন্তী। ভগ্নীগণ, আমাদের কার্য্য শেষ হয়েছে, মহারাণা

নিজের কার্য্য নিজের হাতে নিয়েছেন। এস, এবার আমরা পর্ব্বত হ'তে অবতরণ করে' আমাদের নিজের কাজ করি—আহতের সেবায় নিয়োজিত হই।

(হামিরের পুনঃ প্রবেশ)

হামির। অবন্তী, অবন্তী! মেহতাসর্দ্দারকে যুদ্ধস্থলে রেখে আমি পলকের জন্য তোমার সংবাদ নিতে এসেছি। আজ তোমার গুণেই চিতোর রক্ষা হ'ল।

(রঞ্জনের প্রবেশ)

র। কিন্তু আগে নিজেকে রক্ষা কর।

(ময়নার প্রবেশ)

ম। রঞ্জন, ক্ষান্ত হও!

(রঞ্জনের বিষাক্ত তির নিক্ষেপ ও ময়না হামিরকে
বাঁচাইবার জন্য মাঝে পড়িয়া আহত হইয়া
পতনদ্যোত হইলে অবন্তী
ময়নাকে ধরিল)

(বেগে রুক্মার প্রবেশ)

রু। কি কর্‌লি হতভাগা, কি কর্‌লি! কাকে মার্‌তে, কাকে মার্‌লি! শত্রু সংহার কর্‌তে এসে আমার সোণার প্রতিমাকে ডালি দিলি! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার বক্ষের অগ্নি তরঙ্গের মত

রক্তে রঞ্জিত ওই ক্ষত-মুখ দিয়ে—তার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে ধ্বনিত হচ্ছে,—প্রতিহিংসার পরিণাম! হা হা হা—বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! প্রতিহিংসার জয় হয়েছে—জয় হয়েছে! হা হা হা!

(উন্মত্তবৎ প্রস্থান)

অ। ময়না, বোন! নিজের প্রাণ দিয়ে মহারাণাকে বাঁচালি! হায়, তোর অদৃষ্ট যদি আমার হ'ত!

হা। (কেশাকর্ষণ করিয়া) রঞ্জন, এই বার?

র। আমায় হত্যা কর!

হা। তুমি নারীহত্যা করেছ, মৃত্যুই তোমার একমাত্র শাস্তি! কিন্তু তোমায় মেরে আমার এ হস্ত কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না। দূর হও! (পদাঘাত)

র। হো হো—খুব প্রতিহিংসা নিলেম!—খুব প্রতিহিংসা নিলেম! ময়নাকে মেরেছি,—ময়নাকে মেরেছি!—নিজের বুকে নিজে ছুরী দিয়েছি!

(অট্টহাস্তে প্রস্থান)

হা। অবন্তী, চিতোর-উদ্ধারকারিণী এই বালিকার শবদেহ সসম্মানে দুর্গে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আজ তোমার এই নারীসেনাগণই লাভ করুক্।

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো!)

হা। হর হর ব্যোম্ ব্যোম্! (প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

রণস্থল

(হামির ও মহম্মদের যুদ্ধ করিতে করিতে
প্রবেশ ও অসিযুদ্ধ)

(বেগে হারাবতীর প্রবেশ)

হারা। অস্ত্র সম্বরণ কর, অস্ত্র সম্বরণ কর।

হা। কে ও, মা!—

হারা। হামির, এই কি আমার এতদিনের শিক্ষার ফল?

হা। মা, দিল্লীশ্বর তোমার সম্মুখেই উপস্থিত, তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর, কোন্ বিচারে তিনি ধর্ম্মসন্ধি ভেঙ্গে আবার চিতোর আক্রমণ কর্‌তে এসেছেন!

মহ। রাজমাতা, আমিই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী। আমিই ধর্ম্মসন্ধি ভেঙ্গে উন্মত্ত হয়েছি নরকের আহ্বানে! যাও মা, আমায় অন্ধকারে ডুব্‌তে দাও। মহারাণা, রাজপুতের তলো-য়ার কি এখন একটা পোষাকের অঙ্গ হয়েছে?

হা। আসুন বাদশা! হামির সাধক রঘুনাথের রক্তে আপনার জন্য তলোয়ার শাণিয়ে রেখেছে।

(যুদ্ধোদ্যোগ)

হারা। ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হয়েছে! ভুলেছ, তোমরা কোন্ দেশবাসী? সে যে আলোকের উদয়-শিখর! সেই আলোকের জন্মস্থান থেকে—তার মর্ম্মস্থান ভেদ করে' প্রথম শান্তি-মন্ত্রের অলোক ঝঙ্কার বিশ্ববীণার তারে তারে বেজে উঠেছিল। একবার ভেবে দেখ দেখি, তোমরা কে?—সেই আলোকের অলকা ভারতভূমির দুইটি বিশাল স্তম্ভ। এক-জন দিল্লীর বাদশা, আর একজন মেবারের মহারাণা; একজন ইস্‌লামের প্রতিভূ, আর একজন সনাতন সমাজের প্রতিনিধি। এই দুই মহাশক্তি কি আজ কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত আপনা আপনি মাথা ঠোকাঠুকি করে' মর্‌বে? যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ, চরিত্রগত অক্ষমতা এ আহবের কারণ হয়, নিজেদের গদী হতে নাব,—ও উচ্চাসন তোমাদের সাজে না। তা যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত করে' বিদ্বেষের পিপাসা মেটাও গে, জেদের বিজয়-ধ্বজা উড়াও গে। জাতিকে বিনষ্ট কর্‌তে, সাম্রাজ্যকে উচ্ছন্ন দিতে তোমাদের কি অধিকার?

মহ। একি! হাতের তলোয়ার শ্লথ হচ্ছে কেন?

হারা। জানি না, সে কবে পৃথিবী প্রথম নরশোণিতে কলঙ্কিত হয়েছিল! সেই থেকে এক যুগ আর এক যুগের ওপর

শোধ তুল্‌ছে, এক জাতির পূর্ব্ব-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আর এক জাতির হস্তে হচ্ছে! সন্তানের রক্তপাতে ধরণীর মাতৃবক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে, তাই বিশ্বের মঙ্গল পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে—আর না! আর পরশ্রীকাতরতা নয়, পরস্বাপহরণ নয়, পরপীড়ন নয়। জগতকে শান্তি দাও।

হামির ও মহ। এই আমরা অস্ত্রত্যাগ করলেম।

মহ। মা, আজ তুমি অন্ধের নয়ন ফোটা'লে—আমাকে নরকের পথ হ'তে ফেরা'লে! মহারাণা, আমি কতদূর পাপিষ্ঠ, তা তুমি অনুমানেও আনতে পাচ্ছ না! তোমার বীরবংশধর আমার যুদ্ধ হ'তে বিরত করবার জন্য আমার শিবিরে একাকী এসেছিল, আমি তাকে হত্যা করব বলে শিবিরে আটকে রেখেছি।—সেই মহাপাপ হ'তে আজ মা আমাকে রক্ষা কর্‌লেন।—মহারাণা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আজ এই মহীয়সী মা'র সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—এ জীবনে এ পুণ্যভূমির দিকে আর লোলুপদৃষ্টি দেবো না, চিতোরের ছায়াও স্পর্শ কর্‌ব না।—তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর।

হারা। তবে একবার তোমরা দু'জনে গলাগলি ধ'রে দাঁড়াও দেখি—যুগের দীর্ণ বুক যোড়া লাগুক্। একবার 'ভাই ভাই' বলে' ডাক ত—মায়ের কাণ জুড়িয়ে যাক্, মায়ের প্রাণ বিশ্বছন্দে নাচুক্, মায়ের মান জগতের মস্তকে সূর্য্যের মত জ্বলে উঠুক্!

মহ। কে তুমি মা! তুমিই কি হিন্দু-মুসলমানের জননী? তোমার এক হাতে গৈরিক নিশান, অন্য হাতে অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা।

এক কোলে কোরাণ, অন্য কোলে বেদ। তোমার শিঙ্গায় বাজে আল্লা—ল্লা—হো! তোমার শঙ্খ ডাকে "হর হর বম্ বম্!"

হামির। তবে দাঁড়াও মা, তোমার বরাভয় নিয়ে। তোমার মন্ত্রশক্তিতে আজ দুই ভেঙ্গে আমরা একটা জাতি হয়ে গড়ে উঠি।

হারা। হামির, এত দিনে তোমার চিতোর উদ্ধার হোল—আমার আকাঙ্ক্ষার সফলতা হোল! মনে রেখ, জয় রক্তপাতে নয়, প্রেমে; যুদ্ধ পশুবলের স্ফূর্তি; জগতের একমাত্র নিস্তার শান্তি। সাম্যের জয় হোক্, সখ্যের জয় হোক্, শান্তির জয় হোক!

যবনিকা

কাব্য-গ্রন্থাবলী

সুবৃহৎ তিন খণ্ডে প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত জলধর সেন সম্পাদিত। জলধরবাবু 'সম্পাদকের নিবেদনে' কবি ও কবির কবিতার প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড।—১। পদ্মা, ২। যমুনা, ৩। গীতি, ৪। গীতিকা, ৫। দীপ্তি, ৬। দীপালী, ৭। আরতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।—১। গৌরাঙ্গ, ২। গল্প, ৩। গাথা, ৪। আখ্যায়িকা, ৫। চিত্র ও চরিত্র।

তৃতীয় খণ্ড।—১। কবিতা, ২। পাথেয়, ৩। পাষাণ, ৪। পাথার, ৫। গৈরিক, ৬। গান।

সাধারণ সংস্করণ—প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা। বিশেষ সংস্করণ—দামী পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, উৎকৃষ্ট দুই রঙের কাপড়ে বাঁধা সুদৃশ্য মলাট, প্রতিখণ্ডের মূল্য ১৷৹ টাকা

(নিম্নলিখিত কাব্যগুলি ও গানের বহি পৃথক্ পাওয়া যায়)

গান—(তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে) (স্বরলিপি-সম্বলিত) সুদৃশ্য রঙ্গিন অ্যান্টিকে ছাপা। গোলাপী রঙের মলাট মূল্য ৸৹ আনা

(১) চিত্র ও চরিত্র—(নানাদেশের বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্র-চিত্র)

(২) আখ্যায়িকা—(চারিটি চমৎকার গল্প)

(৩) পাষাণ—(হিমালয়ের সহস্র রূপের অনুপম ছবি। কবি যথার্থই ধবলে ডুবিয়াছেন)

(৪) পাথেয়—(আধ্যাত্মিক নূতন ধরণের কবিতাবলী)

কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য ।৵৹ ছয় আনা

(৫) গৌরাঙ্গ—(অভিনব মহাকাব্য। গৌরাঙ্গের তুলনা শুধু গৌরাঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই-এ'র পাঠ্য হইয়াছিল) কাপড়ের মলাট; মূল্য ১৲ এক টাকা

(৬) গৈরিক—(গিরি-সম্বন্ধীয় ও ভ্রমণের কবিতা-চিত্র। যেন আখরের ছবি!)

(৭) পাথার—(সিন্ধু-সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় কাব্য) পড়িতে পড়িতে সিন্ধু-কল্লোল কাণে আসিবে। সাগরের অনন্ত রূপ প্রাণে ভাসিবে। পুরু অ্যান্টিকে ছাপা।

রঙিন সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য ৸৹ বার আনা

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।